তপস্যাকাল

ভস্ম বুধবার

প্রথম পাঠ - ইসা ৫৮:১-১২

ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্য উপবাস

মুক্তকণ্ঠে চিৎকার কর, ক্ষান্ত হয়ো না কখনও ;
তুরির মত উচ্চধ্বনি তোল ;
আমার জনগণকে তাদের বিদ্রোহ-কর্মের কথা,
যাকোবকুলকে তাদের পাপের কথা ঘোষণা কর।
তারা দিনের পর দিন আমাকে খোঁজ করে থাকে,
আমার পথগুলি জানতে বাসনা করে
—তেমন এক দেশের মানুষের মত যারা ধর্মময়তা পালন করে,
যারা তাদের আপন পরমেশ্বরের বিচার ত্যাগ করেনি ;
তারা ধর্মশাসন যাচনা করে,
পরমেশ্বরের সান্নিধ্য আকাঙ্ক্ষা করে।
'আমরা কেন উপবাস করব, যখন তুমি তা দেখ না?
কেন দেহসংযম করব, যখন তুমি তা লক্ষ কর না?'
দেখ, তোমাদের উপবাস-দিনে তোমরা তো যা খুশি তাই কর,
তোমাদের সকল মজুরকে অত্যাচার কর।
দেখ, তোমরা ঝগড়া-বিবাদের মধ্যেই তো উপবাস করে থাক,
কুদৃষ্টিতে ঘুসাঘুসি করে অপরকে আঘাত কর।
আজকের মত তেমন উপবাস করলে
তোমরা ঊর্ধ্বলোকে তোমাদের কণ্ঠস্বর কখনও শোনাতে পারবে না।
আমার সন্তোষজনক উপবাস কি এই প্রকার?
মানুষের দেহসংযমের দিন কি এই প্রকার?
নলগাছের মত মাথা হেঁট করা, চটের কাপড় ও ছাই পেতে শোয়া,
তুমি কি একেই উপবাস ও প্রভুর গ্রহণীয় দিন বল?
বরং অন্যায্যতার গিঁট খুলে দেওয়া,
জোয়ালের বন্ধন মুক্ত করা,
অত্যাচারিতকে স্বাধীন করে ছেড়ে দেওয়া,
যত জোয়াল ছিন্ন করা—এ কি আমার সন্তোষজনক উপবাস নয়?
ক্ষুধিতের সঙ্গে তোমার খাবার ভাগ করে নেওয়া,
গৃহহীন দীনহীনকে আশ্রয় দেওয়া,
উলঙ্গকে দেখলে তাকে বস্ত্র পরিয়ে দেওয়া,
তোমার আপন জাতির মানুষের প্রতি বিমুখ না হওয়া—এও কি নয়?
তবেই তোমার আলো উষার মত উজ্জ্বল প্রকাশ পাবে,
তোমার ক্ষত শীঘ্রই সেরে উঠবে!
তোমার আগে আগে ধর্মময়তা চলবে,
আর প্রভুর গৌরব তোমার পিছু পিছু চলবে।

তখন তুমি ডাকবে আর প্রভু সাড়া দেবেন;
তুমি চিৎকার করবে আর তিনি বলবেন: 'এই যে আমি!'
তোমার মধ্য থেকে যদি জোয়াল, অঙুলিতর্জন ও শঠতাপূর্ণ কথন দূর করে দাও,
যদি ক্ষুধিতের জন্য নিজেকে বিলিয়ে দাও,
যদি দুঃখীর অভাব মিটিয়ে দাও,
তবে অন্ধকারের মধ্যে তোমার আলো উজ্জ্বল হয়ে উঠবে,
তোমার তমসা মধ্যাহ্নের মত হবে।
প্রভু তোমাকে নিত্যই চালনা করবেন,
দগ্ধ ভূমিতে তোমার প্রাণ পরিতৃপ্ত করবেন,
তোমার হাড় পুনরুজ্জীবিত করে তুলবেন,
আর তুমি জলসিক্ত উদ্যানের মত হবে,
এমন উৎসধারার মত হবে,
যার জল কখনও শুষ্ক হয় না।
তোমার বংশের মানুষ প্রাচীন ধ্বংসস্তূপ পুনর্নির্মাণ করবে,
পুরাকালের ভিত্তিমূল আবার গেঁথে তুলবে।
তুমি ভগ্নস্থান-সংস্কারক বলে অভিহিত হবে,
নিবাসের জন্য ধ্বংসিত পথের উদ্ধারকর্তা বলে পরিচিত হবে।
যদি তুমি সাব্বাৎ-লঙ্ঘন থেকে তোমার পা ফেরাও,
যদি আমার উদ্দেশে পবিত্র সেই দিনে ইচ্ছামত ব্যবহার না কর,
যদি সাব্বাৎকে 'পুলক'
ও প্রভুর উদ্দেশে পবিত্র দিনকে 'গৌরবমণ্ডিত' বল,
যদি তোমার নিজের পথে না চলে, ইচ্ছামত ব্যবহার না করে,
ও অসার কথা না বলে দিনটিকে গৌরবমণ্ডিত কর,
তবে তুমি প্রভুতেই পুলক পাবে;
এবং আমি এমনটি করব, যেন তুমি দেশের উচ্চস্থানগুলিতে চড়
ও তোমার পিতা যাকোবের উত্তরাধিকার ভোগ কর,
কারণ প্রভুর মুখ একথা উচ্চারণ করেছে।

শ্লোক ইসা ৫৮:৬,৭,৯; মথি ২৫:৩১,৩৪,৩৫ দ্রঃ

প্র এ আমার সন্তোষজনক উপবাস—প্রভুর উক্তি: ক্ষুধিতের সঙ্গে তোমার খাবার ভাগ করে নেওয়া, গৃহহীন দীনহীনকে আশ্রয় দেওয়া।

উ তখন তুমি ডাকবে আর প্রভু সাড়া দিয়ে বলবেন: এই যে আমি!

প্র মানবপুত্র যখন আসবেন, তখন নিজের ডান পাশের লোকদের বলবেন: এসো, কারণ আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম আর তোমরা আমাকে খেতে দিয়েছিলে।

উ তখন তুমি ডাকবে আর প্রভু সাড়া দিয়ে বলবেন: এই যে আমি!

বিজোড় বর্ষ - দ্বিতীয় পাঠ - করিন্থীয়দের কাছে পোপ প্রথম ক্লেমেন্টের পত্র

৭:৪—৮:৩; ৮:৫—৯:১; ১৩:১-৪; ১৯:২

মনপরিবর্তন কর

এসো, খ্রীষ্টের রক্তে চোখ নিবদ্ধ রাখি, ও জেনে নিই সেই রক্ত তাঁর পিতা ঈশ্বরের কাছে কতই না মূল্যবান, কারণ আমাদের পরিত্রাণের জন্যই তা পাতিত হয়েছে ও সমগ্র জগতের কাছে মনপরিবর্তনের অনুগ্রহ এনে দিয়েছে।

এসো, সমস্ত যুগের কথা ভাবি, তখন দেখতে পারব যে, যারা তাঁর দিকে ফিরে যেতে ইচ্ছুক, যুগের পর যুগ মহাপ্রভু তাদের মনপরিবর্তনের সুযোগ দান করেছেন। নোয়া মনপরিবর্তনের কথা ঘোষণা করেছিলেন, আর যারা বাধ্য হল তারা পরিত্রাণ পেল। যোনা নিনিভে-নিবাসীদের কাছে সর্বনাশের কথা ঘোষণা করেছিলেন, তারা কিন্তু নিজেদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে প্রার্থনার মাধ্যমে ঈশ্বরকে প্রসন্ন করল ও পরিত্রাণ লাভ করল—অথচ তারা তাঁর কাছে বিধর্মীই ছিল!

ঐশঅনুগ্রহের নানা সেবক পবিত্র আত্মার প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে মনপরিবর্তনের কথা বললেন, এমনকি নিখিলের মহাপ্রভু নিজেও দিব্যি দিয়ে মনপরিবর্তনের কথা বললেন: *আমার জীবনের দিব্যি—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি—আমি পাপীর মৃত্যু নয়, তার মনপরিবর্তন চাই;* তাছাড়া তিনি এ মমতাপূর্ণ বাণীও দিলেন, *হে ইস্রায়েলকুল, মনপরিবর্তন করে অনাচার ত্যাগ কর; আমার জাতির সন্তানদের কাছে তুমি একথা বল: তোমাদের পাপ পৃথিবী থেকে স্বর্গ পর্যন্তও প্রসারিত হলেও, সিঁদুরের চেয়েও লাল হলেও ও ছাগের লোমের চেয়েও কালো হলেও, তবু তোমরা যদি সমস্ত হৃদয় দিয়ে আমার কাছে ফের, যদি বল, 'পিতা,' তবে আমি পবিত্র জাতিই যেন তোমাদের প্রার্থনা কান পেতে শুনব।* আপন সকল প্রিয়জনদের মনপরিবর্তনের অংশীদার করতে ইচ্ছা করে প্রভু আপন সর্বশক্তিশালী ইচ্ছা দ্বারাই এ বাণী সপ্রমাণ করলেন।

সুতরাং ভ্রাতৃগণ, এসো, ঈশ্বরের অপরূপ ও গৌরবময় ইচ্ছার প্রতি বাধ্য হই; এসো, প্রণত হয়ে তাঁর দয়া ও মঙ্গলময়তা অনুনয় করি; মৃত্যুজনক যত অসার দুশ্চিন্তা, তর্কাতর্কি ও হিংসা ত্যাগ করে, এসো, তাঁর মমতার দিকে মন ফেরাই। তবে, ভাই, এসো, যত দম্ভ, দর্প, নির্বুদ্ধিতা ও ক্রোধ বর্জন করে নম্রচিত্ত হই; যা লেখা আছে তাই করি; কেননা পবিত্র আত্মা বলেন, *জ্ঞানী নিজের জ্ঞান নিয়ে যেন গর্ব না করে, শক্তিশালীও নিজের শক্তি নিয়ে, ধনীও নিজের ধন নিয়ে; বরং যে কেউ গর্ব করতে চায়, সে প্রভুর অন্বেষণ ক'রে ও সুবিচার ও ন্যায় পালন ক'রে প্রভুতেই গর্ব করুক।* এসো, আমরা বিশেষভাবে প্রভু যীশুর সেই বচনগুলি স্মরণ করি যেগুলিতে তিনি সদ্ভাব ও সহিষ্ণুতা প্রসঙ্গে শিক্ষা দিলেন। তিনি বললেন, *দয়া দেখাও, যাতে দয়া পেতে পার; ক্ষমা কর, যাতে তোমাদের ক্ষমা করা হয়; তোমরা যেভাবে ব্যবহার কর, সেইভাবে তোমাদের প্রতি ব্যবহার করা হবে; তোমরা যতখানি দেবে, ততখানি তোমাদের ফেরত দেওয়া হবে; যেভাবে পরের বিচার কর, সেইভাবে তোমাদের বিচার করা হবে; যত মঙ্গলকারী হবে, তত মঙ্গলময়তা পাবে; যে পরিমাণে পরিমাণ করবে, সে পরিমাণে তোমাদের প্রতি পরিমাণ করা হবে।* এসো, এ আজ্ঞা ও আদেশগুলিতে নিজেদের সুস্থির রাখি, যাতে বিনম্রতার সঙ্গে তাঁর পুণ্য বচনগুলির প্রতি বাধ্যতা দেখিয়ে সর্বদা চলতে পারি; কেননা একটি পবিত্র বচন বলে: *আমি কার্ দিকেই বা তাকাই, সেই বিনম্র ও কোমল মানুষের দিকেই ছাড়া, যে আমার বাণীতে কম্পিত হয়?*

অতএব, তেমন মহান ও উৎকৃষ্ট কর্মকীর্তির অংশীদার হয়ে উঠে, এসো, সেই শান্তির লক্ষ্যের দিকে ধাবিত হই যা আদি থেকে আমাদের জন্য প্রস্তুত আছে; এসো, বিশ্বজগতের পিতা ও স্রষ্টার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখি, ও তাঁর অপরূপ ও অতুলনীয় শান্তিদায়ী মঙ্গলদান ও তাঁর যত উপকার আঁকড়িয়ে থাকি।

শ্লোক ইসা ৫৫:৭; যোয়েল ২:১৩; এজে ৩৩:১১ দ্রঃ

প্র দুর্জন নিজের পথ, শঠতার মানুষ নিজের যত প্রকল্প ত্যাগ করুক; সে প্রভুর কাছে ফিরে আসুক, তিনি তাকে স্নেহ করবেন;

উ প্রভু দয়াবান ও স্নেহশীল; শঠতায় নিমজ্জিত মানুষের প্রতি তিনি করুণাময়।

প্র প্রভু দুর্জনের মৃত্যুতে প্রীত নন, বরং সে যে নিজের পথ থেকে ফিরে বাঁচে, এতেই তিনি প্রীত।

উ প্রভু দয়াবান ও স্নেহশীল; শঠতায় নিমজ্জিত মানুষের প্রতি তিনি করুণাময়।

জোড় বর্ষ - দ্বিতীয় পাঠ - মহাপ্রাণ সাধু লিওর উপদেশাবলি **উপদেশ ৪৮**

মণ্ডলীর গোটা দেহকে
সমস্ত কলঙ্ক থেকে পরিশুদ্ধ হতে হবে

প্রিয়জনেরা, যে সকল দিন খ্রীষ্টীয় ভক্তি সম্মানের সঙ্গে বহুরূপে উদ্‌যাপন করে, সেগুলির মধ্যে এমন কোন

দিন নেই যা পাস্কাপর্বের চেয়ে শ্রেষ্ঠ—পাস্কাপর্ব থেকেই তো ঈশ্বরমণ্ডলীর অন্যান্য পর্বগুলি পুণ্য মর্যাদা লাভ করে। খ্রীষ্টের জন্মোৎসবও পাস্কা রহস্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, কেননা ঈশ্বরের পুত্রের জন্মগ্রহণের একমাত্র কারণ ছিল তিনি যেন একদিন ক্রুশে বিদ্ধ হতে পারেন। বস্তুতপক্ষে কুমারীর গর্ভে মরণশীল মাংস ধারণ করা হল, সেই মরণশীল মাংসে যন্ত্রণাভোগ-ব্যবস্থা সিদ্ধি লাভ করল,—ঈশ্বরের দয়ার পরম সঙ্কল্প অনুসারে এমনটি ঘটল যাতে সেই যন্ত্রণাভোগ আমাদের জন্য হয়ে উঠতে পারত মুক্তির বলিদান, পাপমোচন ও অনন্ত জীবনের উদ্দেশে পুনরুত্থানের সূত্রপাত। তাছাড়া আমরা যদি চিন্তা করি যে প্রভুর ক্রুশ দ্বারাই সমগ্র জগৎ মুক্তি পেল, তাহলে বুঝতে পারব, পাস্কাপর্ব উদ্‌যাপন করার জন্য চল্লিশ দিনের উপবাস দ্বারা নিজেদের প্রস্তুত করা সত্যিই বাঞ্ছনীয়, যাতে করে আমরা যোগ্যরূপে দিব্য রহস্যগুলিতে যোগ দিতে পারি।

আর কেবল আর্চবিশপ, বা সাধারণ যাজক ও পরিসেবক নয়, বরং মণ্ডলীর গোটা দেহ ও সকল ভক্তজনকেও সমস্ত কলঙ্ক থেকে পরিশুদ্ধ হতে হবে, যেন ঈশ্বরের সেই মন্দির, যার স্বয়ং স্থাপনকর্তাই হলেন তার ভিত, সমস্ত প্রস্তরগুলিতে সুন্দর ও সব দিক দিয়ে উজ্জ্বল হতে পারে। কেননা যখন রাজাদের প্রাসাদ ও শাসকদের আবাস যুক্তিসঙ্গত ভাবেই যত ধরনের অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হয় যাতে তাদের বাসস্থান ততই শ্রেষ্ঠতম হয় যত মহত্তম তাদের গুণ, তখন স্বয়ং ঈশ্বরের গৃহ কত যত্ন ও সম্মানের সঙ্গেই না নির্মাণ ও অলঙ্কৃত করা উচিত!

এই যে গৃহ তাঁর নিজের স্রষ্টা ছাড়া শুরু ও শেষ করা যায় না, তা কিন্তু নির্মাণকারীর সহযোগিতা প্রত্যাশা করে, যাতে তার পরিশ্রম দ্বারাও তার বৃদ্ধি হতে পারে; কেননা এ মন্দির নির্মাণকাজের জন্য জীবন্ত ও বুদ্ধিসম্পন্ন মালামাল ব্যবহৃত হয়, যে মালামাল আত্মার অনুগ্রহ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়, একমন হয়ে একদেহে সুসংবদ্ধ হয়ে ওঠে। তেমন মণ্ডলীকে ঈশ্বর ভালবাসেন ও অনুসন্ধান করেন; সুতরাং মণ্ডলীও: তাকে যে ভালবাসে না, মণ্ডলী যেন তাকে ভালবাসে, ও যে তার অনুসন্ধান করে না, মণ্ডলী যেন তার অনুসন্ধান করে, যেমনটি ধন্য প্রেরিতদূত যোহন বলেন, *আমরা ভালবাসি কারণ ঈশ্বরই প্রথম আমাদের ভালবেসেছেন।* সুতরাং যেহেতু ভক্তরা সকলে মিলে ও এক একজন ক'রে হল ঈশ্বরের এক-ই ও একমাত্র মন্দির, সেজন্য মন্দিরটা যেমন সমষ্টিগত ভাবে নিখুঁত তেমনি ব্যক্তি-বিশেষের বেলায়ও নিখুঁত হওয়া চাই; কেননা যদিও সকল অঙ্গের সৌন্দর্য একই নয়, ও তেমন বৈচিত্রময় অংশগুলির মধ্যে সদ্‌গুণাবলির সামঞ্জস্যও থাকার কথা নয়, তথাপি ভ্রাতৃপ্রেমের সুসংবদ্ধতা সৌন্দর্যের একতা সাধন করে। এভাবে সমস্ত অঙ্গগুলি পুণ্য প্রেমে একত্রিত হয়, আর অনুগ্রহের মঙ্গলদানগুলির সমান পাত্র না হয়েও, তবু সকলে পরস্পরের মঙ্গলের জন্য আনন্দ ভোগ করে; এমনকি তারা যা ভালবাসে সেই সবকিছু থেকে কেউই বঞ্চিত নয়, কেননা যে কেউ পরের কল্যাণে আনন্দিত, সে নিজের বৃদ্ধি সাধন করে।

শ্লোক ২ করি ৬:২-৭ দ্রঃ

প্র এখন তো সেই প্রসন্নতার সময়, এখন তো সেই পরিত্রাণের দিন।
উ এসো, আমরা উপবাস পালনে ধৈর্য দেখিয়ে, ঈশ্বরের পরাক্রম ও ধর্মময়তার অস্ত্র হাতিয়ার করে নিজেদের উৎসাহিত করি।
প্র যেন আমাদের সেবাকর্মের কোন নিন্দা না হয়, আমরা সবকিছুতেই নিজেদের ঈশ্বরের সেবাকর্মী বলে দেখাই।
উ এসো, আমরা উপবাস পালনে ধৈর্য দেখিয়ে, ঈশ্বরের পরাক্রম ও ধর্মময়তার অস্ত্র হাতিয়ার করে নিজেদের উৎসাহিত করি।

ভস্ম বুধবারের পরবর্তী
বৃহস্পতিবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - দ্বিঃবিঃ ১:১,৬-১৮

মোয়াবে মোশীর শেষ উপদেশ

যর্দনের পুবপারে, মরুপ্রান্তরে, সূফের ঠিক উল্টো দিকে অবস্থিত আরাবা নিম্নভূমিতে, পারান, তোফেল, লাবান, হাজেরোৎ ও দিজাহাবের মাঝখান জায়গায় মোশী গোটা ইস্রায়েলকে এই সমস্ত কথা বললেন।

'আমাদের পরমেশ্বর প্রভু হোরেবে আমাদের বলেছিলেন: তোমরা এই পর্বতে যথেষ্ট দিন থেকেছ; এখন এগিয়ে যাও, রওনা হও, আমোরীয়দের পার্বত্য অঞ্চল ও সেখানকার সমস্ত জায়গার দিকে তথা আরাবা নিম্নভূমি, পাহাড়িয়া অঞ্চল, নিম্নভূমি, নেগেব, সমুদ্রতীরের দিকে গিয়ে ইউফ্রেটিস মহানদী পর্যন্ত কানানীয়দের দেশে ও লেবাননে প্রবেশ কর। দেখ, আমি এই দেশ তোমাদের সামনেই রেখেছি; তোমাদের পিতৃপুরুষ আব্রাহাম, ইসায়াক ও যাকোবকে এবং তাদের পরে তাদের বংশধরদের যে দেশ দেবেন বলে প্রভু শপথ করেছিলেন, তোমরা সেই দেশে প্রবেশ করে তা অধিকার কর।

সেসময় আমি তোমাদের একথা বলেছিলাম: একাকী তোমাদের ভার বওয়া আমার অসাধ্য। তোমাদের পরমেশ্বর প্রভু তোমাদের সংখ্যা এমনই বৃদ্ধি করেছেন যে, তোমরা আজ আকাশের তারানক্ষত্রের মত বহুসংখ্যক হয়েছ। তোমাদের পিতৃপুরুষদের পরমেশ্বর প্রভু এর চেয়ে তোমাদের সংখ্যা আরও সহস্র গুণে বৃদ্ধি করুন, এবং তিনি যেমন বলেছিলেন, তেমনি তোমাদের আশীর্বাদ করুন। একাকী আমি কেমন করে তোমাদের বোঝা, তোমাদের ভার ও তোমাদের যত ঝগড়া-বিবাদ সহ্য করতে পারি? তোমরা তোমাদের নিজ নিজ গোষ্ঠীর মধ্য থেকে প্রজ্ঞাবান, বুদ্ধিসম্পন্ন ও সুনাম-করা লোকদের বেছে নাও, আমি তাদের তোমাদের নেতারূপে নিযুক্ত করব। তোমরা আমাকে উত্তর দিয়েছিলে: তোমার প্রস্তাব ভাল। তাই আমি তোমাদের গোষ্ঠীগুলির নেতাদের, অর্থাৎ প্রজ্ঞাবান ও সুনাম-করা সেই লোকদের নিয়ে তোমাদের উপরে সহস্রপতি, শতপতি, পঞ্চাশপতি, দশপতি, এবং তোমাদের গোষ্ঠীগুলির জন্য শাস্ত্রী করে নিযুক্ত করেছিলাম। সেসময় আমি তোমাদের বিচারকদের এই আজ্ঞা দিয়েছিলাম: তোমরা তোমাদের ভাইদের কথা শুনে বাদী ও তার ভাইয়ের বা সহবাসী বিদেশীর মধ্যে বিচার সম্পাদন কর। বিচারে কারও পক্ষপাত না করে তোমরা ছোট বড় উভয়েরই কথা শুনবে; মানুষের মুখ দেখে তোমরা ভয় করবে না, কেননা পরমেশ্বরেরই তো বিচার। এবং যত সমস্যা তোমাদের পক্ষে কঠিন, তা আমার কাছে উপস্থাপন করবে, আমি তা শুনব। সেসময় তোমাদের সমস্ত কর্তব্য কাজ সম্বন্ধে আমি আজ্ঞা করেছিলাম।'

শ্লোক দ্বিঃবিঃ ১:৮,১০; গা ৩:৮

প্র তোমাদের পিতৃপুরুষ আব্রাহাম, ইসায়াক ও যাকোবকে এবং তাদের পরে তাদের বংশধরদের যে দেশ দেবেন বলে প্রভু শপথ করেছিলেন, তোমরা সেই দেশে প্রবেশ করে তা অধিকার কর।
উ তোমাদের পরমেশ্বর প্রভু তোমাদের সংখ্যা এমনই বৃদ্ধি করেছেন যে, তোমরা আজ আকাশের তারানক্ষত্রের মত বহুসংখ্যক হয়েছ।
প্র ঈশ্বর আব্রাহামকে আগে থেকে বলেছিলেন, সমস্ত জাতি তোমাতে আশিসপ্রাপ্ত হবে।
উ তোমাদের পরমেশ্বর প্রভু তোমাদের সংখ্যা এমনই বৃদ্ধি করেছেন যে, তোমরা আজ আকাশের তারানক্ষত্রের মত বহুসংখ্যক হয়েছ।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু যোহন খ্রীসোস্তমের উপদেশাবলি ইহুদীদের বিপক্ষে, উপদেশ ৩

আমরা আমাদের পাপের জন্যই উপবাস করি,
কেননা আমরা পবিত্র রহস্যগুলির সম্মুখীন হতে চলছি

কেন আমরা এ চল্লিশ দিনে উপবাস করে থাকি? আগে অনেকে এ পবিত্র রহস্যগুলিকে দুঃসাহসের সঙ্গে ও

অপ্রস্তুত হয়েই পালন করত, বিশেষভাবে এসময়ে যখন খ্রীষ্ট নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। এজন্য তেমন দুঃসাহসপূর্ণ ব্যবহারজনিত বিপদ উপলব্ধি ক'রে পিতৃগণ চল্লিশদিন ব্যাপী উপবাস, প্রার্থনা, বাণী-শ্রবণ ও সভা-পালন উপযুক্ত মনে করলেন যাতে আমরা এ দিনগুলিতে প্রার্থনা, অর্থদান, উপবাস, নিশিজাগরণী, অশ্রুজল, পাপস্বীকার ও অন্য ধর্মক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আত্মশুদ্ধি লাভ করে শুদ্ধ হৃদয়ে ও যথাসাধ্য এ পবিত্র রহস্যগুলিকে পালন করতে পারি। তাঁদের এ সর্বস্বীকৃত সিদ্ধান্তের ফলে তাঁরা ভবিষ্যতের জন্যও মহান ও উৎকৃষ্ট প্রথা নিশ্চিতরূপে প্রতিষ্ঠিত করলেন, কেননা—অভিজ্ঞতারই কথা—আমরা উপবাস অভ্যাসমতই পালন করতে শিখেছি।

বস্তুতপক্ষে যদিও আমরা সারা বছরেও উপবাসের কথা প্রচার ও ঘোষণা করতে অবহেলা না করি, তবু কেউই আমাদের কথায় মনোযোগ দেয় না; অথচ তপস্যাকাল উপস্থিত হওয়া মাত্রই, যদিও কেউ কোন উপদেশ না দেয় বা কোন সনির্বন্ধ আবেদন না জানায়, তবু সবচেয়ে শিথিল মানুষও জেগে ওঠে ও তপস্যাকালের প্রেরণা আপনা আপনি গ্রহণ করে।

সুতরাং কেউ তোমাকে জিজ্ঞাসা করলে তুমি কেন উপবাস কর, তুমি 'পাস্কার জন্য' কিংবা 'ক্রুশের জন্য' এমন উত্তর দেবে না, কেননা আমরা পাস্কা বা ক্রুশের জন্য নয়, বরং পবিত্র রহস্যগুলি পালন করতে যাচ্ছি বিধায় আমাদের পাপের জন্যই উপবাস করি। তাছাড়া পাস্কা তো উপবাস বা শোকপ্রকাশের নয়, বরং আনন্দ ও ফুর্তিরই উপলক্ষ; এবং ক্রুশ পাপ হরণ করল, বিশ্বজগতের জন্য প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ হল, প্রাচীন ক্রোধ মিটিয়ে দিল, স্বর্গদ্বার উন্মুক্ত করল, শত্রুদের করে তুলল বন্ধু, মানুষকে পুনরায় স্বর্গে চালিত করল, আমাদের মানবস্বরূপকে সিংহাসনের ডান পাশে প্রতিষ্ঠিত করল, ও আরও কতগুলো মঙ্গলদান এনে দিল। অতএব এসব কিছুর জন্য ক্রন্দন ও শোকপ্রকাশ করা মানায় না, বরং আনন্দ ও স্ফূর্তি করাই বাঞ্ছনীয়।

এজন্য সাধু পলও বললেন, *আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের ক্রুশে ছাড়া আমি আর অন্য কিছুতেই যেন গর্ব না করি।* তিনি আরও বললেন, *ঈশ্বর আমাদের প্রতি তাঁর ভালবাসা প্রমাণ করছেন, কেননা আমরা যখন পাপী ছিলাম, তখনই খ্রীষ্ট আমাদের জন্য মরলেন।*

একইভাবে যোহন স্পষ্ট কথা বলেন: *ঈশ্বর জগৎকে এতই ভালবেসেছেন!* কীভাবে ঈশ্বর জগৎকে ভালবেসেছেন? অন্য সবকিছু ফেলে রেখে তিনি একটি ক্রুশ উত্তোলন করলেন। *ঈশ্বর জগৎকে এতই ভালবেসেছেন যে,*—একথা বলার পর যোহন বলে চলেন—*তিনি আপন একমাত্র পুত্রকে দান করেছেন সেই পুত্র যেন ক্রুশবিদ্ধ হন, যে কেউ তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখে সে যেন অনন্ত জীবন লাভ করে।*

অতএব ক্রুশ যখন ভালবাসা ও গৌরবের কারণ, তখন আমরা আর বলতে পারব না, আমরা ক্রুশের জন্য শোক প্রকাশ করি। তাই ক্রুশের জন্য কখনও অশ্রুপাত করব, তা দূরের কথা, আমাদের পাপের জন্যই বরং চোখের জল ফেলি। এজন্যই আমরা উপবাস পালন করি।

শ্লোক বারুক ৩:২; সাম ১০৬:৬ দ্রঃ

প্র অজ্ঞান-বশত যত পাপ করেছি, এসো, সেই পাপ থেকে নিজেদের সংস্কার করি, মৃত্যু আমাদের উপর হঠাৎ এসে পড়লে আমরা যেন প্রায়শ্চিত্ত করার এমন সময়ের খোঁজ না করি, যে সময় পেতে পারবই না।
উ শোন, প্রভু, এবং দয়া কর, কারণ আমরা তোমার বিরুদ্ধে পাপ করেছি।
প্র আমাদের পিতৃগণের মত আমরাও করেছি পাপ, করেছি শঠতা, করেছি দুষ্কর্ম।
উ শোন, প্রভু, এবং দয়া কর, কারণ আমরা তোমার বিরুদ্ধে পাপ করেছি।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - যাত্রা ১:১-২২

মিশরে অত্যাচারিত ইস্রায়েল

ইস্রায়েলের সন্তানেরা, এক একজন সপরিবারে যাঁরা যাকোবের সঙ্গে মিশর দেশে গিয়েছিলেন, তাঁদের নাম

এই: রূবেন, সিমেয়োন, লেবি ও যুদা, ইসাখার, জাবুলোন ও বেঞ্জামিন, দান ও নেফ্তালি, গাদ ও আসের। সবসমেত যাকোবের বংশধর ছিল সত্তরজন; যোসেফ আগে থেকেই মিশরে ছিলেন। পরে যোসেফের মৃত্যু হল, তাঁর ভাইয়েরা ও সেই যুগের সমস্ত মানুষেরও মৃত্যু হল। কিন্তু ইস্রায়েল সন্তানেরা ফলবান ছিল ও বহুবৃদ্ধি লাভ করল, এবং সংখ্যায় এতই বেড়ে উঠল ও এতই প্রভাবশালী হল যে, তাদের উপস্থিতিতে সমস্ত দেশ পূর্ণ হল।

একসময় মিশরে এমন এক নতুন রাজা আসন গ্রহণ করলেন, যিনি যোসেফের কথা কখনও শোনেননি। তিনি তাঁর জনগণকে বললেন, 'দেখ, আমাদের চেয়ে ইস্রায়েল সন্তানদের জাতির সংখ্যা ও শক্তি বেশি। এসো, আমরা ওদের বিষয়ে বিচার-বিবেচনা করে এমন ব্যবস্থা নিই, যেন ওদের লোকসংখ্যা আর বাড়তে না পারে; নইলে যুদ্ধ বাধলে ওরা শত্রুপক্ষের সঙ্গে যোগ দিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে, আর অবশেষে এই দেশ ছেড়ে চলে যাবে।' সেই অনুসারে তাদের উপরে এমন মেহনতি কাজের সরদারদের নিযুক্ত করা হল, যারা তাদের উপর কঠোর পরিশ্রমের ভার চাপিয়ে দিল; আর তারা ফারাওর জন্য পিথোন ও রাম্সেস এই দু'টো ভাণ্ডার-নগর নির্মাণ করল। কিন্তু তাদের উপর যত বেশি অত্যাচার চালানো হল, তারা সংখ্যায় তত বেশি বেড়ে চলতে ও ছড়িয়ে পড়তে লাগল, ফলে মিশরীয়েরা ইস্রায়েল সন্তানদের ব্যাপারে ভয় পেতে লাগল। তাই মিশরীয়েরা নির্মম ভাবে ইস্রায়েল সন্তানদের দাসত্ব-কাজে বশীভূত করল; কঠোর দাসত্ব দ্বারা তারা তাদের জীবন তিক্তই করে তুলল: তাদের দ্বারা গাঁথনির মসলা তৈরি করাল, ইট প্রস্তুত করাল, মাঠে-খামারে নানা রকম কাজ করাল: এ ধরনেরই সমস্ত দাসত্বের কাজ তাদের উপরে নির্মম ভাবে চাপিয়ে দিল।

পরে মিশরের রাজা শিফ্রা ও পুয়া নামে দুই হিব্রু ধাত্রীকে বলে দিলেন, 'তোমরা যখন হিব্রু স্ত্রীলোকদের ধাত্রীকাজ কর, তখন প্রসবাধারের পাথর দু'টোর দিকে লক্ষ রাখ, ছেলে হলে তাকে মেরে ফেল, মেয়ে হলে তাকে বাঁচতে দাও।' কিন্তু ওই ধাত্রীরা পরমেশ্বরকে ভয় করত, তাই মিশর-রাজের আজ্ঞা মেনে না নিয়ে বরং ছেলেদের বাঁচতে দিত। অতএব মিশর-রাজ তাদের ডাকিয়ে বললেন, 'তেমনটি করে তোমরা কেন ছেলেদের বাঁচতে দিয়েছ?' ধাত্রীরা ফারাওকে উত্তরে বলল: 'হিব্রু স্ত্রীলোকেরা মিশরীয় স্ত্রীলোকদের মত নয়; তারা তো বলবতী, ধাত্রী তাদের কাছে পৌঁছবার আগেই তাদের প্রসব হয়ে যায়!' এজন্য পরমেশ্বর সেই ধাত্রীদের মঙ্গল করলেন; এবং লোকেরা সংখ্যায় বেড়ে উঠল ও খুবই প্রভাবশালী হল; আর সেই ধাত্রীরা পরমেশ্বরকে ভয় করত বিধায় তিনি তাদের একটা বংশ দিলেন। তখন ফারাও তাঁর সকল লোককে এই আজ্ঞা দিলেন, 'তোমরা নবজাত প্রতিটি ছেলেকে নদীতে ফেলে দেবে, কিন্তু মেয়েদের বাঁচতে দেবে।'

শ্লোক আদি ১৫:১৩-১৪; ইসা ৪৯:২৬ দ্রঃ

প্র ঈশ্বর আব্রাহামকে বললেন: তোমার সন্তানেরা এমন দেশে প্রবাসী হয়ে থাকবে, যা তাদের আপন দেশ নয়; তারা দাসত্ব-অবস্থায় পড়বে ও চারশ' বছর ধরে অত্যাচারিত হবে; আমি কিন্তু তাদের সঙ্গে থাকব:
উ আমিই প্রভু, তোমার পরিত্রাতা ও মুক্তিসাধক।
প্র তারা যে জাতির দাস হবে, আমি তার বিচার করব;
উ আমিই প্রভু, তোমার পরিত্রাতা ও মুক্তিসাধক।

দ্বিতীয় পাঠ - মহাপ্রাণ সাধু লিওর উপদেশাবলি **'তপস্যাকাল', উপদেশ ৬:১,২**

উপবাস ও দয়াধর্মের মধ্য দিয়ে পুণ্য শুচীকরণ

প্রিয়জনেরা, সর্বদাই *পৃথিবী প্রভুর দয়ায় পরিপূর্ণ;* এমনকি স্বয়ং প্রকৃতিই প্রত্যেক ভক্তজনকে ঈশ্বরকে পূজা করতে শিক্ষা দেয়—বস্তুত আকাশ ও পৃথিবী, সমুদ্র ও তার মধ্যে যা কিছু আছে আপন স্রষ্টার মঙ্গলময়তা ও সর্বশক্তির কথা ঘোষণা করে; এবং আমাদের সেবায় নিযুক্ত যত পদার্থের সৌন্দর্য বুদ্ধিসম্পন্ন এ আমাদের কাছে ন্যায়সঙ্গত ধন্যবাদসূচক মনোভাব দাবি করে। তবু যেহেতু সেই দিনগুলি উপস্থিত হতে চলছে, যে দিনগুলি মানব-প্রতিকারের সাক্রামেন্তগুলি দ্বারা বিশেষভাবে চিহ্নিত ও পাস্কাপর্বের অধিক সন্নিকট পূর্বদিনগুলি, সেজন্য আরও যথাযোগ্য ভাবে পুণ্য শুচীকরণের প্রস্তুতি নেওয়া আমাদের পক্ষে প্রত্যাশিত।

প্রকৃতপক্ষে পাস্কাপর্বের বিশেষ বৈশিষ্ট্যই, গোটা মণ্ডলী পাপমোচনের জন্য আনন্দ ভোগ করবে; এমন

পাপমোচন যা কেবল নবদীক্ষিতদের জন্য নয়, যারা অনেক দিন যাবৎ দত্তকপুত্রত্বের তালিকাভুক্ত, তাদের জন্যও সাধিত। কেননা যদিও নবজন্মদানকারী জলপ্রক্ষালনই বিশেষভাবে মানুষের নবায়ন সাধন করে, তবু যেহেতু মরণশীলতার মরচের বিরুদ্ধে দৈনন্দিন নবায়ন সকলের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন, আর যেহেতু পরিপক্কতার পথে এমন কেউই নেই যে অধিক উন্নতিশীল হতে বাধ্য নয়, সেজন্য সকলেরই চেষ্টা করা উচিত যেন মুক্তিলাভের দিনে কাউকেই প্রাচীন জীবনের রিপুতে আবদ্ধ পাওয়া না যায়।

অতএব প্রিয়জনেরা, প্রত্যেক খ্রীষ্টভক্তের যা সর্বকালীন কর্তব্য, তা এখন আরও যত্ন ও ভক্তি সহকারে পালন করতে হবে, যাতে পূর্ণ হয় চল্লিশদিনের উপবাসের সেই প্রৈরিতিক নিয়ম যা কেবল খাদ্যাহার-ত্যাগে নয়, বিশেষভাবে রিপু প্রত্যাহারেই সিদ্ধ।

উপরন্তু, অর্থদান ছাড়া—যা একমাত্র 'দয়াধর্ম' নামে নানা প্রশংসনীয় ধর্মক্রিয়ার সমন্বয় ঘটায়—অধিক উপকারী এমন ধর্মক্রিয়া নেই যা যথাযোগ্য ও পুণ্য উপবাসের সঙ্গে মিলিত থাকতে পারে; এর দ্বারা সকল ভক্তের মন সামর্থ্যের অনৈক্যের মধ্যেও এক হতে পারে।

ঈশ্বর ও মানুষের প্রতি যে ভালবাসা একইসঙ্গে দেখানো উচিত, সেই ভালবাসা মঙ্গলকারী হবার জন্য সবসময় মুক্ত, কারণ এমন বাধা নেই যা সেই ভালবাসা আবদ্ধ করতে পারে। আসলে স্বর্গদূতেরাও গান করছিলেন, *ঊর্ধ্বলোকে ঈশ্বরের গৌরব, ইহলোকে সদিচ্ছা-মানুষের কাছে শান্তি*; কেননা কেবল মঙ্গলময়তা গুণে নয়, বরং শান্তিলাভেও তারা ধন্য হয়ে ওঠে, যারা যে কোন দুর্দশার ভারে শ্রান্ত মানুষের সঙ্গে ভালবাসায়ই সহবেদনশীল হয়।

দয়াধর্ম ক্ষেত্র বিস্তীর্ণ! ধনী ও প্রাচুর্যপূর্ণ ব্যক্তি শুধু নয়, মধ্যশ্রেণীর মানুষ ও গরিবেরাও অর্থদানে পরের কল্যাণ সাধনে অংশ নিতে পারে; ফলে যারা সামর্থ্যের দিক দিয়ে অসমান, তারা তবু মনের সদ্ভাবে সদৃশ হতে পারে।

শ্লোক

প্র তপস্যাকাল আমাদের জন্য স্বর্গদ্বার উন্মুক্ত করল: এসো, প্রার্থনা ও প্রায়শ্চিত্তের একাল উদ্‌যাপন করি,
উ যেন পুনরুত্থানের দিনে প্রভুর গৌরবের অংশীদার হতে পারি।
প্র এসো, সবকিছুতেই দেখাই, আমরা ঈশ্বরের সেবাকর্মী,
উ যেন পুনরুত্থানের দিনে প্রভুর গৌরবের অংশীদার হতে পারি।

ভস্ম বুধবারের পরবর্তী
শুক্রবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - দ্বিঃবিঃ ৪:১-৮,৩২-৪০

জনগণের কাছে মোশীর উপদেশ

আর এখন, ইস্রায়েল, মনোযোগ দিয়ে শোন সেই সমস্ত বিধি ও নিয়মনীতি যা আমি তোমাদের শিখিয়ে দিচ্ছি, যেন তা পালন করে তোমরা বাঁচতে পার, এবং তোমাদের পিতৃপুরুষদের পরমেশ্বর প্রভু যে দেশ তোমাদের দিচ্ছেন, তোমরা যেন সেই দেশে প্রবেশ করে তা অধিকার করতে পার। আমি তোমাদের যা কিছু আজ্ঞা করি, সেই বাণীতে তোমরা আর কিছুই যোগ করবে না, কিছুই বাদও দেবে না। আমি তোমাদের জন্য যে সমস্ত আদেশ জারি করছি, তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুর সেই সকল আজ্ঞা পালন করবে।

বায়াল-পেওরের ব্যাপারে প্রভু যা করেছিলেন, তা তোমরা স্বচক্ষে দেখেছ: হ্যাঁ, তোমার মধ্য থেকে যারা বায়াল-পেওরের অনুগামী হয়েছিল, তোমার পরমেশ্বর প্রভু তাদের প্রত্যেককেই বিনাশ করেছিলেন; কিন্তু তোমরা যত লোক তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুর প্রতি বিশ্বস্ত হয়ে থেকেছিলে, সকলেই আজ জীবিত আছ।

দেখ, আমার পরমেশ্বর প্রভু আমাকে যেমন আজ্ঞা করেছেন, আমি তোমাদের তেমন বিধি ও নিয়মনীতি

শিখিয়েছি, যেন অধিকার করার জন্য তোমরা যে দেশে প্রবেশ করতে যাচ্ছ, সেই দেশে সেগুলো পালন কর। সুতরাং তোমরা সেগুলোকে মেনে চলবে ও পালন করবে, কেননা জাতিগুলোর সামনে তা-ই হবে তোমাদের প্রজ্ঞা ও সুবুদ্ধির পরিচয়; এই সমস্ত বিধির কথা শুনে তারা বলবে: এই মহাজাতির মানুষই একমাত্র প্রজ্ঞাবান ও সুবুদ্ধিসম্পন্ন লোক। আসলে, এমন কোন্ বড় দেশ আছে, যার দেবতা তার তত নিকটবর্তী, আমাদের পরমেশ্বর প্রভু আমাদের যত নিকটবর্তী যখনই আমরা তাঁকে ডাকি? আর আমি আজ তোমাদের সামনে যে সমস্ত বিধান তুলে ধরলাম, এমন কোন্ বড় দেশ আছে, যার বিধি ও নিয়মনীতি তেমনি ধর্মসম্মত?

পরমেশ্বর যেদিন পৃথিবীর বুকে মানুষকে সৃষ্টি করলেন, সেদিন থেকে যত যুগ কেটেছে, তোমার পূর্ববর্তী সেই যুগগুলিকে জিজ্ঞাসা কর, আকাশমণ্ডলের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত এর মত মহান কিছু কি কখনও ঘটেছে? এর মত কোন কথা কি কখনও শোনা হয়েছে? তোমার মত কি আর কোন জাতি পরমেশ্বরের কণ্ঠস্বর আগুনের মধ্য থেকে কথা বলতে শুনেছে আর তবুও প্রাণে বেঁচেছে? তোমার পরমেশ্বর প্রভু যেমন মিশরে তোমাদের চোখের সামনে মহা মহা কাজ সাধন করেছেন, কোন দেবতা তেমনি কি নানা কঠোর পরীক্ষা, চিহ্ন ও অলৌকিক লক্ষণে, যুদ্ধ-সংগ্রামে, শক্তিশালী হাতে ও প্রসারিত বাহুতে, নানা ভয়ঙ্কর বিভীষিকার মধ্য দিয়ে অন্য জাতির মধ্য থেকে নিজের জন্য এক জাতিকে তুলে আনতে নিজেই কখনও গিয়েছে? তোমাকেই ওই সবকিছুর দর্শক করা হয়েছে, যেন তুমি জানতে পার যে, প্রভুই পরমেশ্বর, তিনি ছাড়া অন্য কেউ নেই। তোমাকে জ্ঞানশিক্ষা দেবার জন্য তিনি স্বর্গ থেকে তোমাকে তাঁর আপন কণ্ঠস্বর শোনালেন, মর্তে তোমাকে তাঁর আপন মহা আগুন দেখালেন, এবং তুমি আগুনের মধ্য থেকে তাঁর আপন বাণী শুনতে পেলে। তিনি তোমার পিতৃপুরুষদের ভালবাসলেন ও তাঁদের পরে তাঁদের বংশধরদের বেছে নিলেন বলেই তাঁর আপন শ্রীমুখ ও মহাপরাক্রম দ্বারা তোমাকে মিশর দেশ থেকে বের করে এনেছেন, যেন তোমার চেয়ে মহান ও পরাক্রমী দেশের মানুষকে তোমার সামনে থেকে তাড়িয়ে দিয়ে তাদের দেশে তোমাকেই প্রবেশ করান ও তার অধিকার তোমাকেই দান করেন— ঠিক যেমনটি আজ দেখা যাচ্ছে।

সুতরাং আজ জেনে নাও, হৃদয়ে এই কথা গেঁথে রাখ যে, ঊর্ধ্বে সেই স্বর্গে ও নিম্নে এই মর্তে প্রভুই তো পরমেশ্বর, অন্য কেউ নয়। তাই আমি আজ তাঁর যে সকল বিধি ও আজ্ঞা তোমাকে দিলাম, তা পালন কর, যেন তোমার মঙ্গল হয়, তোমার পরে তোমার সন্তানদেরও মঙ্গল হয়, এবং তোমার পরমেশ্বর প্রভু যে দেশভূমি চিরকালের মত তোমাকে দিচ্ছেন, সেখানে যেন তুমি দীর্ঘজীবী হয়ে বাস করতে পার।

শ্লোক দ্বিঃবিঃ ৪:১; ৬:৩; সাম ৮১:৯-১০ দ্রঃ

প্র ইস্রায়েল, প্রভুর আদেশ শোন, সেগুলি তোমার হৃদয়ে লিখে রাখ,
উ তবে আমি তোমাকে দুধ ও মধু প্রবাহী দেশ দান করব।
প্র ওগো ইস্রায়েল, যদি শুনতে আমায়! তোমার মধ্যে যেন কোন বিদেশী দেবতা না থাকে, বিজাতীয় কোন দেবতাকে তুমি যেন না কর প্রণাম।
উ তবে আমি তোমাকে দুধ ও মধু প্রবাহী দেশ দান করব।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু যোহন খ্রীসোস্তমের উপদেশাবলি **উপদেশ ২,৬**

মনপরিবর্তনের পাঁচটা পথ

তোমরা কি চাও, আমি মনপরিবর্তনের পথগুলির কথা বলব? বহু ও নানাবিধ পথ রয়েছে, সবগুলো কিন্তু স্বর্গে নিয়ে যায়। মনপরিবর্তনের প্রথম পথ হল নিজেদের পাপ নিন্দা করা: *তুমি প্রথমে তোমার পাপ স্বীকার কর, যেন ধর্মময় হয়ে উঠতে পার।* এজন্য নবীও বলছিলেন, *যখন বললাম, 'প্রভুর কাছে আমার যত অন্যায় স্বীকার করব,' তখনই তুমি হরণ করলে আমার হৃদয়ের অধর্ম।* সুতরাং তুমিও তোমার দোষত্রুটি নিন্দা কর: তোমার আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য তা প্রভুর কাছে যথেষ্ট; তাছাড়া নিজ পাপ নিন্দা করলে তুমি তো সতর্ক হয়ে ওঠ যেন আবার সেই পাপকর্মে পা না বাড়াও। তোমার অভ্যন্তরীণ অভিযোক্তা হতে তোমার বিবেক উদ্দীপিত কর, সে যেন প্রভুর বিচারালয়ের সামনে তোমাকে অভিযুক্ত না করে।

তবে এটি মনপরিবর্তনের একটা পথ, উত্তম একটা পথ। তবু আর একটা পথ রয়েছে যা এটা থেকে কম ভাল নয়, তথা শত্রুদের অপরাধ মনে না রাখা, ক্রোধ বর্জন করা, অমঙ্গলকারীদের ক্ষমা করা; এভাবে আমরা প্রভুর বিরুদ্ধে যে অপরাধ করেছি তার ক্ষমা পাব। তবে এটি পাপ-প্রায়শ্চিত্তের দ্বিতীয় উপায়। *তোমরা যদি লোকের অপরাধ ক্ষমা কর, তোমাদের স্বর্গীয় পিতা তোমাদেরও ক্ষমা করবেন।*

তুমি কি মনপরিবর্তনের তৃতীয় একটা পথ শিখতে চাও? তা হল এমন জীবনপূর্ণ ও নিখুঁত প্রার্থনা যা হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকেই নিবেদিত।

তুমি চতুর্থ পথ জানতে চাইলে আমি বলব, অর্থদান; আর এ পথ খুবই মূল্যবান। অবশেষে আমি একথাও বলব, কেউ যদি আত্মসংযম ও বিনম্রতার সঙ্গে ব্যবহার করে, তাহলে সে নিজ পাপ আমূলেই ধ্বংস করবে; উপরোল্লিখিত উপায়ের চেয়ে এটি কম কার্যকারী নয়, এর প্রমাণ হল সেই কর-আদায়কারী যে নিজেরই কোন সৎকাজ উল্লেখ করতে না পারাতে এর পরিবর্তে নিজের পাপের বিনম্র স্বীকার অর্পণ করল আর এইভাবে তার বিবেকের ভারী বোঝা থেকে নিজেকে মুক্ত করল।

আমরা মনপরিবর্তনের পাঁচটা পথ দেখিয়েছি: প্রথমটা হল পাপ-নিন্দা; দ্বিতীয়টা পরের অপরাধের ক্ষমা; তৃতীয়টা প্রার্থনা; চতুর্থটা অর্থদান, ও পঞ্চমটা বিনম্রতা। তাই তুমি এমনি বসে থেকো না, বরং প্রতিদিন এ পাঁচটা পথ ধরে এগিয়ে যেতে চেষ্টা কর, কেননা এ পথগুলি সহজ, আর এগুলি এড়াবার জন্য তুমি যে গরিব, একথাও বলতে পার না। অত্যন্ত অভাবের মধ্যে থাকলেও তুমি সবসময়ই পারবে ক্রোধ বর্জন করতে, বিনম্রতার অনুশীলন করতে, অবিরত প্রার্থনা করতে ও নিজ পাপ নিন্দা করতে! এ কাজে তোমার দরিদ্রতা কখনও তোমাকে বাধা দেবে না। কী বলছি! মনপরিবর্তনের সেই যে পথ অনুসারে অর্থদান আবশ্যক, সেই পথেও দরিদ্রতা বাধা নয়। এর প্রমাণ হল সেই বিধবা যে দু' পয়সা অর্পণ করেছিল।

আমাদের ক্ষতস্থান নিরাময় করার উপায় শিখে, এসো, এ ঔষধ অবলম্বন করি। তবেই সত্যকার সুস্থতা ফিরে পেয়ে আমরা সৎসাহসের সঙ্গে পবিত্র ভোজে বসতে পারব, মহাগৌরবের সঙ্গে গৌরবের রাজা খ্রীষ্টকে বরণ করতে পারব ও শাশ্বত মঙ্গলদান জয় করতে পারব আমাদের প্রভু সেই যীশুখ্রীষ্টের অনুগ্রহ, দয়া ও মঙ্গলময়তা গুণে, যাঁর কাছে, ও যাঁর সঙ্গে পিতার কাছে ও পরমপবিত্র, মঙ্গলময় ও জীবনদায়ী আত্মার কাছে গৌরব, পরাক্রম, সম্মান ও মহিমা আরোপিত হোক যুগে যুগান্তরে। আমেন।

শ্লোক তোবিত ১২:৮-৯; লুক ৩৭-৩৮

প্র উপবাসের সঙ্গে প্রার্থনা উত্তম; সোনা সঞ্চয় করার চেয়ে অর্থদান অনুশীলন করা শ্রেয়।
উ অর্থদান সমস্ত পাপ থেকে মানুষকে বিশুদ্ধ করে।
প্র ক্ষমা কর, তোমাদেরও ক্ষমা করা হবে; দাও, তোমাদেরও দেওয়া হবে।
উ অর্থদান সমস্ত পাপ থেকে মানুষকে বিশুদ্ধ করে।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - যাত্রা ২:১-২৪

মোশীর জন্ম ও তাঁর পলায়ন

লেবিকুলের একজন লোক গিয়ে লেবির মেয়েকে বিয়ে করল। স্ত্রীলোকটি গর্ভবতী হয়ে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করল; আর যখন দেখল শিশুটি কতই না সুন্দর ছিল, তখন তিন মাস ধরে তাকে লুকিয়ে রাখল। পরে তাকে আর লুকিয়ে রাখতে না পারায় সে নলখাগড়ার তৈরী একটা ঝাঁপি নিয়ে তার গায়ে মেটে তেল ও আলকাতরা মাখিয়ে তার মধ্যে শিশুটিকে রাখল ও ঝাঁপিটা নদীর কূলে ঘন নলখাগড়ার মধ্যে রাখল। আর শিশুটির কী হয়, তা দেখবার জন্য তার বোন দূরে দাঁড়িয়ে রইল। আর এমনটি ঘটল যে, ফারাওর কন্যা নদীতে স্নান করতে এলেন,—তাঁর অনুচারিণী যুবতীরা নদীর তীরে পায়চারি করছিল। তিনি নলখাগড়ার মধ্যে ঝাঁপিটা দেখে দাসীকে তা আনতে পাঠালেন; ঝাঁপিটা খুলে দেখলেন, শিশুটি—একটি ছেলে—কাঁদছে; তার প্রতি তাঁর মায়া হল, তিনি বললেন, 'এ অবশ্যই একটি হিব্রু শিশু।' তখন তার বোন ফারাওর কন্যাকে বলল, 'আমি গিয়ে কি কোন হিব্রু

ধাইকে আপনার জন্য ডেকে আনব? সে আপনার হয়ে শিশুটিকে দুধ খাওয়াবে।' ফারাওর কন্যা সম্মতি জানিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, যাও।' তাই মেয়েটি গিয়ে শিশুর মাকে ডেকে আনল। ফারাওর কন্যা তাকে বললেন, 'তুমি এই শিশুকে নিয়ে যাও ও আমার হয়ে তাকে দুধ খাওয়াও; আমি তোমার প্রাপ্য মজুরি দেব।' তখন স্ত্রীলোকটি শিশুটিকে নিয়ে গিয়ে দুধ খাওয়াতে লাগল। পরে শিশুটি বড় হলে সে তাকে নিয়ে ফারাওর কন্যাকে দিল; আর তিনি ছেলেটিকে নিজ সন্তান বলে গ্রহণ করলেন; তিনি তার নাম মোশী রাখলেন, কেননা তিনি বললেন, 'আমি তাকে জল থেকে টেনে তুলেছি।'

সময় অতিবাহিত হতে হতে মোশী বড় হলেন; একদিন তাঁর ভাইদের কাছে গিয়ে তিনি তাদের কঠোর পরিশ্রম লক্ষ করলেন; আবার দেখতে পেলেন, একজন মিশরীয় একজন হিব্রুকে—তাঁরই ভাইদের একজনকে মারছে। এদিক ওদিক তাকিয়ে তিনি যখন দেখলেন, সেখানে কেউই নেই, তখন ওই মিশরীয়কে মেরে ফেলে বালুর নিচে ঢেকে দিলেন। পরদিন তিনি আবার বাইরে গেলেন, আর দেখ, দু'জন হিব্রুর মধ্যে হাতাহাতি হচ্ছে; যে দোষী, তাকে তিনি বললেন, 'তোমার নিজের আপনজনকে কেন মারছ?' প্রতিবাদ করে সে বলল, 'কে তোমাকে আমাদের উপরে নেতা ও বিচারকর্তা করে নিযুক্ত করেছে? তুমি যেমন সেই মিশরীয়কে হত্যা করেছ, তেমনি কি আমাকেও হত্যা করতে চাও?' তখন মোশী ভয় পেলেন, ভাবলেন, 'ব্যাপারটা নিশ্চয়ই জানাজানি হয়ে পড়েছে।' ফারাও যখন একথা জানতে পারলেন, তখন মোশীকে হত্যা করতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু মোশী ফারাওর কাছ থেকে পালিয়ে মিদিয়ান দেশে বসবাস করতে গেলেন; সেখানে গিয়ে একটা কুয়োর কাছে বসলেন।

মিদিয়ানের যাজকের সাত মেয়ে ছিল; তারা সেই জায়গায় এসে পিতার মেষপালকে জল খাওয়াবার জন্য জল তুলে গড়াগুলো ভরে দিল। কিন্তু কয়েকজন রাখাল এসে তাদের তাড়িয়ে দিল; তখন মোশী তাদের রক্ষায় উঠে দাঁড়ালেন ও তাদের মেষপালকে জল খাওয়ালেন। তারা পিতা রেউয়েলের কাছে ফিরে গেলে তিনি তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেমন করে তোমরা আজ এত শীঘ্রই ফিরে এসেছ?' তারা উত্তরে বলল, 'একজন মিশরীয় রাখালদের হাত থেকে আমাদের উদ্ধার করলেন, এমনকি আমাদের জন্য তিনি যথেষ্ট জল তুলে মেষপালকেও খাওয়ালেন।' তিনি তাঁর মেয়েদের বললেন, 'তবে লোকটি কোথায়? তোমরা তাঁকে কেন একা ফেলে রেখে এসেছ? আমাদের সঙ্গে কিছুটা খেতে তাঁকে নিমন্ত্রণ কর।' মোশী সেই লোকের সঙ্গে থাকতে সম্মত হলেন, আর তিনি মোশীর সঙ্গে তাঁর মেয়ে সেফোরার বিবাহ দিলেন। সেফোরা একটি পুত্রসন্তান প্রসব করলেন, আর মোশী তার নাম গের্শোম রাখলেন, কেননা তিনি বললেন, 'আমি বিদেশে প্রবাসী।'

এই দীর্ঘ দিনগুলির পর মিশর-রাজের মৃত্যু হল। ইস্রায়েল সন্তানেরা তাদের দাসত্বের কারণে আর্তনাদ ও হাহাকার করল; এবং সেই দাসত্ব থেকে তাদের চিৎকার পরমেশ্বরের কাছে ঊর্ধ্বে গেল। পরমেশ্বর তাদের বিলাপের সুর শুনলেন, এবং আব্রাহাম, ইসায়াক ও যাকোবের সঙ্গে তাঁর সেই সন্ধির কথা স্মরণ করলেন। পরমেশ্বর ইস্রায়েল সন্তানদের দিকে তাকালেন; পরমেশ্বর এই ব্যাপারে মনোযোগ দিলেন।

শ্লোক হিব্রু ১১:২৪-২৫,২৬,২৭ দ্রঃ

℣ বিশ্বাসে মোশী ফারাওর পরিবারভুক্ত হতে অস্বীকার করলেন না; পাপে ক্ষণিক সুখ-ভোগের চেয়ে তিনি বরং ঈশ্বরের জনগণের সঙ্গে নিপীড়ন ভোগ করা শ্রেয় মনে করলেন:

℟ তিনি ঈশ্বর থেকে আগত পুরস্কারের দিকেই চোখ নিবদ্ধ রাখছিলেন।

℣ মিশরের সমস্ত ধন-ঐশ্বর্যের চেয়ে তিনি খ্রীষ্টের দুর্নামকেই মহা ঐশ্বর্য বলে মনে করলেন:

℟ তিনি ঈশ্বর থেকে আগত পুরস্কারের দিকেই চোখ নিবদ্ধ রাখছিলেন।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু যোহন খ্রীসোস্তমের উপদেশাবলি **প্রার্থনা প্রসঙ্গ, উপদেশ ৬**

প্রার্থনা হল আত্মার আলো

প্রার্থনা বা ঈশ্বরের সঙ্গে সংলাপ হল উত্তম মঙ্গল: কেননা প্রার্থনা হল ঈশ্বরের সঙ্গে সাহচর্য ও তাঁর সঙ্গে ঐক্যলাভ। দেহের চোখ যেমন আলোর দর্শনে আলোময় হয়ে ওঠে, তেমনি ঈশ্বরে নিবিষ্ট প্রাণও তাঁর অবর্ণনীয় আলোতে আলোময় হয়ে ওঠে। আমি এমন প্রার্থনার কথা বলছি, যা অভ্যাসের ব্যাপার নয় বরং অন্তর থেকেই

নির্গত, যা নির্দিষ্ট সময় বা ঘণ্টার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বরং দিবারাত্র অবিরতই নিবেদিত। কেননা যখন আমরা প্রার্থনায় মগ্ন আছি, তখনই শুধু যে ইতস্তত না করে প্রাণকে ঈশ্বরে নিবদ্ধ রাখতে হবে এমন নয়, বরং যখন অন্য যে কোন ব্যাপারে ব্যস্ত আছি—গরিবদের সেবা, পরের যত্ন, উপকারী দয়াধর্ম যাই হোক না কেন—তখন তেমন কাজগুলির সঙ্গে ঈশ্বরের আকাঙ্ক্ষা ও স্মৃতিও মেশাতে হবে, যাতে ঈশ্বর-প্রেম দ্বারা কেমন যেন লবণ দ্বারাই স্বাদযুক্ত হয়ে সেই সমস্ত কর্ম বিশ্বপ্রভুর কাছে রুচিকর খাদ্য হতে পারে। এতে অনেক সময় দিলে তবে সারা জীবন ধরে অবিরতই আমরা তেমন উপকার ভোগ করতে পারব।

প্রার্থনা হল আত্মার আলো, প্রকৃত ঈশ্বরজ্ঞান, ঈশ্বরে মানুষে মধ্যস্থ, উচ্ছৃঙ্খল ভাবাবেগের জন্য ঔষধ, রোগের জ্বালায় প্রতিকার, প্রাণের আরাম, স্বর্গের পথে পথদিশারী: এমন পথদিশারী যা পৃথিবীর দিকে আকৃষ্ট নয়, কিন্তু স্বর্গের সর্বোচ্চ চূড়ার দিকেই ধাবিত। প্রার্থনা প্রাণীদের উপর দিয়ে উড়ে বেড়ায়, প্রাণ দিয়ে বাতাসকে ভেদ করে অতিক্রম করে, ও তারকা-বাহিনীর মধ্য থেকে অগ্রসর হয়ে স্বর্গদ্বার উন্মুক্ত করে, ও দূতদের ঊর্ধ্বে আরোহণ করে স্বয়ং ত্রিত্বের চরণে এসে উপস্থিত হয়। সেখানে এসে প্রার্থনা ঈশ্বরত্বকে প্রণাম জানায়, ও সেইখানে স্বর্গেশ্বরের সঙ্গে মিলন লাভের যোগ্য বলে গণ্য হয়। প্রার্থনার মধ্য দিয়ে স্বর্গের ঊর্ধ্বে উপনীত হয়ে প্রাণ অবর্ণনীয় আলিঙ্গনে প্রভুকে আলিঙ্গন করে, ও জননীর কাছে চিৎকার করে তেমন শিশুর মত আত্মিক দুধের আকাঙ্ক্ষা করে: নিজের মিনতি সজোরে উপস্থাপন করে ও এমন দানগুলো গ্রহণ করে যা সমস্ত দৃশ্য বস্তুর চেয়ে শ্রেয়তর।

প্রার্থনা ঈশ্বরের সাক্ষাতে নির্ভরযোগ্য দূত স্বরূপ, আত্মাকে আনন্দিত করে তোলে, আত্মার আকাঙ্ক্ষা পূরণ করে। কিন্তু আমি যে প্রার্থনার কথা বলছি, তা কেবল কথা উচ্চারণে সীমাবদ্ধ নয়। প্রার্থনা ঈশ্বরের এমন আকাঙ্ক্ষা, অনির্বচনীয় এমন ভক্তি যা মানুষের কাছ থেকে আগত নয়, বরং ঐশঅনুগ্রহ দ্বারাই সৃষ্ট, যা সম্বন্ধে প্রেরিতদূতও বলেন, *কীবা প্রার্থনা করা উচিত, আমরা তা তো জানি না; কিন্তু স্বয়ং আত্মাই অনির্বচনীয় আর্তনাদের মধ্য দিয়ে আমাদের হয়ে প্রার্থনা করেন।* প্রভু যদি কারও কাছে তেমন প্রার্থনার মনোভাব মঞ্জুর করেন, তাহলে সেই ব্যক্তির পক্ষে সেই প্রার্থনা এমন সম্পদ যা হস্তান্তরের অতীত, ও এমন খাদ্য যা প্রাণকে পরিতৃপ্ত করে: যে কেউ তেমন প্রার্থনার স্বাদ পেয়েছে, সে প্রভুর প্রতি এমন আকাঙ্ক্ষায় প্রজ্বলিত হয়ে ওঠে, যে আকাঙ্ক্ষা উদ্দীপনাপূর্ণ আগুনের মত প্রাণে জ্বলে ওঠে।

তেমন সাধনা অবলম্বন করে তোমার গৃহকে শালীনতা ও বিনম্রতায় সজ্জিত কর, ধর্মময়তা-সূচিত আলোতে উজ্জ্বল কর, খাঁটি সোনায় তথা শুভকর্মে অলঙ্কৃত কর, মূল্যবান রত্ন দিয়ে নয়, বিশ্বাস ও মনের উদারতায় ভূষিত কর; ও গৃহকে সৌন্দর্যমন্ডিত করে এমন সর্বোচ্চ ভূষণ স্বরূপ সবকিছুর ঊর্ধ্বে প্রার্থনাই রাখ। তবেই তুমি প্রভুর জন্য উপযুক্ত আবাস নিখুঁতরূপে সাজাবে, ও তাঁকে তোমার গৃহে ঠিক যেন দীপ্তিময় রাজপ্রাসাদেই বরণ করবে—তুমি তাঁকে ও তাঁর অনুগ্রহ প্রাণ-মন্দিরে নির্মিত মূর্তির মতই লাভ করবে। তাঁর গৌরব ও পরাক্রম হোক চিরকাল। আমেন।

শ্লোক বিলাপ ৫:২০; মথি ৮:২৫

প্র প্রভু, কেন আমাদের ভুলে যাও চিরকালের মত? কেন দীর্ঘ দিন ধরে আমাদের ত্যাগ করে থাক?
উ তোমার কাছে আমাদের ফিরিয়ে আন, প্রভু, তবেই আমরা আসব ফিরে।
প্র ত্রাণ কর, প্রভু, আমরা তো মরতে বসেছি।
উ তোমার কাছে আমাদের ফিরিয়ে আন, প্রভু, তবেই আমরা আসব ফিরে।

ভস্ম বুধবারের পরবর্তী
শনিবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - দ্বিঃবিঃ ৫:১-২২

দশ আজ্ঞা

মোশী গোটা ইস্রায়েলকে আহ্বান করে তাদের বললেন, 'শোন, ইস্রায়েল, সেই সকল বিধি ও নিয়মনীতি যা আমি আজ তোমার সামনে ঘোষণা করছি; তোমরা তা শেখ ও সযত্নে পালন কর। আমাদের পরমেশ্বর প্রভু হোরেবে আমাদের সঙ্গে এক সন্ধি স্থির করেছেন। আমাদের পিতৃপুরুষদের সঙ্গে তো প্রভু সেই সন্ধি করেননি, কিন্তু আজ এইখানে সকলে জীবিত আছি যে আমরা, এই আমাদেরই সঙ্গে করেছেন। প্রভু পর্বতে আগুনের মধ্য থেকে তোমাদের সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে কথা বললেন। সেসময় আমিই প্রভুর বাণী তোমাদের জানিয়ে দেবার জন্য প্রভুর ও তোমাদের মধ্যে দাঁড়িয়েছিলাম, যেহেতু আগুনের সামনে ভয় পেয়ে তোমরা পর্বতে ওঠনি। তিনি বললেন:

আমি তোমার পরমেশ্বর প্রভু, যিনি মিশর দেশ থেকে, দাসত্ব-অবস্থা থেকে তোমাকে বের করে এনেছেন: আমার প্রতিপক্ষ কোন দেবতা যেন তোমার না থাকে!

তুমি তোমার জন্য কোন মূর্তি তৈরি করবে না: অর্থাৎ, উপরে সেই আকাশে, নিচে এই পৃথিবীতে, ও পৃথিবীর নিচে জলরাশির মধ্যে যা কিছু রয়েছে, তার সাদৃশ্যে কোন কিছুই তৈরি করবে না। তুমি তেমন বস্তুগুলির উদ্দেশে প্রণিপাত করবে না, সেগুলির সেবাও করবে না; কেননা আমি, তোমার পরমেশ্বর প্রভু যিনি, আমি এমন ঈশ্বর, যিনি কোন প্রতিপক্ষকে সহ্য করেন না; যারা আমাকে ঘৃণা করে, তাদের বেলায় আমি পিতার শঠতার দণ্ড সন্তানদের উপরে ডেকে আনি—তাদের তৃতীয় ও চতুর্থ পুরুষ পর্যন্ত; কিন্তু যারা আমাকে ভালবাসে ও আমার আজ্ঞাগুলি পালন করে, আমি সহস্র পুরুষ পর্যন্তই তাদের প্রতি কৃপা দেখাই।

তোমার পরমেশ্বর প্রভুর নাম তুমি অযথা নেবে না, কারণ যে কেউ তাঁর নাম অযথা নেয়, প্রভু তাকে শাস্তি থেকে রেহাই দেবেন না।

তোমার পরমেশ্বর প্রভুর আজ্ঞামত সাব্বাৎ দিন এমনভাবে পালন করবে, যেন তার পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ রাখ। পরিশ্রম করার জন্য ও তোমার যাবতীয় কাজ করার জন্য তোমার ছ' দিন আছে; কিন্তু সপ্তম দিনটি তোমার পরমেশ্বর প্রভুর উদ্দেশে সাব্বাৎ: সেদিন তুমি কোন কাজ করবে না—তুমিও নয়, তোমার ছেলেমেয়েও নয়, তোমার দাস-দাসীও নয়, তোমার বলদ-গাধাও নয়, অন্য কোন পশুও নয়, তোমার সঙ্গে বাস করে এমন প্রবাসী মানুষও নয়; যেন তোমার দাস-দাসী তোমার মত বিশ্রাম পেতে পারে। মনে রেখ, মিশর দেশে তুমি দাস ছিলে, এবং তোমার পরমেশ্বর প্রভু শক্তিশালী হাতে ও প্রসারিত বাহুতে সেখান থেকে তোমাকে বের করে আনলেন; এজন্য তোমার পরমেশ্বর প্রভু সাব্বাৎ দিন পালন করতে তোমাকে আজ্ঞা করেছেন।

তোমার পরমেশ্বর প্রভুর আজ্ঞামত তোমার পিতা ও তোমার মাতাকে গৌরব আরোপ করবে, তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমাকে যে দেশভূমি দিচ্ছেন, সেই দেশভূমিতে যেন দীর্ঘজীবী হও ও তোমার মঙ্গল হয়।

নরহত্যা করবে না।

ব্যভিচার করবে না।

অপহরণ করবে না।

তোমার প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দেবে না।

তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর প্রতি লোভ করবে না; প্রতিবেশীর ঘর, তার জমি, তার দাস-দাসী, তার বলদ-গাধা, তার কোন কিছুরই প্রতি লোভ করবে না।

প্রভু পর্বতে আগুন, মেঘ ও ঘোর অন্ধকারের মধ্য থেকে তোমাদের গোটা জনসমাবেশের কাছে এই সমস্ত বাণী উদাত্ত কণ্ঠে বলেছিলেন, আর অন্য কিছুই বলেননি। তিনি এই সমস্ত কথা দু'টো প্রস্তরফলকে লিপিবদ্ধ করে আমাকে দিলেন।'

শ্লোক এজে ২০:১৯; যোহন ১৫:১০

প্র আমিই প্রভু, তোমাদের পরমেশ্বর। তোমরা আমারই বিধি পথে চল,
উ আমারই নিয়মনীতি রক্ষা করে পালন কর।
প্র যদি আমার আজ্ঞাগুলি পালন কর, তবে আমার ভালবাসায় থাকবেই, আমিও যেমন আমার পিতার সমস্ত আজ্ঞা পালন করেছি ও তাঁর ভালবাসায় থাকি।
উ আমারই নিয়মনীতি রক্ষা করে পালন কর।

দ্বিতীয় পাঠ - মহামান্য পোপ ষষ্ঠ পলের প্রৈরিতিক নির্দেশনামা 'মন ফেরাও' **১৭৮-১৭৯**

তোমাদের পোশাক নয়, হৃদয়ই ছিঁড়ে ফেল

মহাসভার সময়ে বিচ্ছিন্ন ভাইদের সঙ্গে শুধু নয়, অখ্রীষ্টান ধর্মসমূহের সঙ্গেও আপন সম্পর্ক মহত্তর মনোযোগের সঙ্গে পরীক্ষা ক'রে মণ্ডলী আনন্দের সঙ্গে দেখতে পেরেছে যে, প্রায় সর্বত্রই ও সর্বকালে তপস্যা প্রাধান্য পায়, কেননা তা সেই আন্তর ধর্মভাবেরও সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত যা প্রাচীনতর জাতিগুলির জীবন আবেষ্টন করে, আবার সেই মহাধর্মসমূহের বিশদতর অভিব্যক্তিরও সঙ্গে জড়িত যা সাংস্কৃতিক অগ্রগতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

প্রাক্তন সন্ধিতে তপস্যার ধর্মীয় ভাব উত্তরোত্তর ঐশ্বর্যের সঙ্গে প্রতীয়মান হয়েছে। যদিও মানুষ সাধারণত ঐশক্রোধ প্রশমিত করার জন্য পাপের পরেই, বা গুরুতর দুর্দশার দিনে, কিংবা সম্মুখীন কোন বিশেষ বিপদের সময়ে, অথবা যে কোন অবস্থায়ই প্রভুর কাছ থেকে উপকার পাবার লক্ষ্যেই তপস্যা অবলম্বন করে, তথাপি আমরা দেখতে পারি কেমন করে তপস্যার বাহ্যিক ধর্মক্রিয়া এমন মনপরিবর্তনেরই আন্তরিক মনোভাবের সঙ্গে যুক্ত, যা পাপ-নিন্দা ও পাপ থেকে ব্যবধান এবং ঈশ্বরের প্রতি আকর্ষণের নামান্তর। পাপ-ক্ষমা পাবার পরেও, অনুগ্রহ-যাচনার বাইরেও মানুষ আহারত্যাগ পালন করে ও নিজ সম্পদ বিলিয়ে দেয় (কেননা উপবাস সাধারণত প্রার্থনারই শুধু নয়, অর্থদানের সঙ্গেও যুক্ত); *নিজের প্রাণ পীড়িত করার জন্য, ঈশ্বরের সামনে নিজেদের নমিত করার জন্য, প্রভুকে সম্বোধন করার জন্য*, প্রার্থনায় মন প্রস্তুত করার জন্য, ঐশব্যাপারগুলো অধিক সূক্ষ্মভাবে উপলব্ধি করার জন্য, ঈশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে নিজেদের প্রস্তুত করার জন্যই মানুষ উপবাস পালন করে ও দেহ-পীড়ন করে।

সুতরাং প্রাক্তন সন্ধিকালেও তপস্যা এমন ব্যক্তিময় ধর্মক্রিয়া যার পরিণাম হল ভালবাসা ও প্রভুর হাতে আত্মসমর্পণ: নিজেদের জন্য নয়, ঈশ্বরেরই জন্য উপবাস পালন। তপস্যার এ বৈশিষ্ট্য বিধানের জারীকৃত নানা তপস্যামূলক অনুষ্ঠানেও বিদ্যমান থাকার কথা। এমনটি না ঘটলে প্রভু তাঁর আপন জাতির কাছে অসন্তোষ প্রকাশ করেন: *আজ যেভাবে উপবাস কর, তোমরা সেভাবে আর উপবাস করো না, যার ফলে তোমাদের কোলাহল উর্ধ্বস্থান পর্যন্তই শোনা যায়! তোমাদের পোশাক নয়, হৃদয়ই ছিঁড়ে ফেল!* প্রাক্তন সন্ধিতে তপস্যার সামাজিক দিক অনুপস্থিত নয়; বস্তুতই প্রাক্তন সন্ধির তপস্যামূলক উপাসনা-অনুষ্ঠানগুলো পাপ সম্বন্ধে সমষ্টিগত চেতনালাভ শুধু নয়, বরং প্রকৃতপক্ষে সেগুলোই হল ঈশ্বরের জনগণের সদস্য হওয়ার শর্তস্বরূপ।

এও দেখতে পাই, কেমন করে খ্রীষ্টের আগেও তপস্যা পরিপক্কতা ও পবিত্রতার মাধ্যম ও চিহ্ন বলে উপস্থাপিত: যুদিথ, দানিয়েল, ভাববাদিনী আন্না ও বহু অন্য মনোনীত প্রাণ স্ফূর্তির সঙ্গে ও মনের আনন্দে *দিবারাত্র উপবাস ও প্রার্থনা করে ঈশ্বরের* সেবা করতেন।

অবশেষে, প্রাক্তন সন্ধির ধার্মিকদের বেলায় আমরা এমন মানুষ দেখতে পারি যারা ব্যক্তিগত তপস্যার মধ্য দিয়ে সমাজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার উদ্দেশ্যে নিজেদের উৎসর্গ করেন: মোশী ঠিক তাই করেছিলেন সেই চল্লিশ দিনে যখন অবিশ্বস্ত জনগণের অপরাধের কারণে প্রভুকে প্রশমিত করার জন্য উপবাস করেছিলেন;

বিশেষভাবে এই আলোতেই সেই *প্রভুর দাসের* পরিচয় প্রতীয়মান হয়, যিনি *আমাদের যন্ত্রণা আপন করে নিলেন* ও যাঁর উপরে *প্রভু আমাদের সকলের অধর্ম চেপে দিলেন।*

অথচ এসব কিছু ভাবী বাস্তবতার আভাস ছাড়া আর কিছুই ছিল না। সেই যে তপস্যা, যা আধ্যাত্মিক জীবনের এমন একান্ত প্রয়োজনীয়তা যা মানবজাতির ধর্মীয় অভিজ্ঞতায় প্রমাণিত ও ঐশআত্মপ্রকাশের বিশিষ্ট একটি আদেশেরই বিষয়বস্তু, সেই তপস্যা খ্রীষ্টে ও মণ্ডলীতে এমন নতুন দিক অর্জন করে, যার উদারতা ও গভীরতা অধিকতর ভাবে প্রসারিত।

শ্লোক যোয়েল ২:১৩; যেরে ২৫:৫

প্র তোমাদের পোশাক নয়, হৃদয়ই ছিঁড়ে ফেল,
উ তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুর কাছে ফিরে এসো, তিনি যে দয়াবান, স্নেহশীল।
প্র তোমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ কুপথ থেকে ও নিজ নিজ আচরণের ধূর্ততা থেকে ফের।
উ তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুর কাছে ফিরে এসো, তিনি যে দয়াবান, স্নেহশীল।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - যাত্রা ৩:১-২০

মোশীর আহ্বান ও প্রেরণ

মোশী মিদিয়ানের যাজক তাঁর শ্বশুর যেথ্রোর মেষপাল চরাচ্ছিলেন; তিনি মেষপাল মরুপ্রান্তরের ওপারে নিয়ে গিয়ে পরমেশ্বরের পর্বত সেই হোরেবে এসে পৌঁছলেন। প্রভুর দূত একটা ঝোপের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসা অগ্নিশিখায় তাঁকে দেখা দিলেন; তিনি তাকালেন, আর দেখ, ঝোপটা আগুনের মধ্যে জ্বলছে, অথচ পুড়ে যাচ্ছে না। মোশী ভাবলেন, 'আমি এক পাশ দিয়ে এই অসাধারণ দৃশ্য দেখতে চাই; আবার দেখতে চাই ঝোপটা পুড়ে যাচ্ছে না কেন।' প্রভু যখন দেখলেন যে, তিনি দেখবার জন্য পথ ছেড়ে এগিয়ে আসছেন, তখন ঝোপের মধ্য থেকে পরমেশ্বর এই বলে তাঁকে ডাকলেন, 'মোশী, মোশী!' তিনি উত্তর দিলেন, 'এই যে আমি।' তিনি বললেন, 'আর এগিয়ো না, পা থেকে জুতো খুলে ফেল, কারণ যে স্থানে তুমি দাঁড়িয়ে আছ, তা পবিত্র ভূমি।' তিনি বলে চললেন, 'আমি তোমার পিতার পরমেশ্বর, আব্রাহামের পরমেশ্বর, ইসায়াকের পরমেশ্বর, যাকোবের পরমেশ্বর।' তখন মোশী নিজের মুখ ঢেকে নিলেন, কেননা পরমেশ্বরের দিকে তাকাতে তাঁর ভয় হচ্ছিল। প্রভু বললেন, 'মিশরে আমার জনগণের দুর্দশা আমি দেখেইছি; তাদের মেহনতি কাজের সরদারদের কারণে তাদের হাহাকারও শুনেছি; তাদের দুঃখকষ্টের কথা আমি সত্যিই জানি! মিশরীয়দের হাত থেকে তাদের উদ্ধার করার জন্য, এবং সেই দেশ থেকে উত্তম ও বিশাল এক দেশে, দুধ ও মধু-প্রবাহী এক দেশেই তাদের আনার জন্য আমি নেমে এসেছি—সেই দেশে কানানীয়, হিত্তীয়, আমোরীয়, পেরিজীয়, হিব্বীয় ও যেবুসীয়েরা বসতি করছে। হ্যাঁ, ইস্রায়েল সন্তানদের হাহাকার আমার কানে এসে পৌঁছেছে; মিশরীয়েরা তাদের উপর কী নিপীড়ন চালাচ্ছে, তাও আমি দেখেছি। সুতরাং এখন এসো, আমি তোমাকে ফারাওর কাছে প্রেরণ করব যেন তুমি আমার আপন জনগণকে, সেই ইস্রায়েল সন্তানদের, মিশর থেকে বের করে আন।' মোশী পরমেশ্বরকে বললেন, 'আমি কে যে ফারাওর কাছে যাব ও মিশর থেকে ইস্রায়েল সন্তানদের বের করে আনব?' তিনি বললেন, 'আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকব। আমিই যে তোমাকে প্রেরণ করেছি, তোমার কাছে এই হবে তার চিহ্ন: তুমি মিশর থেকে সেই জনগণকে বের করে আনবার পর তোমরা এই পর্বতে পরমেশ্বরের সেবা করবে।'

তখন মোশী পরমেশ্বরকে বললেন, 'দেখ, আমি যদি ইস্রায়েল সন্তানদের গিয়ে বলি, তোমাদের পিতৃপুরুষদের পরমেশ্বর তোমাদের কাছে আমাকে প্রেরণ করেছেন, আর তারা জিজ্ঞাসা করে, তাঁর নাম কী, তবে তাদের কী উত্তর দেব?' পরমেশ্বর মোশীকে বললেন, 'আমি সেই আছি যিনি আছেন।' তিনি বলে চললেন, 'তুমি ইস্রায়েল সন্তানদের একথা বলবে: আমি আছি আমাকে তোমাদের কাছে প্রেরণ করেছেন।' পরমেশ্বর মোশীকে আরও বললেন, 'তুমি ইস্রায়েল সন্তানদের একথা বলবে: যিনি তোমাদের পিতৃপুরুষদের পরমেশ্বর, আব্রাহামের পরমেশ্বর, ইসায়াকের পরমেশ্বর ও যাকোবের পরমেশ্বর, সেই প্রভু তোমাদের কাছে আমাকে প্রেরণ করেছেন। এ

আমার নাম চিরকালের মত; এই নামেই যুগ যুগ ধরে আমার স্মৃতি উদ্‌যাপন করা হবে। তুমি যাও, ইস্রায়েলের প্রবীণদের সমবেত করে তাদের একথা বল, তোমাদের পিতৃপুরুষদের পরমেশ্বর, আব্রাহাম, ইসায়াক ও যাকোবের পরমেশ্বর স্বয়ং প্রভু আমাকে দেখা দিয়ে বললেন, আমি তোমাদের দেখতে এসেছি, আর মিশরে তোমাদের প্রতি যা কিছু করা হচ্ছে, তাও দেখতে এসেছি। আর আমি বলেছি: মিশরের দুর্দশা থেকে তোমাদের বের করে আমি কানানীয়, হিত্তীয়, আমোরীয়, পেরিজীয়, হিব্বীয় ও যেবুসীয়দের দেশে, দুধ ও মধু-প্রবাহী দেশেই তোমাদের নিয়ে যাব। তারা তোমার কথা মানবে; তখন তুমি ও ইস্রায়েলের প্রবীণবর্গ মিশরের রাজাকে গিয়ে বলবে: হিব্রুদের পরমেশ্বর সেই প্রভু আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। এখন আপনি অনুমতি দিন, যেন আমরা আমাদের পরমেশ্বর প্রভুর উদ্দেশে যজ্ঞ উৎসর্গ করার জন্য মরুপ্রান্তরে তিন দিনের পথ যেতে পারি। আমি তো ভালই জানি যে, মিশরের রাজা তোমাদের যেতে দেবে না; কেবল পরাক্রান্ত হাতের চাপেই যেতে দেবে। তাই আমি হাত বাড়াব, এবং দেশে বহু আশ্চর্য কর্মকীর্তি ঘটিয়ে মিশরকে এমনভাবেই আঘাত করব যে, তারপরে রাজা তোমাদের যেতে দেবে।'

শ্লোক যাত্রা ৩:১৪; ইসা ৪৩:১১ দ্রঃ

প্র ঈশ্বর মোশীকে বললেন: আমি সেই আছি যিনি আছেন।
উ তুমি ইস্রায়েল সন্তানদের একথা বলবে: আমি আছি আমাকে তোমাদের কাছে প্রেরণ করেছেন।
প্র আমি, আমিই প্রভু! আমি ব্যতীত আর ত্রাণকর্তা নেই।
উ তুমি ইস্রায়েল সন্তানদের একথা বলবে: আমি আছি আমাকে তোমাদের কাছে প্রেরণ করেছেন।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু ইরেনেউস-লিখিত 'ভ্রান্তমতের বিরুদ্ধে' ৪র্থ পুস্তক ১৩:৪–১৪:১

ঈশ্বরের বন্ধুত্ব

ঈশ্বরের বাণী আমাদের প্রভু, যিনি প্রথমে ঈশ্বরের কাছে দাসদের আকর্ষণ করলেন, তিনি পরবর্তীতে, যারা তাঁর অধীন হয়েছিল, তাদের মুক্ত করে দিলেন, যেইভাবে তিনি নিজে শিষ্যদের বললেন, *আমি তোমাদের আর দাস বলছি না, কেননা দাস জানে না তার প্রভু কী করে; আমি বরং তোমাদের বন্ধুই বললাম, কেননা আমি পিতার কাছে যা কিছু শুনেছি তা তোমাদের কাছে প্রকাশ করেছি।* যারা তা গ্রহণ করতে প্রস্তুত, ঈশ্বরের বন্ধুত্ব তাদের অমরত্ব মঞ্জুর করে।

আদিতে ঈশ্বর আদমকে গড়লেন, তাঁর পক্ষে মানুষ প্রয়োজন ছিল এজন্য নয়, তিনি বরং তেমন একজনকে চাচ্ছিলেন যার অন্তরে আপন মঙ্গলদানগুলি সঞ্চার করতে পারেন। বস্তুতপক্ষে আদমের আগে শুধু নয়, নিখিল বিশ্বের আগেও ঈশ্বরের বাণী পিতার মধ্যে থেকে পিতাকে গৌরবান্বিত করতেন, আর তিনি নিজে পিতা দ্বারা গৌরবান্বিত ছিলেন, যেইভাবে তিনি নিজে বললেন, *পিতা, আমাকে গৌরবান্বিত কর সেই গৌরবে যা জগতের অস্তিত্বের আগে তোমার কাছে আমার ছিল।*

তিনি আদেশ দিলেন আমরা যেন তাঁর অনুসরণ করি, তাঁর পক্ষে আমাদের সেবা প্রয়োজন ছিল এজন্য নয়, তিনি বরং আমাদের পরিত্রাণ দিতেই অভিপ্রেত ছিলেন। কেননা ত্রাণকর্তার অনুসরণ করাই হল তাঁর পরিত্রাণের অংশীদার হওয়া, যেভাবে আলোর অনুসরণ করাই হল আলোকে গ্রহণ করা। কেননা যারা আলোতে রয়েছে, তারা যে আলোকে আলোকিত করে তেমন নয়, বরং তারাই আলো দ্বারা আলোকিত হয়ে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে; তারা তো আলোকে কিছুই দেয় না, বরং তার মঙ্গলদান গ্রহণ করে তারা আলো দ্বারাই আলোকিত।

ঠিক তাই হল ঈশ্বরের সেবা: ঈশ্বরকে কিছুই দেওয়া হয় না, ঈশ্বরের পক্ষে মানব সেবার কোন প্রয়োজনই নেই; তিনিই বরং যারা তাঁর অনুসরণ ও সেবা করে তাদের জীবন, অক্ষয়শীলতা ও শাশ্বত গৌরব মঞ্জুর করেন; যারা তাঁর সেবা করে, যেহেতু তারা তাঁর সেবা করে, আর যারা তাঁর অনুসরণ করে, যেহেতু তারা তাঁর অনুসরণ করে এজন্যই তিনি তাদের তাঁর আপন মঙ্গলদান অর্পণ করেন; অথচ তিনি তাদের দ্বারা কোন উপকার পান না: কেননা তিনি ধনবান, সিদ্ধতামণ্ডিত ও অভাবের অতীত।

ঈশ্বর এজন্যই মানুষের সেবা আদায় করেন, যাতে মঙ্গলময় ও দয়াবান তিনি তাদের উপকার করতে পারেন

যারা তাঁর সেবায় রত থাকে। কেননা ঈশ্বর যত অভাবের অতীত, মানুষের পক্ষে ঈশ্বরের সঙ্গে সহভাগিতা তত প্রয়োজন।

এইটি মানুষের গৌরব: ঈশ্বরের সেবায় নিত্যই রত থাকা। এজন্যই প্রভু শিষ্যদের বলেছিলেন, *তোমরা যে আমাকে বেছে নিয়েছ এমন নয়, আমিই বরং তোমাদের বেছে নিয়েছি;* এতে তিনি দেখাচ্ছিলেন যে, তাঁর অনুসরণ করায় তারা তাঁকে গৌরবান্বিত করছিলেন এমন নয়, বরং ঈশ্বরের পুত্রের অনুসরণ করায় তারা তাঁর দ্বারাই গৌরবান্বিত ছিলেন। তিনি একথা বলেছিলেন, *আমি চাই, আমি যেখানে থাকি, তারাও সেখানে থাকবে, তারা যেন আমার গৌরব দেখতে পারে।*

শ্লোক দ্বিঃবিঃ ১০:১২; মথি ২২:৩৮ দ্রঃ

প্র তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমার কাছে কী দাবি রাখছেন? শুধু এই, তুমি যেন তাঁকে ভয় কর,
উ তুমি যেন তাঁকে ভালবাস ও তোমার সমস্ত হৃদয় ও তোমার সমস্ত প্রাণ দিয়ে তোমার পরমেশ্বর প্রভুর সেবা কর।
প্র শ্রেষ্ঠ ও প্রধান আজ্ঞা এ:
উ তুমি যেন তাঁকে ভালবাস ও তোমার সমস্ত হৃদয় ও তোমার সমস্ত প্রাণ দিয়ে তোমার পরমেশ্বর প্রভুর সেবা কর।

১ম সপ্তাহ

রবিবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - দ্বিঃবিঃ ৬:৪-২৫

প্রভুকে ভালবাসাই বিধানের সার

শোন, ইস্রায়েল! আমাদের পরমেশ্বর প্রভু যিনি, তিনিই একমাত্র প্রভু। তুমি তোমার পরমেশ্বর প্রভুকে তোমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে, তোমার সমস্ত প্রাণ দিয়ে, তোমার সমস্ত শক্তি দিয়ে ভালবাসবে। এই যে সকল বাণী আমি আজ তোমার জন্য জারি করি, তা তোমার হৃদয়ে স্থির থাকুক। তা তুমি তোমার সন্তানদের বারবার বলবে, এবং ঘরে বসে থাকার সময়ে, পথে চলার সময়ে, শোয়ার সময়ে ও ওঠার সময়ে এ সম্বন্ধে কথা বলবে। তা তুমি তোমার হাতে চিহ্নরূপে বেঁধে রাখবে, তা তোমার চোখ দু'টোর মাঝখানে ভূষণস্বরূপে থাকবে, আর তোমার ঘরের দুই বাজুতে ও তোমার নগরদ্বারেও তা লিখে রাখবে।

তোমার পরমেশ্বর প্রভু যে দেশ দেবেন বলে তোমার পিতৃপুরুষ আব্রাহাম, ইসায়াক ও যাকোবের কাছে শপথ করেছেন, তিনি যখন তোমাকে সেই দেশে নিয়ে যাবেন, যেখানে রয়েছে এমন বিরাট বিরাট, সুন্দর সুন্দর শহর যা তুমি নির্মাণ করনি, এমন বাড়ি-ঘর যা তোমার দ্বারা সঞ্চয় করা নয় এমন ভাল ভাল জিনিসে পরিপূর্ণ, খোঁড়া এমন সব কুয়ো যা তুমি খুঁড়ে তৈরি করনি, এমন সব আঙুরখেত ও জলপাইবাগান যা তুমি প্রস্তুত করনি, তুমি যখন তা খেয়ে পরিতৃপ্ত হবে, তখন নিজের বিষয়ে সাবধান থাক, যিনি তোমাকে মিশর দেশ থেকে, দাসত্ব-অবস্থা থেকে বের করে এনেছেন, সেই প্রভুকে তুমি যেন ভুলে না যাও। তোমার পরমেশ্বর প্রভুকেই তুমি ভয় করবে, তাঁরই সেবা করবে, তাঁরই নামে শপথ করবে। তোমরা অন্য দেবতাদের, তোমাদের চারদিকের জাতিগুলোর সেই দেবতাদেরই অনুগামী হবে না, কেননা তোমার মধ্যে রয়েছেন যিনি, তোমার সেই পরমেশ্বর প্রভু কোন প্রতিপক্ষকে সহ্য করেন না। সাবধান, পাছে তোমার পরমেশ্বর প্রভুর ক্রোধ তোমার উপরে জ্বলে ওঠে, আর তিনি পৃথিবীর বুক থেকে তোমাকে উচ্ছেদ করেন। তোমরা মাস্সাতে যেভাবে করেছিলেন, তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুকে সেইভাবে পরীক্ষা করবে না!

তোমাদের পরমেশ্বর প্রভু যা কিছু আজ্ঞা, নির্দেশবাণী ও বিধি জারি করেছেন, তোমরা তা সযত্নে পালন

করবে; এবং প্রভুর দৃষ্টিতে যা কিছু ন্যায্য ও মঙ্গলময়, তা-ই করবে, যেন তোমার মঙ্গল হয়, এবং প্রভু যে দেশ দেবেন বলে তোমার পিতৃপুরুষদের কাছে শপথ করেছেন, সেই উত্তম দেশে প্রবেশ করে তুমি যেন তা অধিকার করতে পার; এর আগে তিনি অবশ্যই তোমার সামনে থেকে তোমার সকল শত্রুকে তাড়িয়ে দেবেন, যেমনটি স্বয়ং প্রভু কথা দিয়েছেন।

ভবিষ্যতে যখন তোমার ছেলে জিজ্ঞাসা করবে, আমাদের পরমেশ্বর প্রভু তোমাদের যে সকল নির্দেশবাণী, বিধি ও নিয়মনীতি দিয়েছেন, এই সমস্ত কিছুর অর্থ কী? তখন তুমি তোমার ছেলেকে এই উত্তর দেবে: আমরা মিশর দেশে ফারাওর দাস ছিলাম, আর প্রভু শক্তিশালী হাত দ্বারা মিশর থেকে আমাদের বের করে আনলেন; আমাদের চোখের সামনে প্রভু মিশরের বিরুদ্ধে, ফারাও ও তাঁর সমস্ত বংশের বিরুদ্ধে মহৎ ও ভয়ঙ্কর নানা চিহ্ন ও অলৌকিক লক্ষণ দেখিয়ে দিলেন। তিনি আমাদের সেখান থেকে বের করে আনলেন, যে দেশ আমাদের দেবেন বলে আমাদের পিতৃপুরুষদের কাছে শপথ করেছিলেন, সেই দেশে যেন আমাদের নিয়ে যেতে পারেন। সেসময় প্রভু আমাদের এই সকল বিধি পালন করতে ও আমাদের পরমেশ্বর প্রভুকে ভয় করতে আজ্ঞা করলেন, যেন আজীবন আমাদের মঙ্গল হয় আর আমরা বেঁচে থাকি—ঠিক যেমনটি আজ বেঁচে আছি। আমাদের কাছে ধর্মময়তা এ: আমাদের পরমেশ্বর প্রভুর সামনে এই সমস্ত বিধি সযত্নে পালন করা, যেমনটি তিনি আমাদের আজ্ঞা করেছেন।

শ্লোক দ্বিঃবিঃ ৬:৩,৫; ৭:৯

প্র শোন, ইস্রায়েল, প্রভু তোমাকে যা আদেশ করেছেন তুমি তা সযত্নেই পালন কর:
উ জেনে রেখ: তোমার পরমেশ্বর প্রভু যিনি, তিনিই পরমেশ্বর; তিনি বিশ্বস্ত ঈশ্বর; যারা তাঁকে ভালবাসে, যারা তাঁর আজ্ঞা পালন করে, সহস্র পুরুষ ধরেই তিনি তাদের সঙ্গে আপন সন্ধি ও কৃপা রক্ষা করেন।
প্র তুমি তোমার পরমেশ্বর প্রভুকে তোমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে, তোমার সমস্ত প্রাণ দিয়ে, তোমার সমস্ত শক্তি দিয়ে ভালবাসবে।
উ জেনে রেখ: তোমার পরমেশ্বর প্রভু যিনি, তিনিই পরমেশ্বর; তিনি বিশ্বস্ত ঈশ্বর; যারা তাঁকে ভালবাসে, যারা তাঁর আজ্ঞা পালন করে, সহস্র পুরুষ ধরেই তিনি তাদের সঙ্গে আপন সন্ধি ও কৃপা রক্ষা করেন।

দ্বিতীয় পাঠ - করিন্থীয়দের কাছে পোপ প্রথম ক্লেমেন্টের পত্র ৪৯-৫০

কেইবা ঈশ্বরের ভালবাসা ব্যক্ত করতে পারে?

খ্রীষ্টভালবাসা যার আছে, সে তাঁর আজ্ঞাগুলি পালন করুক। কে ঐশভালবাসার বন্ধন ব্যাখ্যা করতে পারে? কে তার সৌন্দর্যের মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে পারে? যে উচ্চ পর্যায়ে সেই ভালবাসা আমাদের উন্নীত করে, তা বলার অতীত। ভালবাসা আমাদের ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত করে। *ভালবাসা অসংখ্য পাপ ঢেকে দেয়।* ভালবাসা সবকিছু বহন করে, ভালবাসা সবকিছুতে সহিষ্ণু। ভালবাসায় নিকৃষ্ট বা উদ্ধত বলতে কিছু নেই; ভালবাসা কোন বিভেদ ঘটায় না, ভালবাসা কোন বিদ্রোহ সৃষ্টি করে না, ভালবাসা একাত্মতায় সবকিছু সাধন করে। ভালবাসায় ঈশ্বরের মনোনীতজনেরা সিদ্ধতা লাভ করল। ভালবাসা বিনা ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্য কিছুই নেই। ভালবাসায় মহাপ্রভু আমাদের গ্রহণ করলেন; আমাদের প্রতি তাঁর ভালবাসার খাতিরেই আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্ট ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে আমাদের জন্য নিজের রক্ত, আমাদের মাংসের জন্য নিজের মাংস, ও আমাদের প্রাণের জন্য নিজের প্রাণ দান করলেন।

প্রিয়জনেরা, দেখ ভালবাসা কতই না সুন্দর ও চমৎকার; দেখ কেমন করে তার শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনার অতীত। ঈশ্বর যাদের যোগ্য করে তোলেন, তারা ছাড়া কেইবা ভালবাসায় স্থিতমূল থাকতে সক্ষম? সুতরাং এসো, তাঁর দয়া প্রার্থনা ও যাচনা করি, আমরা যেন মানব-পক্ষপাতশূন্য ও অনিন্দ্য হয়ে ভালবাসায় স্থিতিশীল বলে পরিগণিত হতে পারি। আদম থেকে আজ পর্যন্ত যত পুরুষপরম্পরা, সেগুলো তো সবই চলে গেল, কিন্তু যারা ঈশ্বরের অনুগ্রহে ভালবাসায় সিদ্ধ হয়ে উঠেছে, তারা স্থান পায় সেই ধার্মিকদেরই মধ্যে যারা খ্রীষ্টের রাজ্যের আগমনের সময়ে প্রকাশিত হবে। কেননা লেখা আছে, *হে আমার জনগণ, যাও, নিজ কক্ষে প্রবেশ করে দরজা বন্ধ কর। কিছুকালের*

মত লুকিয়ে থাক যতক্ষণ আমার রোষ ও ক্রোধ চলে না যায়; তখন আমি আমার সন্ধি স্মরণ করব ও তোমাদের সমাধি থেকে তোমাদের উত্তোলন করব। প্রিয়জনেরা, আমরাই তো সুখী, যদি ঈশ্বরের আজ্ঞাগুলি ভালবাসার একতায় পালন করি, যাতে ভালবাসার মধ্য দিয়ে আমাদের পাপের ক্ষমা হয়। কেননা লেখা আছে, *সুখী সেই জন, যার অন্যায় হরণ করা হল, আবৃত হল যার পাপ। সুখী সেই মানুষ, যাকে প্রভু দোষ আরোপ করেন না, যার আত্মায় ছলনা নেই।* এই সুখ-বাণী তাদের উদ্দেশ্য করে দেওয়া হয়েছে যারা ঈশ্বর দ্বারা মনোনীত হয়েছে আমাদের প্রভু সেই যীশুখ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে যাঁর গৌরব হোক যুগে যুগান্তরে। আমেন।

শ্লোক ১ যোহন ৪:১৬,৭

℣ আমরাই সেই ভালবাসা বিশ্বাস করেছি—আমাদের প্রতি ঈশ্বরের যে ভালবাসা।
℟ ভালবাসায় যার আবাস, সে ঈশ্বরে বসবাস করে ও ঈশ্বর তার অন্তরে বসবাস করেন।
℣ এসো, আমরা পরস্পরকে ভালবাসি, কারণ ভালবাসা ঈশ্বর থেকে উদ্গত।
℟ ভালবাসায় যার আবাস, সে ঈশ্বরে বসবাস করে ও ঈশ্বর তার অন্তরে বসবাস করেন।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - যাত্রা ৫:১—৬:১

ফারাও ইস্রায়েলীয়দের আরও কঠোরভাবে অত্যাচার করেন

মোশী ও আরোন ফারাওকে গিয়ে বললেন, 'প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, একথা বলছেন, আমার জনগণকে যেতে দাও, যেন তারা মরুপ্রান্তরে আমার উদ্দেশে পর্বোৎসব পালন করতে পারে।' কিন্তু ফারাও বললেন, 'সেই প্রভু কে যে আমি তার প্রতি বাধ্য হয়ে ইস্রায়েলকে যেতে দেব? আমি সেই প্রভুকে জানি না, আর ইস্রায়েলকে যেতে দেবই না।' তাঁরা বললেন, 'হিব্রুদের পরমেশ্বর আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন; তাই আপনি অনুমতি দিন, যেন আমরা আমাদের পরমেশ্বর প্রভুর উদ্দেশে যজ্ঞ উৎসর্গ করার জন্য মরুপ্রান্তরে তিন দিনের পথ যেতে পারি, পাছে তিনি মহামারী বা খড়্গ দ্বারা আমাদের আঘাত করেন।' কিন্তু মিশর-রাজ তাঁদের বললেন, 'হে মোশী ও আরোন, তাদের কাজ থেকে লোকদের মন সরিয়ে দেওয়ায় তোমাদের উদ্দেশ্য কী? যাও, তোমাদের কাজে ফিরে যাও!' ফারাও এও বললেন, 'দেখ, দেশে লোকসংখ্যা এত বেড়েছে, আর তোমরা নাকি চাচ্ছ, তারা তাদের কাজ বন্ধ করবে!'

ফারাও সেদিন লোকদের সরদার ও শাস্ত্রীদের এই আদেশ দিলেন, 'ইট তৈরি করার জন্য তোমরা আগের মত ওই লোকদের কাছে আর খড়কুটো সরবরাহ করবে না; ওরা গিয়ে নিজেরাই নিজেদের খড়কুটো জড় করুক। কিন্তু আগে ওদের যতখানি ইট তৈরি করার নিয়ম ছিল, এখনও ততখানি ইট দাবি কর; ইটের সংখ্যা কোন মতে কমাবে না; কেননা ওরা অলস; এজন্যই চিৎকার করে বলছে, যেতে চাই! আমরা আমাদের পরমেশ্বরের উদ্দেশে যজ্ঞ উৎসর্গ করতে চাই! সেই লোকদের উপরে কাজ আরও কঠোর হোক, ওরা তাতেই ব্যস্ত থাকুক, এবং অসার কথায় কান না দিক!' তাই লোকদের সরদাররা ও শাস্ত্রীরা বাইরে গিয়ে লোকদের বলল, 'ফারাও একথা বলছেন, আমি তোমাদের কাছে খড়কুটো আর সরবরাহ করব না। নিজেরা যেখানে পাও, সেখানে গিয়ে নিজেরাই খড়কুটো জড় কর; কিন্তু তোমাদের কাজের যেন ঘাটতি না পড়ে।'

লোকেরা খড়কুটোর জন্য খড়ের আটি যোগাড় করতে সারা মিশর দেশ জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল, আর সেইখানে সরদাররা তাদের উপর চাপ দিয়ে বলছিল, 'তোমরা যখন খড়কুটো পেতে তখন যেমন করতে, সেই দৈনিক পরিমাণ অনুসারে এখনও তোমাদের কাজ সমাধা কর।' ফারাওর সরদাররা ইস্রায়েল সন্তানদের উপরে যে অধ্যক্ষদের বসিয়েছিল, তাদেরও কশাঘাত করা হল; তাদের জিজ্ঞাসা করা হল, 'তোমরা আগের মত ইটের নির্ধারিত সংখ্যা আজ কেন পূরণ করনি?'

তখন ইস্রায়েল সন্তানদের নেতারা ফারাওকে গিয়ে এই বলে নালিশ করল, 'আপনার দাসদের প্রতি আপনি এমন ব্যবহার করছেন কেন? আপনার দাসদের কাছে কোন খড়কুটো সরবরাহ করা হচ্ছে না, অথচ আমাদের শুধু শোনানো হচ্ছে, ইট তৈরি কর। আর দেখুন, আপনার এই দাসদের লাঠি দিয়ে মারা হচ্ছে, কিন্তু দোষ আপনারই

লোকদের!' ফারাও বললেন, 'তোমরা অলস, একেবারে অলস! এজন্যই বলছ, আমরা যেতে চাই! আমরা প্রভুর উদ্দেশে যজ্ঞ উৎসর্গ করতে চাই। এখন যাও, কাজ কর, তোমাদের কাছে খড়কুটো সরবরাহ করা হবে না, তথাপি ইটের পুরা সংখ্যা দিতেই হবে।' ইস্রায়েল সন্তানদের নেতারা দেখল, তারা বিপদে পড়েছে, কেননা তাদের বলা হয়েছিল, 'তোমরা ইটের দৈনিক সংখ্যা কোন মতে কমাতে পারবে না।' ফারাওর কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার সময়ে তারা মোশী ও আরোনের দেখা পেল, তাঁরা তাদের অপেক্ষায় ছিলেন। তারা তাঁদের বলল, 'প্রভু আপনাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়ে বিচার করুন, কেননা আপনারাই ফারাওর দৃষ্টিতে ও তাঁর পরিষদদের দৃষ্টিতেও আমাদের ঘৃণার পাত্র করেছেন; আমাদের প্রাণ বিনাশ করার জন্য তাঁদের হাতে খড়্গ দিয়েছেন!'

তখন মোশী প্রভুর কাছে ফিরে গিয়ে বললেন, 'প্রভু, কেন এই লোকদের উপরে এত অমঙ্গল এনেছ? কেনই বা আমাকে প্রেরণ করেছ? যে সময় আমি তোমার নামে কথা বলতে ফারাওর সামনে এসেছি, সেসময় থেকে তিনি এই লোকদের পীড়ন করছেন, আর তুমি তোমার নিজের জনগণের উদ্ধারের ব্যাপারে কিছুই করনি!'

তখন প্রভু মোশীকে বললেন, 'আমি ফারাওর প্রতি যা করব, তা তুমি এখন দেখবে, কেননা এক পরাক্রান্ত হাতের কারণে সে তাদের যেতে দেবে; এমনকি, এক পরাক্রান্ত হাতের কারণে নিজের দেশ থেকে তাদের তাড়িয়েই দেবে!'

শ্লোক যাত্রা ৫:১,৩ দ্রঃ

প্র মোশী ফারাওকে গিয়ে প্রভুর বাণী ঘোষণা করলেন:
উ আমার জনগণকে যেতে দাও, যেন তারা মরুপ্রান্তরে আমার উদ্দেশে পর্বোৎসব পালন করতে পারে!
প্র হিব্রুদের পরমেশ্বর আমাকে আপনার কাছে একথা বলতে পাঠিয়েছেন:
উ আমার জনগণকে যেতে দাও, যেন তারা মরুপ্রান্তরে আমার উদ্দেশে পর্বোৎসব পালন করতে পারে!

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু আগস্তিনের পত্রাবলি **পত্র ১৪০:১৩-১৫**

খ্রীষ্টের যন্ত্রণাভোগ ভালবাসার ফল

মানুষ হিসাবে খ্রীষ্টকে জাগতিক সুখের আদর্শ বলে তুলে ধরা যায় না, যেইভাবে তিনি নিজে সেই নবসন্ধির বাণীতে প্রকাশ করেছেন যা এজগতের জীবন নয়, অনন্ত জীবনের সঙ্গেই সম্পর্কিত। এজন্যই তাঁর জীবনে দেখা দিল অবমাননা, যন্ত্রণাভোগ, কশাঘাত, থুথু, অপমান, ক্রুশ, ক্ষতস্থান ও সেই মৃত্যু যা পরাজিত ও সম্পূর্ণরূপে বশীভূত মানুষেরই মত মৃত্যু। এসব কিছু ঘটেছে যাতে তাঁর ভক্তরা শিখতে পারে, যাঁর সন্তান হতে যাচ্ছিল তাঁর কাছে তাদের কী ধরনের ভালবাসার দান যাচনা ও প্রত্যাশা করা উচিত। সুতরাং আপন বিশ্বাস অবনমিত ও তুচ্ছ ক'রে ও সামান্য ব্যাপার বলে বিবেচনা ক'রে মানুষ জাগতিক সুখ লাভ করার জন্যই ঈশ্বরের সেবা করবে, তা ন্যায়সঙ্গত নয়।

খ্রীষ্ট মানুষ ও একইসময় ঈশ্বর: তাঁর তেমন দয়াপূর্ণ মানবতা ও দাস-অবস্থা থেকে আমাদের শেখা উচিত, এজীবনে আমাদের কী তুচ্ছ করতে হবে ও পরজীবনে কী প্রত্যাশা করতে হবে। যখন মনে হচ্ছিল শত্রুরা মহাবিজয় লাভ করছে, সেই যন্ত্রণাভোগ-ক্ষণে তিনি আমাদের দুর্বলতার কণ্ঠস্বর দিয়ে কথা বলেছিলেন—সেই যে দুর্বলতায় আমাদের পুরনো মানুষ ক্রুশবিদ্ধ হচ্ছিল যাতে পাপদেহ বিলীন হয়; সেই ক্ষণে তিনি বলেছিলেন, *ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার, আমাকে ত্যাগ করেছ কেন?* যে দুর্বলতায় আমাদের মাথা নিজেকে রূপান্তরিত করলেন, আমাদের সেই দুর্বলতার কণ্ঠস্বর দিয়ে ২১ নং সামসঙ্গীতে বলা হয়, *ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার,* আমার দিকে চেয়ে দেখ, *আমাকে ত্যাগ করেছ কেন?* তেমন কথা বলা হল কেননা যে প্রার্থনা করে, সাড়া না পেলে সে নিজেকে পরিত্যক্ত মনে করে।

যীশু এ কণ্ঠস্বর হলেন, তাঁর আপন দেহের কণ্ঠস্বর তথা সেই মণ্ডলীর কণ্ঠ হলেন, যে মণ্ডলী পুরনো মানুষ থেকে নবমানুষে রূপান্তরিত হওয়ার কথা; তা সত্যিই সেই মানব দুর্বলতার কণ্ঠস্বর, যে মানব দুর্বলতা প্রাক্তন সন্ধির মঙ্গলদানগুলি থেকে বঞ্চিত হয়েছিল যেন নবসন্ধিরই মঙ্গলদানগুলি আকাঙ্ক্ষা ও প্রত্যাশা করতে শিখতে

পারে।

শ্লোক মথি ৮:১৭; ইসা ৫৩:৬

প্র তিনি আমাদের অসুস্থতা তুলে বহন করলেন;
উ তিনি বরণ করে নিলেন আমাদের রোগ-ব্যাধি।
প্র প্রভু আমাদের সকলের অপরাধ তাঁরই উপরে চেপে দিলেন।
উ তিনি বরণ করে নিলেন আমাদের রোগ-ব্যাধি।

সোমবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - দ্বিঃবিঃ ৭:৬-১৪; ৮:১-৬

ইস্রায়েল পৃথক করা-ই এক জাতি

তুমি তোমার পরমেশ্বর প্রভুর উদ্দেশে পবিত্রীকৃতই এক জাতি: পৃথিবীর বুকে যত জাতি রয়েছে, তাদের মধ্য থেকে তোমার পরমেশ্বর প্রভু তাঁর নিজস্ব অধিকার হবার জন্য তোমাকেই বেছে নিয়েছেন। সকল জাতির চেয়ে তোমরা সংখ্যায় বড়, এজন্যই যে প্রভু তোমাদের প্রতি আসক্ত হয়েছেন ও তোমাদের বেছে নিয়েছেন, তা নয়— প্রকৃতপক্ষে সকল জাতির মধ্যে তোমরা সংখ্যায় ছোট— বরং প্রভু তোমাদের ভালবাসেন এবং তোমাদের পিতৃপুরুষদের কাছে যে শপথ করেছেন তা তিনি রক্ষা করেন বলেই প্রভু শক্ত হাতে তোমাদের বের করে এনেছেন এবং দাসত্ব-অবস্থা থেকে, সেই মিশর-রাজ ফারাওর হাত থেকে তোমাদের পক্ষে মুক্তিকর্ম সাধন করেছেন। সুতরাং জেনে রেখ: তোমার পরমেশ্বর প্রভু যিনি, তিনিই পরমেশ্বর; তিনি বিশ্বস্ত ঈশ্বর; যারা তাঁকে ভালবাসে, যারা তাঁর আজ্ঞা পালন করে, সহস্র পুরুষ ধরেই তিনি তাদের সঙ্গে আপন সন্ধি ও কৃপা রক্ষা করেন। কিন্তু যারা তাঁকে ঘৃণা করে, তাদের, সেই ব্যক্তিদেরই সংহার করায় তাদের প্রতিফল দেন; যে কেউ তাঁকে ঘৃণা করে, দেরি না করেই তিনি তাকে, সেই ব্যক্তিকেই প্রতিফল দেন। তাই আমি আজ তোমার জন্য যে সমস্ত আজ্ঞা, বিধি ও বিধান জারি করছি, তুমি সেই সমস্ত সযত্নে পালন করবে।

তোমরা এই সকল নিয়মনীতি শোন, এই সমস্ত কিছু মেনে চল ও পালন কর, তবেই তোমার পরমেশ্বর প্রভু যে সন্ধি ও কৃপার কথা তোমার পিতৃপুরুষদের কাছে শপথ করে প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন, তোমার ক্ষেত্রে তা রক্ষা করবেন; হ্যাঁ, তিনি তোমাকে ভালবাসবেন, আশীর্বাদ করবেন, তোমার বংশের বৃদ্ধি ঘটাবেন: তিনি যে দেশভূমি তোমাকে দেবেন বলে তোমার পিতৃপুরুষদের কাছে শপথ করেছেন, সেই দেশভূমিতে তোমার গর্ভের ফল, তোমার ভূমির ফল, তোমার গম, তোমার নতুন আঙুররস, তোমার তেল, তোমার গবাদি পশুর বাচ্চা ও তোমার মেষের শাবক, এই সকলকেই আশিসমণ্ডিত করবেন। সকল জাতির মধ্যে তুমি আশিসধন্য হবে, তোমার মধ্যে কোন পুরুষ বা কোন স্ত্রীলোক অনুর্বর হবে না, তোমার পশুদের মধ্যেও নয়।

আমি আজ তোমাদের যে সকল আজ্ঞা দিচ্ছি, তোমরা তা সযত্নে পালন করবে, যেন বাঁচতে পার, বৃদ্ধিলাভ কর, এবং প্রভু তোমাদের পিতৃপুরুষদের যে দেশ দেবেন বলে শপথ করেছেন, সেই দেশে প্রবেশ করে যেন তা অধিকার কর। সেই দীর্ঘ যাত্রাপথের কথাই স্মরণ কর, যে পথ দিয়ে তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমাকে নমিত করার জন্য, তোমাকে পরীক্ষা করার জন্য, এবং তোমার অন্তঃস্থলে কি কি আছে ও তুমি তাঁর আজ্ঞা পালন করবে কিনা তা জানবার জন্য এই চল্লিশ বছর ধরে তোমাকে চালনা করেছেন। হ্যাঁ, তিনি তোমাকে নমিত করলেন, তোমাকে ক্ষুধার জ্বালা ভোগ করালেন, পরে তোমাকে সেই মান্নায় পরিপুষ্ট করলেন, যা তোমার অজানা ছিল, তোমার পিতৃপুরুষদেরও অজানা ছিল, যেন তিনি তোমাকে বোঝাতে পারেন যে, মানুষ কেবল রুটিতে বাঁচে না, কিন্তু প্রভুর মুখ থেকে যা কিছু নির্গত হয়, তাতেই মানুষ বাঁচে। এই চল্লিশ বছরে তোমার গায়ের তোমার কোন পোশাক জীর্ণ হয়নি, তোমার পাও ফোলেনি। তাই মনে মনে স্বীকার কর যে, যেমন পিতা তার আপন ছেলেকে শাসন করেন, তেমনি তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমাকে শাসন করেন। তাঁর সমস্ত পথে চ'লে ও তাঁকে ভয় ক'রেই তুমি

তোমার পরমেশ্বর প্রভুর আজ্ঞা পালন কর।

শ্লোক ১ যোহন ৪:১০,১৬; ইসা ৬৩:৮,৯ দ্রঃ

প্র ঈশ্বরই প্রথম আমাদের ভালবাসলেন, এবং আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হতে নিজ পুত্রকে প্রেরণ করলেন।
উ আমরাই সেই ভালবাসা বিশ্বাস করেছি—আমাদের প্রতি ঈশ্বরের যে ভালবাসা।
প্র প্রভুই আমাদের ত্রাণকর্তা; ভালবাসার খাতিরেই তিনি আমাদের মুক্তি সাধন করলেন।
উ আমরাই সেই ভালবাসা বিশ্বাস করেছি—আমাদের প্রতি ঈশ্বরের যে ভালবাসা।

দ্বিতীয় পাঠ - ২য় ভাতিকান বিশ্বজনীন মহাসভার, মণ্ডলী বিষয়ক ধর্মতাত্ত্বিক সংবিধান সর্বজাতির আলো ২,১৬

আমি আমার জনগণকে ত্রাণ করব

সনাতন পিতা আপন প্রজ্ঞা ও মঙ্গলময়তার স্বাধীন ও রহস্যাবৃত সঙ্কল্প অনুযায়ী নিখিল বিশ্বকে সৃষ্টি করেছেন, মানুষকে ঐশজীবনের সহভাগিতায় উন্নীত করবেন বলে স্থির করেছেন, তারা আদমে পতিত হলে তিনি তাদের ত্যাগ করেননি, বরং সেই মুক্তিসাধক খ্রীষ্টের লক্ষ্যে *যিনি অদৃশ্য ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি ও নিখিল সৃষ্টির প্রথমজাত,* পরিত্রাণের উদ্দেশে তাদের সর্বদাই সাহায্য দান করেছেন। কেননা সেই সকল মনোনীতজনদের বেলায় পিতা যাদের অনাদিকাল থেকে *জানতেন, তাদের তিনি তাঁর আপন পুত্রের প্রতিমূর্তির অনুরূপ হবার জন্য আগে থেকে নিরূপণও করেছিলেন, তিনি যেন বহু ভ্রাতার মধ্যে প্রথমজাত হতে পারেন।* যারা খ্রীষ্টে বিশ্বাসী, তিনি তাদের পবিত্র মণ্ডলীতে আহ্বান করতে চাইলেন—সেই যে মণ্ডলী জগতের সূচনা থেকে দৃষ্টান্তরূপে বিদ্যমান হয়ে, ইস্রায়েল জাতির ইতিহাসে ও প্রাক্তন সন্ধিতে অপরূপভাবে প্রস্তুতিপ্রাপ্ত হয়ে, চরমকালে স্থাপিত হয়ে আত্মার বর্ষণে প্রকাশিত হয়েছে ও কালের সমাপ্তিতে সগৌরবে সিদ্ধিলাভ করবে। পুণ্য পিতৃগণ যেমন লিখেছেন, সেই সমাপ্তিকালেই ধার্মিকজন আবেল থেকে শুরু ক'রে মনোনীতজনদের শেষজন পর্যন্ত ধার্মিক সকল মানুষ সার্বজনীন মণ্ডলীতে পিতার কাছে সংগৃহীত হবে।

পরিশেষে যাঁরা এখনও সুসমাচার গ্রহণ করেননি, তাঁরা ঈশ্বরের জনগণের উদ্দেশে বিভিন্ন ভাবে নিরূপিত। প্রথমেই আছে সেই জাতি যাকে দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন সন্ধি ও প্রতিশ্রুতি, এবং মানবস্বরূপের দিক দিয়ে যা থেকে খ্রীষ্ট উদ্ভূত হলেন; এমন জাতি যা মনোনয়ন গুণে কুলপতিদের কারণে প্রিয়তমই জাতি, কেননা ঈশ্বরের মঙ্গলদানগুলি ও আহ্বান প্রত্যাহারের অতীত। তবু মুক্তিপরিকল্পনা তাঁদেরও আলিঙ্গন করে যাঁরা স্রষ্টাকে স্বীকার করেন, আর এঁদের মধ্যে প্রথমে রয়েছেন মুসলমানগণ, যাঁরা আব্রাহামের একই বিশ্বাসে নিজেদের বিশ্বাসী বলে দাবি করেন, আমাদের সঙ্গে সেই একমাত্র করুণাময় ঈশ্বরকে আরাধনা করেন যিনি চরম দিনে মানুষের বিচার করবেন। যাঁরা আভাসে ও প্রতিমায় অজানা ঈশ্বরের অন্বেষণ করেন, তাঁদের কাছ থেকেও ঈশ্বর দূরে নন, কেননা তিনি সকলকে জীবন, প্রাণবায়ু ও অন্য সমস্ত কিছু দান করে থাকেন, এবং ত্রাণকর্তারূপে তিনি চান সকল মানুষ যেন পরিত্রাণ পায়। কেননা নিজেদের দোষবশত নয় যাঁরা খ্রীষ্টের মঙ্গলবাণী ও তাঁর মণ্ডলী সম্বন্ধে অজ্ঞ হয়ে তথাপি সরল অন্তরেই ঈশ্বরের অন্বেষণ করেন এবং বিবেকের নির্দেশের মাধ্যমে তাঁর ইচ্ছা জেনে অনুগ্রহের প্রেরণায় তা সৎকাজের মধ্য দিয়ে পালন করতে সচেষ্ট আছেন, তাঁরা শাশ্বত পরিত্রাণ লাভ করতে পারেন। আবার, নিজেদের দোষবশত নয় যাঁরা এখনও ঈশ্বরের স্পষ্ট ধারণায় পৌঁছেননি ও ঐশঅনুগ্রহের সহায়তায় ন্যায় পথ পালন করতে চেষ্টা করেন, ঐশব্যবস্থা তাঁদেরও পরিত্রাণলাভের প্রয়োজনীয় সাহায্যে বঞ্চিত করে না। কেননা তাঁদের মধ্যে যা কিছু মঙ্গল ও সত্য পাওয়া যায়, তা মণ্ডলী সুসমাচারের পূর্বপ্রস্তুতি ব'লে গণ্য করে, ও তাঁরই দান ব'লে বিবেচনা করে যিনি সকল মানুষকে আলোকিত করেন তারা যেন একসময় জীবন পেতে পারে।

শ্লোক এফে ১:৯,১০; কল ১:১৯-২০

প্র আপন প্রসন্নতা অনুসারে আগে থেকেই ঈশ্বর এমন সঙ্কল্প স্থির করে রেখেছিলেন, যা কাল পূর্ণ হলে রূপায়িত করবেন:
উ স্বর্গে ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সমস্তই তিনি এক মাথায়, সেই খ্রীষ্টে, সম্মিলিত করবেন।
প্র এটি ছিল ঈশ্বরের মঙ্গল-ইচ্ছা: তাঁর আপন পরিপূর্ণতা খ্রীষ্টে বসবাস করবে, এবং তাঁরই দ্বারা,

℟ স্বর্গে ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সমস্তই তিনি এক মাথায়, সেই খ্রীষ্টে, সম্মিলিত করবেন।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - যাত্রা ৬:২-১৩

মোশীকে আহ্বান—অন্য এক বিবরণী

পরমেশ্বর মোশীর কাছে কথা বললেন; তাঁকে বললেন, 'আমিই প্রভু! আমি আব্রাহামকে, ইসায়াককে ও যাকোবকে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর বলে দেখা দিয়েছিলাম, কিন্তু আমার প্রভু নাম দ্বারা তাদের কাছে নিজেকে জ্ঞাত করিনি। তাদের সঙ্গে আমার সন্ধিও স্থির করেছিলাম: তারা যে দেশে প্রবাসী হয়ে বসবাস করছিল, আমি সেই কানান দেশ তাদেরই দেব। তাছাড়া মিশরীয়দের হাতে দাস অবস্থায় পড়ে থাকা ইস্রায়েল সন্তানদের আর্তনাদ শুনে আমি আমার সেই সন্ধি স্মরণ করলাম। সুতরাং ইস্রায়েল সন্তানদের তুমি বল: আমিই প্রভু! আমি মিশরীয়দের অত্যাচার থেকে তোমাদের বের করে আনব, তাদের দাসত্ব থেকে তোমাদের উদ্ধার করব, এবং প্রসারিত বাহুতে ও মহা বিচারকর্ম সাধনে তোমাদের মুক্তি আদায় করব। আমি তোমাদের আমার আপন জনগণরূপে গ্রহণ করব, ও তোমাদের আপন পরমেশ্বর হব; এতে তোমরা জানতে পারবে যে, আমিই প্রভু, তোমাদের পরমেশ্বর, যিনি মিশরীয়দের অত্যাচার থেকে তোমাদের বের করে আনলেন। আমি আব্রাহামকে, ইসায়াককে ও যাকোবকে যে দেশ দেব বলে হাত তুলে শপথ করেছিলাম, সেই দেশে তোমাদের চালিত করব, আর সেই দেশ তোমাদের উত্তরাধিকার-রূপে দান করব: আমিই প্রভু!'

কিন্তু মোশী যখন ইস্রায়েল সন্তানদের কাছে সেই অনুসারে কথা বললেন, তখন তারা তাঁর কথা মানল না, কারণ তাদের কঠিন দাসত্বের চাপে তারা উদাসীন হয়ে পড়েছিল।

প্রভু মোশীকে বললেন, 'যাও, মিশর-রাজ ফারাওকে বল, সে যেন তার দেশ থেকে ইস্রায়েল সন্তানদের যেতে দেয়।' কিন্তু প্রভুর সাক্ষাতে মোশী বললেন, 'ইস্রায়েল সন্তানেরা যখন আমার কথায় আদৌ কান দিল না, তখন ফারাও কেমন করে সেই কথায় কান দেবেন? আমি তো বাক্‌পটু নই।' প্রভু মোশী ও আরোনের কাছে কথা বললেন, এবং ইস্রায়েল সন্তানদের ও মিশর-রাজ ফারাওর ব্যাপারে তাঁদের এই আদেশ দিলেন, যেন তাঁরা ইস্রায়েল সন্তানদের মিশর দেশ থেকে বের করে আনেন।

শ্লোক ১ পি ২:৯,১০; যাত্রা ৬:৭,৬ দ্রঃ

প্র তোমরা, যারা এক মনোনীত বংশ, এক রাজকীয় যাজক-সমাজ, এক পবিত্র জনগণ, এমন এক জাতি যাকে ঈশ্বর নিজস্ব সম্পদ করেছেন, তোমরা তো এককালে ছিলে 'জনগণ-নয়', এখন কিন্তু ঈশ্বরের আপন জনগণ।
℟ আমি তোমাদের আমার আপন জনগণরূপে গ্রহণ করব, ও তোমাদের আপন পরমেশ্বর হব।
প্র আমিই প্রভু! আমি মিশরীয়দের দাসত্ব থেকে তোমাদের উদ্ধার করব, এবং প্রসারিত বাহুতে তোমাদের মুক্তি আদায় করব।
℟ আমি তোমাদের আমার আপন জনগণরূপে গ্রহণ করব, ও তোমাদের আপন পরমেশ্বর হব।

দ্বিতীয় পাঠ - নাজিয়াঞ্জুসের সাধু গ্রেগরির উপদেশাবলি
গরিবদের প্রতি ভালবাসা, উপদেশ ১৪:২৩-২৫

এসো, ঈশ্বরের ভালবাসা পরস্পরকে দেখাই

তোমার অস্তিত্ব, প্রাণবায়ু, বিচারশক্তি, বুদ্ধি ও বিশেষভাবে ঈশ্বরজ্ঞান, স্বর্গরাজ্যের আশা, সেই গৌরব যা আপাতত দর্পণেই যেন ও ঝাপসাভাবে, কিন্তু একদিন পরিপূর্ণ ও পবিত্রতম ভাবে দর্শন করবে, এসব কিছুর উৎপত্তি স্বীকার কর; আবার তুমি যে ঈশ্বরের সন্তান, খ্রীষ্টের সহউত্তরাধিকারী, এমনকি—সাহসের সঙ্গে যদি কথা বলতে পারি—তুমি নিজেও যে ঈশ্বর হয়ে উঠেছ, তাও স্বীকার কর! এসব কিছু কোথা থেকে ও কার কাছ থেকে তোমার কাছে আসে?

আর যদি এমন কিছুর কথা বলি যা আমাদের চোখে নিম্ন ধরনের, তবে কার সহায়তা ও উপকারিতা গুণে তুমি

দেখতে পাও আকাশের সৌন্দর্য, সূর্যের দৌড়, চাঁদের চক্র, তারকারাজির দুর্জ্ঞেয় সংখ্যা, আর সেই সুসম্পর্ক ও সুনীতি যা সেতারের মধুর সুরের মতই যেন এসব কিছুর মধ্যে উজ্জ্বল?

কে তোমাকে দান করলেন বর্ষা, ভূমির উর্বরতা, খাদ্য, শিল্পকলা, বাসস্থান, বিধিনিয়ম, দেশের প্রশাসন, আনন্দপূর্ণ জীবন, বন্ধুত্ব ও আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে সম্প্রীতি?

কেনই বা কোন কোন প্রাণী গৃহপালিত ও তোমার বশ্যতা স্বীকার করে, আর কোন কোন প্রাণী খাদ্য হিসাবে তোমাকে দেওয়া হয়?

পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সেসব কিছুর উপরে কে তোমাকে প্রভু ও রাজারূপে প্রতিষ্ঠিত করলেন? আর কেইবা তোমাকে দান করলেন সেই বিশেষ বিশেষ গুণ যার ফলে তুমি অন্য সমস্ত প্রাণীর উপরে শ্রেষ্ঠ জীব হয়ে উঠেছ?

তিনি কি সেই ঈশ্বর নন, যিনি এখন কৃতজ্ঞতা স্বরূপ নিজের প্রতি ও প্রতিবেশীর প্রতি আমাদের ভালবাসা প্রত্যাশা করেন? আমাদের কি এতই স্পর্ধা থাকবে যে, তাঁর কাছ থেকে তেমন কিছু পেয়ে ও আরও কিছু পাবার প্রতিশ্রুতি পেয়ে তাঁকে এ দান অর্পণ করব না? ঈশ্বর ও প্রভু রূপে তিনি যখন আমাদের দ্বারা পিতা বলে অভিহিত হতে কুণ্ঠিত নন, তখন আমরা কি আমাদের ভাইবোনদের অস্বীকার করব?

আমার ভাই ও বন্ধু সকল, এসো, সাবধান থাকি, সতর্কই থাকি, ঈশ্বরের মঙ্গলময়তায় যা আমাদের হাতে দেওয়া হয়েছে আমরা যেন তা অপব্যবহার না করি, পাছে পিতরের সেই বাণী শুনি, 'লজ্জা তোমাদের, যারা পরের জিনিস নিজের কাছে রাখছ; তোমরা বরং ঈশ্বরের ন্যায্যতার অনুকরণ কর, তবেই আর কেউই গরিব হবে না!'

এসো, আমরা যেন সম্পদ বাড়াতে ও রক্ষা করতে পরিশ্রম না করি, যখন অন্যরা অভাবেই পরিশ্রান্ত! পাছে নবী আমোসের সেকালের তিক্ত ভর্ৎসনা-বাণী আমাদেরই বেলায় খাটে যখন তিনি বললেন, *হায় রে তোমরা যারা বল, কখন অমাবস্যা পার হবে যেন আমরা গম বেচতে পারি; কখন সাব্বাৎ আসবে আমরা যেন গোলাঘর খুলতে পারি?*

এসো, আমরা ঈশ্বরের সর্বোত্তম ও সর্বপ্রথম নিয়ম অনুকরণ করি, যিনি ধার্মিক অধার্মিকদের উপর বৃষ্টি নামিয়ে আনেন, আবার সকলের জন্যই সূর্য জাগান; সকল বন্য পশুর কাছে ভূমি, জলের উৎস, নদনদী, বন ও পাখিদের জন্য আকাশ ও জলচর প্রাণীদের জন্য জল ব্যবস্থা করেন—তিনি তো বিনাশর্তে, বিনামূল্যে, নিশ্চিন্তে, মুক্তহস্তেই সকলের কাছে জীবনের যত প্রাথমিক উপায় নিবেদন করেন; পূর্ণ মাত্রায়, প্রচুর পরিমাণেই সাধারণ যত প্রয়োজনের যা কিছু উপকারী সকলেরই জন্য সুব্যবস্থা করেন; এমন কিছু থাকবে যা আংশিক অভাবেও ভুগবে, তিনি তা নিরূপণ করেননি; তিনি বরং এক একটা জিনিসের প্রয়োজন অনুসারেই উপযুক্ত মর্যাদাপূর্ণ ব্যবস্থা করলেন, যাতে সবকিছুতেই নিজের মঙ্গলময়তা প্রকাশ করতে পারেন।

শ্লোক লুক ৬:৩৫,৩৬; মথি ৫:৪৫ দ্রঃ

প্র তোমরা তোমাদের শত্রুদের ভালবাস, তাদের উপকার কর, ও ফেরত পাবার কোন আশা না রেখেই ধার দাও, যেন তোমরা তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার সন্তান হতে পার।

উ তিনি তো ভাল মন্দ সকলের উপরেই নিজের সূর্য জাগান, ও ধার্মিক অধার্মিক সকলের উপরেই বৃষ্টি নামিয়ে আনেন।

প্র তোমাদের পিতা যেমন দয়াবান, তোমরা তেমনি দয়াবান হও।

উ তিনি তো ভাল মন্দ সকলের উপরেই নিজের সূর্য জাগান, ও ধার্মিক অধার্মিক সকলের উপরেই বৃষ্টি নামিয়ে আনেন।

মঙ্গলবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - দ্বিঃবিঃ ৯:৭-২১,২৫-২৯

ইস্রায়েলের হয়ে মোশীর মিনতি

মনে রেখ, ভুলে যেয়ো না, প্রান্তরের মধ্যে তুমি তোমার পরমেশ্বর প্রভুকে কেমন অতিষ্ঠ করেছিলে! মিশর দেশ থেকে বেরিয়ে আসার দিনটি থেকে এখানে এসে পৌঁছা পর্যন্ত তোমরা প্রভুর বিরুদ্ধাচরণ করে এসেছ। তোমরা হোরেবেও প্রভুকে অতিষ্ঠ করেছিলে; তখন প্রভু তোমাদের উপরে এতই ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন যে তোমাদের বিনাশ করতে উদ্যত হচ্ছিলেন। যখন আমি সেই প্রস্তরফলক দু'টোকে, তোমাদের সঙ্গে প্রভু যে সন্ধি স্থির করতে যাচ্ছিলেন সেই সন্ধির প্রস্তরফলক দু'টোকেই নেবার জন্য পর্বতে উঠেছিলাম, তখন চল্লিশদিন চল্লিশরাত পর্বতে থেকেছিলাম, রুটিও খাইনি, জলও পান করিনি; প্রভু আমাকে পরমেশ্বরের আঙুল দিয়ে লেখা সেই প্রস্তরফলক দু'টো দিয়েছিলেন, যার উপরে ছিল সেই সকল বাণী যা প্রভু জনসমাবেশের দিনে পর্বতের উপরে আগুনের মধ্যে থেকে তোমাদের উদ্দেশ করে বলেছিলেন। সেই চল্লিশদিন চল্লিশরাত শেষে প্রভু ওই প্রস্তরফলক দু'টোকে, সন্ধির সেই লিপিফলক দু'টোকে আমাকে দেবার পর প্রভু আমাকে বললেন: ওঠ, এখান থেকে শীঘ্রই নেমে যাও, কারণ তোমার সেই জনগণ, যাদের তুমি মিশর থেকে বের করে এনেছ, তারা ভ্রষ্ট হয়েছে; আমি তাদের যে পথে চলবার আজ্ঞা দিয়েছি, সেই পথ ত্যাগ করতে তাদের তত দেরি হয়নি! তারা নিজেদের জন্য ছাঁচে ঢালাই-করা একটা প্রতিমা তৈরি করেছে। প্রভু আমাকে আরও বললেন: আমি এই জাতিকে লক্ষ করলাম; তারা সত্যিই কঠিনমনা এক জাতি। তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যাও, আমি এদের বিনাশ করব, আকাশের নিচ থেকে এদের নাম মুছে ফেলব, এবং তোমাকে এদের চেয়ে শক্তিশালী ও মহান এক জাতি করব। তখন আমি মুখ ফিরিয়ে পর্বত থেকে নেমে এলাম—সেই যে পর্বত আগুনে জ্বলছিল—আর আমার দু'হাতে সন্ধির সেই লিপিফলক দু'টো ছিল। তখন আমি চেয়ে দেখলাম, আর দেখ, তোমরা তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুর বিরুদ্ধে পাপ করেছিলে, নিজেদের জন্য ছাঁচে ঢালাই করা একটা বাছুর তৈরি করেছিলে, প্রভু যে পথে চলবার আজ্ঞা দিয়েছিলেন, সেই পথ ত্যাগ করতে তোমাদের তত দেরি হয়নি। আমি সেই প্রস্তরফলক দু'টো ধরে আমার নিজের দু'হাত দিয়ে ফেলে দিলাম ও তোমাদের চোখের সামনে টুকরো টুকরো করে ভেঙে ফেললাম।

পরে আমি প্রভুর সামনে উপুড় হয়ে রইলাম, ঠিক যেমনটি আগে করেছিলাম—চল্লিশদিন চল্লিশরাত ধরে: রুটিও খাইনি, জলও পান করিনি, কেননা প্রভুর দৃষ্টিতে যা অন্যায় তেমন কাজই ক'রে ও তাঁকে ক্ষুব্ধ করে তুলে তোমরা বড়ই পাপ করেছিলে। আমার তখন ভীষণ ভয় ছিল, কারণ তোমাদের উপরে প্রভুর ক্রোধ ও আক্রোশ এমন ছিল যে, তিনি তোমাদের একেবারে বিনাশ করতে উদ্যত হচ্ছিলেন। কিন্তু এবারেও প্রভু আমার প্রার্থনা গ্রহণ করলেন। আরোনের উপরেও প্রভু এমন প্রচণ্ড ক্রোধে জ্বলে উঠেছিলেন যে, তাকে বিনাশ করতে উদ্যত হচ্ছিলেন; কিন্তু সেসময় আমি আরোনের জন্যও প্রার্থনা করলাম। পরে তোমাদের পাপের বস্তু, সেই যে বাছুর তোমরা তৈরি করেছিলে, তা নিয়ে আগুনে পুড়িয়ে দিলাম, ও তা গুঁড়োর মত টুকরো টুকরো না হওয়া পর্যন্ত চূর্ণবিচূর্ণ করলাম, এবং শেষে, পর্বত থেকে যে জলস্রোত প্রবাহিত, তার মধ্যে তার গুঁড়ো ফেলে দিলাম।

আমি চল্লিশদিন চল্লিশরাত ধরে প্রভুর সামনে উপুড় হয়ে রইলাম, কারণ প্রভু তোমাদের বিনাশ করার কথা বলেছিলেন। প্রভুর কাছে প্রার্থনা করে আমি বললাম: আমার প্রভু পরমেশ্বর, তুমি তোমার আপন উত্তরাধিকার-রূপে যে জনগণের পক্ষে তোমার মহত্ত্বে মুক্তিকর্ম সাধন করেছ ও শক্তিশালী হাত দ্বারা মিশর থেকে বের করে এনেছ, তাদের বিনাশ করো না! তোমার দাস সেই আব্রাহাম, ইসায়াক ও যাকোবকে মনে রেখ; এই জনগণের জেদ, ধূর্ততা ও পাপের দিকে তাকিয়ো না; পাছে তুমি আমাদের যে দেশ থেকে বের করে এনেছ, সেই দেশের লোকেরা একথা বলে: প্রভু ওদের যে দেশ দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, সেই দেশে নিয়ে যেতে পারলেন না; ওদের ঘৃণা করছিলেন বিধায় তিনি মরুপ্রান্তরে বধ করার জন্যই ওদের বের করে এনেছেন। না, এরা বরং তোমার আপন জনগণ ও তোমার আপন উত্তরাধিকার; এদের তুমি তোমার আপন মহাশক্তি দেখিয়ে ও বিস্তারিত বাহুতে বের করে এনেছ।

শ্লোক যাত্রা ৩২:১১,১৩,১৪; ৩৩:৩,১৭ দ্রঃ

প্র মোশী তাঁর পরমেশ্বর প্রভুকে এই বলে প্রশমিত করতে চেষ্টা করলেন: তোমার ক্রোধ কেন তোমার জনগণের উপর জ্বলে উঠবে? সেই আব্রাহাম, ইসায়াক ও ইস্রায়েলের কথা স্মরণ কর, যাঁদের কাছে নিজেরই দিব্যি দিয়ে তুমি দুধ ও মধু-প্রবাহী দেশ দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে।

উ তখন প্রভু তাঁর আপন জনগণের অমঙ্গল ঘটাবার সঙ্কল্প ছেড়ে দিলেন।

প্র প্রভু মোশীকে বললেন: তুমি আমার দৃষ্টিতে অনুগ্রহের পাত্র হয়েছ, এবং আমি তোমাকে নাম দ্বারাই জানি।

উ তখন প্রভু তাঁর আপন জনগণের অমঙ্গল ঘটাবার সঙ্কল্প ছেড়ে দিলেন।

দ্বিতীয় পাঠ - রোমীয়দের কাছে পত্রে সাধু যোহন খ্রীসোস্তমের উপদেশাবলি **উপদেশ ১৪:৮**

আমাদের জন্য কী না করেছেন ঈশ্বর?

আমাদের জন্য কী না করেছেন ঈশ্বর? আমাদের জন্য তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্য জগৎ গড়লেন; আমাদের জন্য তিনি ঘটতে দিলেন, নবীরা দুর্ব্যবহারের পাত্র হবেন, বন্দি হবেন, চুল্লিতে নিক্ষিপ্ত হবেন ও শত শত অন্য ধরনের অমঙ্গল ভোগ করবেন। আমাদের জন্যই তিনি সেই নবীদের জাগরণ ঘটিয়েছিলেন, একইভাবে প্রেরিতদূতদেরও উদ্ভব ঘটিয়েছিলেন; আমাদের জন্য তিনি আপন একমাত্র পুত্রকে মৃত্যুর হাতে সঁপে দিলেন; তিনি চাইলেন, তাঁর পুত্র আমাদের জন্য যত অপমান সহ্য করবেন, আমরা কিন্তু তাঁর ডান পাশে বসব; বস্তুত তিনি বলেছিলেন, *যারা তোমাকে অপমান করে, তাদের সেই অপমান আমার উপরেই পড়ছে।*

আর যদিও আমরা বহুবার বহুরূপে তাঁর কাছ থেকে দূরে সরে যাই, তবু তিনি আমাদের একা ফেলে রাখেন না, বরং আমাদের নতুন নতুন সদুপদেশ দেন ও এমনটি করেন যেন অন্য কেউ আমাদের হয়ে প্রার্থনা করেন যাতে করে তিনি আমাদের তাঁর আপন অনুগ্রহ দান করতে পারেন: তিনি সেকালে মোশীর সঙ্গে ঠিক তাই করেছিলেন, যখন তাঁকে বলেছিলেন, *তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যাও, যেন আমার ক্রোধ তাদের বিরুদ্ধে জ্বলে ওঠে ও আমি তাদের সংহার করি!*—এতে তিনি মোশীকে প্রেরণা দিচ্ছিলেন তিনি যেন তাদের হয়ে প্রার্থনা করেন।

তিনি এখনও সেইভাবে ব্যবহার করেন, এজন্যই প্রার্থনা-দান আমাদের মঞ্জুর করলেন। তাঁর পক্ষে আমাদের যাচনা দরকার বিধায় যে তিনি তাই করলেন তেমন নয়, তাঁর উদ্দেশ্যই বরং আমরা যেন নিজেদের পরিত্রাণপ্রাপ্ত মনে করে আরও শোচনীয় অবস্থায় না পড়ি। এজন্য তিনি হিব্রুদের বারবার বললেন, তিনি দাউদ বা অন্য কারও খাতিরেই তাদের সঙ্গে পুনর্মিলিত হলেন—এভাবে তিনি নিজেই পুনর্মিলনের পথ ব্যবস্থা করছিলেন। তিনি যদি বলতেন, 'আমি অন্যান্যদের মাধ্যমে নয়, নিজে থেকেই আমার সঙ্কল্প ছেড়ে দিলাম,' তাহলে তিনি আরও দয়াবান প্রতীয়মান হতেন; তিনি কিন্তু তা চাইলেন না, যাদের পরিত্রাণকৃত হবার কথা তারা যেন সেই ধরনের পুনর্মিলনের ফলে শিথিল না হয়। বস্তুতপক্ষে তিনি যেরেমিয়াকে বলেছিলেন: *তুমি এ জাতির জন্য প্রার্থনা করো না, কেননা আমি তোমার প্রার্থনা শুনব না;* আসলে তিনি চাচ্ছিলেন না, যেরেমিয়া প্রার্থনা বন্ধ করবেন, তিনি বরং তাদের ভয় দেখাতে চাচ্ছিলেন: তা বুঝে নবী প্রার্থনা করায় ক্ষান্ত হননি।

ঠিক তাই ঘটেছিল নিনিভে নিবাসীদের বেলায়ও: কোন মঙ্গলকর আশার ইঙ্গিত না দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে তিনি অনির্দিষ্টকালীন দণ্ডাজ্ঞা জারি করায় তাদের অতিশয় সন্ত্রাসিত করলেন ও তপস্যা করতে তাদের অনুপ্রাণিত করলেন। হিব্রুদের সঙ্গেও তিনি এভাবে ব্যবহার করেন: তিনি প্রেরণা দেন ও নবীকে তাদের চোখে আরও সম্মাননীয় করে তোলেন তারা যেন কমপক্ষে তাঁর কথা শোনে। যখন কিন্তু তাদের এ অসুখ নিরাময়ের অতীত হয়ে পড়লে আর অন্য নবীদের দ্বারাও তারা অনুতাপ করতে চাচ্ছিল না, তখন তিনি প্রথমে তাদের সাবধান বাণী দিলেন তারা যেন সেই স্থানেই থাকে; তারা তো তাঁর বাণী অগ্রাহ্য করে মিশরে আশ্রয় নিয়েছিল, আর তিনি এও মঞ্জুর করলেন—তারা কিন্তু যেন মিশরীয় অধর্মে পতিত না হয়। তারা এতেও অবাধ্য হওয়ায় তিনি তাদের সঙ্গে একটি নবীকেও প্রেরণ করেন, যাতে তারা সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত না হয়। সুতরাং তাদের কারণে নবীরা কতই না সহ্য করছিলেন? করাত দিয়ে তাঁদের কেটে ফেলা হল, বহিষ্কার করা হল, অপমান করা হল, পাথর ছুড়ে তাদের মারা হল আর শত শত ধরনের নিপীড়ন তাদের বরণ করতে হল—অথচ ইস্রায়েলীয়েরা সবসময় তাঁদের কাছে আশ্রয় নিত। সামুয়েল সৌলের জন্য কাঁদতে ক্ষান্ত হননি, আর যদিও সৌলের হাতে গুরুতর ও অসহ্য অপমানে

অপমানিত হয়েছিলেন তবু সমস্ত অপরাধ ভুলে যেতেন। যেরেমিয়া ঠিক ইহুদী জাতির জন্যই বিলাপ-গাথা পুস্তক রচনা করলেন; আর যদিও পারস্যের সেনাপতি তাঁকে নিরাপত্তা দিয়েছিলেন, এমনকি যেখানে ইচ্ছেই তাঁকে বাস করার অনুমতি দিয়েছিলেন, তবু তিনি নিজ বাড়িতে বাস করার চেয়ে তাঁর আপন জাতির অবসন্ন মানুষের সঙ্গে বিদেশে প্রবাসী হয়ে নিকৃষ্ট ধরনের ঘর পছন্দ করলেন।

শ্লোক যাকোব ৫:১০-১১; যুদিথ ৮:২৭খ

প্র ভ্রাতৃগণ, কষ্টভোগ ও সহিষ্ণুতার দৃষ্টান্তস্বরূপ তোমরা চোখের সামনে সেই নবীদের রাখ, যাঁরা প্রভুর নামে কথা বলেছিলেন।

উ দেখ, যারা নিষ্ঠাবান হয়ে থেকেছে, তাদেরই আমরা সুখী বলি।

প্র সংস্কারের উদ্দেশ্যেই প্রভু তাঁর আপনজনদের শাস্তি দেন।

উ দেখ, যারা নিষ্ঠাবান হয়ে থেকেছে, তাদেরই আমরা সুখী বলি।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - যাত্রা ৬:২৯–৭:২৫

প্রথম আঘাত

একদিন প্রভু মোশীকে বললেন, 'আমিই প্রভু, আমি তোমাকে যা কিছু বলতে যাচ্ছি, সেই সমস্ত কথা তুমি মিশর-রাজ ফারাওকে বল।' কিন্তু প্রভুর সাক্ষাতে মোশী বললেন, 'দেখ, আমি বাক্‌পটু নই; ফারাও কেমন করে আমার কথায় কান দেবেন?'

তখন প্রভু মোশীকে বললেন, 'দেখ, ফারাওর কাছে আমি তোমাকে ঈশ্বর যেনই করব, আর তোমার ভাই আরোন হবে তোমার নবী। আমি তোমাকে যা কিছু আজ্ঞা করব, তা তুমি তাকে বলবে, আর তোমার ভাই আরোন ফারাওকে বলবে যেন সে ইস্রায়েল সন্তানদের তার দেশ থেকে যেতে দেয়। কিন্তু আমি নিজে ফারাওর হৃদয় কঠিন করব, এবং মিশর দেশে আমার বহু বহু চিহ্ন ও অলৌকিক লক্ষণ দেখাব। কিন্তু, যেহেতু ফারাও তোমাদের কথা মানবে না, সেজন্য আমি মিশরে আমার হাত রাখব ও মহা মহা বিচারকর্ম সাধন করে মিশর দেশ থেকে আমার আপন সেনাবাহিনীকে, আমার আপন জনগণ সেই ইস্রায়েল সন্তানদের বের করে আনব। মিশরের উপরে হাত বাড়িয়ে আমি যখন মিশরীয়দের মধ্য থেকে ইস্রায়েল সন্তানদের বের করে আনব, তখন তারা জানবে, আমিই প্রভু!' মোশী ও আরোন সেইমত করলেন; প্রভুর আজ্ঞামত কাজ করলেন। ফারাওর সঙ্গে কথা বলার সময়ে মোশীর বয়স ছিল আশি বছর, ও আরোনের বয়স ছিল তিরাশি বছর।

প্রভু মোশী ও আরোনকে বললেন, 'ফারাও যখন তোমাদের বলবে, তোমরা নিজেদের পক্ষে কোন একটা অলৌকিক লক্ষণ দেখাও, তখন তুমি আরোনকে বলবে, তোমার লাঠি হাতে নাও, ফারাওর সামনে তা ফেলে দাও; আর সেই লাঠি একটা নাগদানব হবে।' তখন মোশী ও আরোন ফারাওর কাছে গিয়ে প্রভুর আজ্ঞামত কাজ করলেন; আরোন ফারাওর ও তাঁর পরিষদদের সামনে তাঁর লাঠি ফেলে দিলেন, আর তা একটা নাগদানব হল। তখন ফারাও তাঁর জ্ঞানীগুণীদের ও গণকদের ডাকলেন, আর মিশরের সেই মন্ত্রজালিকেরাও তাদের জাদুবলে সেইভাবে করল। তারা এক একজন নিজ নিজ লাঠি ফেলে দিলে সেগুলো নাগদানব হল, কিন্তু আরোনের লাঠি তাদের সকল লাঠিকে গ্রাস করল। তবু ফারাওর হৃদয় কঠিন হল, তিনি তাঁদের কথা মানলেন না, ঠিক যেমন প্রভু আগে থেকে বলেছিলেন।

প্রভু মোশীকে বললেন, 'ফারাওর হৃদয় কেমন ভারী! সে জনগণকে যেতে দিতে অসম্মত। তুমি সকালে ফারাওর কাছে যাও; সেসময় সে নদীর দিকে যাবে। তুমি তার সঙ্গে দেখা করার জন্য নদীকূলে দাঁড়াও, তোমার হাতে থাকবে সেই লাঠি যা সাপে পরিণত হয়েছিল। তাকে বলবে, প্রভু, হিব্রুদের পরমেশ্বর, আমার মধ্য দিয়ে আপনাকে বলে পাঠিয়েছেন, তুমি আমার জনগণকে যেতে দাও, যেন তারা মরুপ্রান্তরে আমার সেবা করে; কিন্তু তুমি এতক্ষণে কথাটা মানলে না। প্রভু একথা বলছেন, আমিই যে প্রভু, তা তুমি এতেই জানবে; দেখ, আমার হাতে এই যে লাঠি রয়েছে, তা দিয়ে আমি নদীর জলে আঘাত হানব, তাতে জল রক্ত হয়ে যাবে। নদীতে যত মাছ

আছে, সেগুলো মারা যাবে, এবং নদীতে এমন দুর্গন্ধ হবে যে, নদীর জল খেতে মিশরীয়দের ঘৃণা লাগবে।'

প্রভু মোশীকে বললেন, 'আরোনকে বল, তোমার লাঠি হাতে নাও, ও মিশরের জলের উপরে, দেশের যত নদী, খাল, বিল ও সমস্ত জলাশয়ের উপরে হাত বাড়াও; আর সেই সমস্ত জল রক্ত হবে, সারা মিশর দেশ জুড়েই তা রক্ত হবে—তাদের কাঠ ও পাথরের পাত্রেও রক্ত হবে!' মোশী ও আরোন প্রভুর আজ্ঞামত সেইভাবে করলেন: তিনি লাঠি উচ্চ করে ফারাওর ও তাঁর পরিষদদের সামনে নদীর জলে আঘাত হানলেন; আর নদীর সমস্ত জল রক্ত হল। তখন নদীর মাছগুলো মরল, ও নদীতে এমন দুর্গন্ধ হল যে, মিশরীয়েরা নদীর জল খেতে পারছিল না; সারা মিশর দেশ জুড়েই রক্ত হল। কিন্তু মিশরীয় মন্ত্রজালিকেরাও তাদের জাদুবলে একই কাজ সাধন করল। ফারাওর হৃদয় কঠিন হল, এবং তিনি তাঁদের কথা মানলেন না, ঠিক যেমন প্রভু আগে থেকে বলেছিলেন। ফারাও পিঠ ফিরিয়ে নিজ প্রাসাদে চলে গেলেন; এতেও মনোযোগ দিলেন না। নদীর জল খেতে না পারায় সকল মিশরীয়েরা খাবার জলের খোঁজে নদীর আশেপাশে চারদিকেই খুঁড়তে লাগল। প্রভু নদীতে আঘাত হানবার পর সাত দিন কেটে গেল।

শ্লোক প্রত্যা ১৬:৪-৬,৭ দ্রঃ

প্র সেই স্বর্গদূত নিজ বাটি যত নদনদীর উপরে ঢেলে দিলেন, তখন সেই সব রক্ত হয়ে গেল। আর আমি দূতকে একথা বলতে শুনলাম: হে প্রভু, তুমি ধর্মময়, হে পবিত্রজন, কারণ তেমন বিচার সম্পন্ন করেছ।

উ তারা যে তোমার পবিত্রজনদের ও নবীদের রক্ত ঝরিয়েছিল।

প্র তখন আমি শুনতে পেলাম, যজ্ঞবেদিটা নিজেই একথা বলছে: হ্যাঁ, হে প্রভু, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর! সত্যময় ও ন্যায্যই তোমার বিচারগুলি।

উ তারা যে তোমার পবিত্রজনদের ও নবীদের রক্ত ঝরিয়েছিল।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু সিপ্রিয়ান-লিখিত 'প্রভুর প্রার্থনা' **১-৩**

যিনি জীবন দান করলেন, তিনি প্রার্থনাও করতে শেখালেন

প্রিয়তম ভ্রাতৃগণ, সুসমাচারের আদেশগুলো সত্যিকারে এমন ঐশনির্দেশ, আশা গড়ার জন্য ভিত্তি, বিশ্বাস সুস্থির করার জন্য অবলম্বন, হৃদয়কে তৃপ্তি দেবার জন্য খাদ্য, পথ সঠিক করার জন্য হাল, পরিত্রাণ পাবার জন্য উপায়, যা এ পৃথিবীতে বিশ্বাসীদের মনকে শিক্ষা দান ক'রে স্বর্গরাজ্যে তাদের চালিত করে।

ঈশ্বর নিজেই চাইলেন অনেক কিছু তাঁর সেবক নবীদের মধ্য দিয়েই প্রচারিত ও শ্রুত হবে; কিন্তু কতই না মহত্তর সেই সবকিছু যা স্বয়ং পুত্র প্রচার করেন; কতই না উচ্চতর সেই সবকিছু যা সেই ঈশ্বরের বাণী যিনি নবীদের অন্তরে বিদ্যমান ছিলেন, নিজের কণ্ঠস্বরেই ঘোষণা করেন; তিনি তো এখন আগমনকারী নিজেরই জন্য পথ প্রস্তুত করতে কাউকে প্রেরণ করেন না, তিনি নিজেই বরং আসছেন ও আমাদের জন্য পথ খুলে দিচ্ছেন ও দেখাচ্ছেন, যাতে আমরা যারা আগে ছিলাম মৃত্যু-ছায়ায় ভ্রান্তপথগামী, দিশেহারা ও অন্ধ, এখন অনুগ্রহের আলোয় আলোকিত হয়ে প্রভুর পরিচালনা ও সহায়তায় জীবন-পথ ধরে চলতে পারি।

তাঁর সেই যে নানা পরিত্রাণদায়ী নির্দেশ ও ঐশআদেশের মধ্য দিয়ে তিনি পরিত্রাণলাভের জন্য আপন জনগণকে সহায়তা করলেন, সেগুলির মধ্যে প্রার্থনার নিয়মও দিলেন: তিনি নিজে ইঙ্গিত ও শিক্ষা দিলেন আমাদের কী যাচনা করা উচিত। যিনি জীবন দান করলেন, তাঁর সেই মঙ্গলময়তার খাতিরে যা অনুসারে আগেও সবকিছু দিতে ও মঞ্জুর করতে প্রসন্ন হয়েছিলেন, এবার তিনি প্রার্থনাও করতে শেখালেন, যেন আমরা পিতার কাছে পুত্রের শেখানো প্রার্থনা ও যাচনা নিবেদন করলে আমাদের কথা আরও নিশ্চিত ভাবে গ্রাহ্য করা হয়।

আগে থেকেই তিনি বলেছিলেন, এমন সময় আসবে যখন প্রকৃত উপাসকেরা পিতাকে আত্মা ও সত্যের শরণে উপাসনা করবে; আর তিনি সেই প্রতিশ্রুতি পূরণ করলেন, যেন আমরা যারা তাঁর পবিত্রীকরণ গুণে আত্মা ও সত্য লাভ করেছি, তাঁর অবদান গুণেই সত্যময় ও আত্মিক ভাবে উপাসনা করতে পারি।

কেননা কোন্ প্রার্থনা আরও আত্মিক হতে পারে সেই প্রার্থনার চেয়ে যা সেই স্বয়ং প্রভুই আমাদের দান করলেন যিনি পবিত্র আত্মাকেও আমাদের কাছে প্রেরণ করলেন? পিতার কাছে আর কোন্ যাচনা সত্যময় হতে পারে সেই

যাচনার চেয়ে যা সেই পুত্রেরই মুখে উচ্চারিত হল যিনি স্বয়ং সত্য? তিনি যেভাবে প্রার্থনা করতে শেখালেন, অন্যভাবে প্রার্থনা করা অজ্ঞতা শুধু নয়, দোষও বটে—যেমন তিনি নিজে স্পষ্টভাবে বলেছিলেন: *নিজেদের পরম্পরাগত বিধি পালন করার জন্য তোমরা তো ঈশ্বরের আজ্ঞা এড়িয়ে যাও।*

সুতরাং প্রিয়তম ভ্রাতৃগণ, এসো, আমরা সেইভাবে প্রার্থনা করি যেইভাবে আমাদের গুরু ঈশ্বর শেখালেন। তাঁর আপন কথা দিয়ে ঈশ্বরকে অনুনয় করা ও খ্রীষ্টের প্রার্থনা তাঁর কর্ণগোচর করা সত্যিই সহায়ক ও অন্তরঙ্গ প্রার্থনা। আমরা প্রার্থনা করলে পিতা তাঁর আপন পুত্রের কথা জেনে নেন; যিনি আমাদের হৃদয়ে বাস করেন, তিনি যেন আমাদের কণ্ঠেও উপস্থিত হন; আর যখন তিনি হলেন পিতার কাছে আমাদের পাপের জন্য সহায়ক, তখন এসো, পাপী বলে আমরা আমাদের অপরাধের জন্য প্রার্থনাকালে আমাদের সহায়কের কথা উপস্থাপন করি। তিনি যখন বললেন, আমরা তাঁর নামে পিতার কাছে যা কিছু যাচনা করব, তিনি তা আমাদের দান করবেন, তখন খ্রীষ্টের নামে যা যাচনা করব তা আরও নিশ্চিতভাবে পেতে পারব যদি তাঁর নিজের প্রার্থনা দিয়েই যাচনা করি।

শ্লোক যোহন ১৬:২৪; ১৪:১৩

প্র এ পর্যন্ত তোমরা আমার নামে কিছুই যাচনা করনি:
উ যাচনা কর, তোমরা পাবেই, যেন তোমাদের আনন্দ পরিপূর্ণ হতে পারে।
প্র তোমরা আমার নামে যা কিছু যাচনা করবে, আমি তা পূরণ করব, পিতা যেন পুত্রেতে গৌরবান্বিত হন।
উ যাচনা কর, তোমরা পাবেই, যেন তোমাদের আনন্দ পরিপূর্ণ হতে পারে।

বুধবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - দ্বিঃবিঃ ১০:১২–১১:৭,২৬-২৮

কেবল ঈশ্বরেরই অনুসরণ করতে হয়

এখন, হে ইস্রায়েল, তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমার কাছে কী দাবি রাখছেন? শুধু এই, তুমি যেন তোমার পরমেশ্বর প্রভুকে ভয় কর, তাঁর সমস্ত পথে চল, তাঁকে ভালবাস, তোমার সমস্ত হৃদয় ও তোমার সমস্ত প্রাণ দিয়ে তোমার পরমেশ্বর প্রভুর সেবা কর, এবং আজ আমি তোমার মঙ্গলের জন্য প্রভুর এই যে সমস্ত আজ্ঞা ও বিধি তোমাকে দিচ্ছি, তা যেন পালন কর।

দেখ, স্বর্গ ও স্বর্গের স্বর্গ এবং পৃথিবী ও তার মধ্যে যা কিছু আছে, সমস্তই তোমার পরমেশ্বর প্রভুর! কিন্তু প্রভু তোমার পিতৃপুরুষদের প্রতি ভালবাসার খাতিরে কেবল তাদেরই প্রতি আসক্ত হলেন, আর তাদের পরে তিনি তাদের বংশধর এই তোমাদেরই সকল জাতির মধ্য থেকে বেছে নিয়েছেন—ঠিক আজকের মত। তাই তোমরা তোমাদের হৃদয়কেই পরিচ্ছেদিত কর; আর কঠিনমনা হয়ো না; কারণ তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুই তো দেবতাদের দেবতা ও প্রভুদের প্রভু, তিনিই সেই মহামহিম, প্রতাপশালী ও ভয়ঙ্কর ঈশ্বর, যিনি কারও পক্ষপাত করেন না ও অন্যায়-উপহার নেন না; তিনি বরং লক্ষ রাখেন যেন এতিম ও বিধবার সুবিচার হয়, তিনি প্রবাসী মানুষকে ভালবাসেন ও তাকে খাদ্য ও বস্ত্র দান করেন। তাই তোমরা প্রবাসী মানুষকে ভালবাস, কারণ মিশর দেশে তোমরাও প্রবাসী ছিলে। তোমার পরমেশ্বর প্রভুকেই তুমি ভয় করবে ও সেবা করবে, তাঁকেই আঁকড়ে ধরে থাকবে, ও তাঁরই নামে শপথ করবে। তিনি তোমার প্রশংসাবাদের পাত্র, তিনি তোমার পরমেশ্বর; তুমি যা স্বচক্ষে দেখেছ, সেই মহৎ ও ভয়ঙ্কর কাজগুলো তিনি তোমারই জন্য সাধন করলেন। তোমার পিতৃপুরুষেরা যখন মিশরে যান, তখন সংখ্যায় কেবল সত্তরজনই ছিলেন, কিন্তু এখন তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমাকে আকাশের তারানক্ষত্রের মত অগণন করে তুলেছেন।

তাই তুমি তোমার পরমেশ্বর প্রভুকে ভালবাসবে, এবং তাঁর সমস্ত আদেশ, বিধি, নিয়মনীতি ও আজ্ঞাগুলো নিত্যই পালন করবে।

আজ তোমরাই উদ্বুদ্ধ হও, যেহেতু তোমাদের সেই ছেলেদের কাছে আমি কথা বলছি না, যারা তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুর শিক্ষার অভিজ্ঞতা করেনি, তা দেখেওনি। না, তারা তাঁর মহত্ত্ব, তাঁর শক্তিশালী হাত ও প্রসারিত বাহু, তাঁর সমস্ত চিহ্ন ও মিশরের মধ্যে মিশর-রাজ ফারাওর বিরুদ্ধে ও তাঁর সমস্ত দেশের বিরুদ্ধে তাঁর সাধিত যত কর্ম; মিশরীয় সেনাদল, অশ্ব ও যুদ্ধরথের বিরুদ্ধে তাঁর সাধিত যত কর্ম, তথা, তারা যখন তোমাদের পিছনে ধাওয়া করছিল, তখন তিনি কেমন করে লোহিত সাগরের জল তাদের উপরে বইয়ে দিলেন ও চিরকালের মত তাদের বিনাশ করলেন; সেই সবকিছু যা তিনি তোমাদের জন্য—এইখানে তোমাদের আসা পর্যন্ত—মরুপ্রান্তরে সাধন করলেন; সেই সবকিছু যা তিনি রূবেনের পৌত্র এলিয়াবের ছেলে দাথান ও আবিরামের প্রতি করলেন, তথা, ভূমি কেমন করে তার আপন মুখ হা করে গোটা ইস্রায়েল চারপাশে দাঁড়িয়ে থাকতেই সেই লোকদের, তাদের পরিবার-পরিজনদের, তাদের তাঁবু ও তাদের নিজস্ব যত সম্পদ গ্রাস করে ফেলল—এই সমস্ত শিক্ষার অভিজ্ঞতাও তোমার ছেলেরা করেনি, তা দেখেওনি। প্রভুর সাধিত এই সমস্ত মহাকীর্তি তোমরা তো স্বচক্ষেই দেখেছ।

দেখ, আজ আমি একটা আশীর্বাদ ও একটা অভিশাপ তোমাদের সামনে রাখলাম। আজ আমি তোমাদের যে সকল আজ্ঞা জানিয়ে দিলাম, তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুর সেই সকল আজ্ঞা যদি মেনে চল, তবে সেই আশীর্বাদের পাত্র হবে। আর যদি তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুর আজ্ঞা মেনে না চল, এবং আমি আজ এই যে পথে তোমাদের চলতে বললাম, সেই পথ ছেড়ে যদি বিদেশী এমন কোন দেবতারই অনুগামী হও যাদের বিষয়ে তোমরা কিছুই জান না, তবে সেই অভিশাপের পাত্র হবে।

শ্লোক ১ করি ৭:১৯; ফিলি ৩:৩; গা ৬:১৫

প্র পরিচ্ছেদন কিছু নয়, অপরিচ্ছেদনও কিছু নয়, ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করাই সব!
উ আমরাই তো পরিচ্ছেদিত মানুষ, এই আমরা যারা ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা চালিত হয়ে উপাসনা করি, এবং খ্রীষ্টযীশুতে গর্ব করি।
প্র খ্রীষ্টযীশুতে পরিচ্ছেদনও কিছু নয়, অপরিচ্ছেদনও কিছু নয়, কিন্তু এক নবসৃষ্টিই সব।
উ আমরাই তো পরিচ্ছেদিত মানুষ, এই আমরা যারা ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা চালিত হয়ে উপাসনা করি, এবং খ্রীষ্টযীশুতে গর্ব করি।

দ্বিতীয় পাঠ - মার্ক দিয়াদকোস-লিখিত 'সিদ্ধ আধ্যাত্মিকতা' **১২,১৩,১৪**

কেবল ঈশ্বরকেই ভালবাসতে হয়

যে নিজেকে ভালবাসে, সে ঈশ্বরকে ভালবাসতে পারে না; কিন্তু ঈশ্বরের ভালবাসার শ্রেয়তর ঐশ্বর্য লাভ করার জন্য যে নিজেকে ভালবাসে না, সেই ঈশ্বরকে ভালবাসে। ফলত তেমন মানুষ নিজের গৌরব কখনও অন্বেষণ করে না, বরং ঈশ্বরেরই গৌরবের অন্বেষণ করে। কেননা যে নিজেকে ভালবাসে, সে নিজের গৌরবের অন্বেষণ করে; কিন্তু যে ঈশ্বরকে ভালবাসে, সে আপন নির্মাতার গৌরব ভালবাসে। যে প্রাণ ঈশ্বরকে উপলব্ধি করে ও ভালবাসে, সবকিছুতে তাঁর ইচ্ছা পালন করায় ও তাঁর অধীনতায় আনন্দ ভোগ করায় ঈশ্বরের গৌরব নিত্য অন্বেষণ করাই তার বৈশিষ্ট্য। কেননা তাঁর মঙ্গলময়তার জন্য ঈশ্বরের পক্ষে গৌরবই সমীচীন, কিন্তু মানুষের পক্ষে অধীনতাই সমীচীন যাতে তার মাধ্যমে আমরা ঈশ্বরের আপনজন হয়ে উঠতে পারি। সুতরাং ঈশ্বরের গৌরবের জন্য মনের আনন্দে কাজ করার পর আমরাও দীক্ষাগুরু যোহনের আদর্শ অনুসারে অবিরত বলতে শুরু করব, *তাঁকে উত্তরোত্তর বড় হতে হবে আর আমাকে উত্তরোত্তর ছোট হতে হবে।*

আমি এমন একজনকে চিনতে পারলাম যে খুবই দুঃখ করছিল, কারণ যেভাবে সে চাচ্ছিল সেভাবে ঈশ্বরকে ভালবাসতে পারছিল না, অথচ সে ঈশ্বরকে এতই ভালবাসত যে তার প্রাণ তাঁর এমন তীব্র আকাঙ্ক্ষায় অনুক্ষণ উদ্দীপ্ত ছিল যে, সে অবিরতই তাঁর গৌরবের অন্বেষণ করত ও নিজেকে শূন্যই মনে করত। তেমন মানুষ নিজের গৌরব চায় না, কেননা সে নিজেকে জানে; আর তার বিনম্রতার আকাঙ্ক্ষা এতই গভীর যে, ঈশ্বরের সেবায় নিযুক্ত থাকাকালেও সে আপন মর্যাদার কথা ভাবে না; এমনকি ঈশ্বরকে ভালবাসার চিন্তায় চিন্তামগ্ন থেকে সে নিজের

মর্যাদার কথা ভুলে যায়, কেননা বিনম্রতার মনোভাব তার নিজের মর্যাদার গৌরবান্বেষণকে ঈশ্বরের ভালবাসায় নিমজ্জিত করে, যার ফলে সে সবসময় নিজেকে অপদার্থ দাস ও মর্যাদাবিহীন মানুষ ভাবে। ঠিক তেমনিই আমাদেরও ব্যবহার করা উচিত—যিনি আমাদের সত্যিকারে ভালবাসলেন, সেই ঈশ্বরের ভালবাসার উৎকৃষ্ট ঐশ্বর্যের খাতিরে আমাদেরও যত মর্যাদা ও গৌরব এড়ানো উচিত।

যে ঈশ্বরকে আন্তরিক ভক্তিতে ভালবাসে, সে ঈশ্বর দ্বারা জ্ঞাত; কেননা মানুষ অন্তরে যতখানি ঐশভালবাসা ধারণ করতে পারে, সে ঈশ্বরকে ততখানি ভালবাসায় ভালবাসে। এজন্য যে কেউ এ পর্যায়ে রয়েছে, সে ঈশ্বরজ্ঞানের আলো এমন ব্যগ্রতার সঙ্গেই ভালবাসে যে, সে সেই জ্ঞান নিজের হাড়েও উপলব্ধি করে, কেননা নিজ বিষয়ে অচেতন হয়ে উঠে সে ভালবাসা দ্বারা সম্পূর্ণরূপে রূপান্তরিত হয়। যে কেউ সত্যিই এই অবস্থায় আছে, সে জীবনে রয়েছে আবার জীবনের বাইরেও রয়েছে: দেহে থাকতেও সে ভালবাসা গুণে ঈশ্বরের দিকে আত্মার নিত্য আকর্ষণে এগিয়ে চলে; ভালবাসার তীব্র আগুনে প্রজ্বলিত হৃদয়ে সে আকাঙ্ক্ষার শিখায় ঈশ্বরের সঙ্গে এমনভাবে একাত্ম হয়ে উঠল যে, ঈশ্বরের ভালবাসা গুণে নিজের সচেতনতা থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়ে প্রেরিতদূতের সঙ্গে বলে ওঠে, *আমরা যদি কোন সময় উন্মাদের মত হয়ে থাকি, এমনটি ঈশ্বরের জন্য হয়েছিল; আর এখন যদি আমাদের সুবোধ থাকে, এমনটি হচ্ছে তোমাদের জন্য।*

শ্লোক যোহন ৩:১৬; ১ যোহন ৪:১০

প্র ঈশ্বর জগৎকে এতই ভালবেসেছেন যে, তাঁর একমাত্র পুত্রকে দান করেছেন,
উ তাঁর প্রতি যে কেউ বিশ্বাস রাখে, তার যেন বিনাশ না হয়, কিন্তু অনন্ত জীবন পেতে পারে।
প্র এতেই ভালবাসার অর্থ: আমরা যে ঈশ্বরকে ভালবেসেছিলাম এমন নয়, কিন্তু তিনি আমাদের ভালবাসলেন,
উ তাঁর প্রতি যে কেউ বিশ্বাস রাখে, তার যেন বিনাশ না হয়, কিন্তু অনন্ত জীবন পেতে পারে।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - যাত্রা ১০:২১–১১:১০

নবম আঘাত—অন্ধকার
প্রথমজাতদের মৃত্যুর পূর্বঘোষণা

প্রভু মোশীকে বললেন, 'আকাশের দিকে হাত বাড়াও: মিশর দেশে অন্ধকার নেমে আসবে, এমন অন্ধকার যা স্পর্শও করা যাবে।' মোশী আকাশের দিকে হাত বাড়ালেই তিন দিন ধরে সারা মিশর দেশে ঘন অন্ধকার নেমে এল। তারা একে অপরের মুখ আর দেখতে পাচ্ছিল না, আর তিন দিন ধরে কেউই নিজের জায়গা থেকে কোথাও যেতে পারল না। কিন্তু সকল ইস্রায়েল সন্তানের জন্য তাদের বাসস্থানে আলো ছিল।

তখন ফারাও মোশীকে ডাকিয়ে বললেন, 'যাও, প্রভুর সেবা করতে যাও! তোমাদের শিশুরাও তোমাদের সঙ্গে যেতে পারবে; কেবল তোমাদের মেষপাল ও পশুপাল এখানে থাকবে।' মোশী উত্তরে বললেন, 'কিন্তু আমাদের পরমেশ্বর প্রভুর উদ্দেশে উৎসর্গ করার মত যজ্ঞ ও আহুতির প্রয়োজনীয় জিনিসও আমাদের জন্য যোগাড় করতে হবে। আমাদের সঙ্গে আমাদের পশুরাও যাবে, একটা নখ পর্যন্তও এখানে থাকবে না; কেননা আমাদের পরমেশ্বর প্রভুর সেবা করার জন্য তাদেরই মধ্য থেকে আমাদের বলি নিতে হবে, আর সেই জায়গায় গিয়ে না পৌঁছা পর্যন্ত আমরা তো জানি না, আমরা কী কী দিয়ে প্রভুর সেবা করব।' কিন্তু প্রভু ফারাওর হৃদয় কঠিন করলেন; তিনি তাদের যেতে দিতে সম্মত হলেন না। ফারাও তাঁকে বললেন, 'আমার সম্মুখ থেকে দূর হও। সাবধান, আমার সামনে আর কখনও আসবে না, কেননা যেদিন তুমি আমার মুখ দেখবে, সেদিন মরবে!' তখন মোশী বললেন, 'আপনার কথা ঠিক! আমি আপনার মুখ আর কখনও দেখব না।'

তখন প্রভু মোশীকে বললেন, 'আমি ফারাও ও মিশরের উপরে আর একটা আঘাত প্রেরণ করব; তারপরে সে এখান থেকে তোমাদের যেতে দেবে। সে যখন তোমাদের যেতে দেবে, তখন আসলে তোমাদের এখান থেকে তাড়িয়েই দেবে! তুমি লোকদের স্পষ্টই বল, যেন প্রত্যেক পুরুষ নিজ নিজ প্রতিবেশীর কাছ থেকে, ও প্রত্যেক স্ত্রীলোক নিজ নিজ প্রতিবেশিনীর কাছ থেকে সোনা-রুপোর জিনিসপত্র চেয়ে নেয়।' আর প্রভু এমনটি করলেন,

যেন লোকেরা মিশরীয়দের দৃষ্টিতে অনুগ্রহের পাত্র হয়। তাছাড়া মোশী মিশর দেশে ফারাওর পরিষদ ও জনগণের দৃষ্টিতে গণ্যমান্য ব্যক্তি বলে গণ্য ছিলেন।

তাই মোশী বলে দিলেন, 'প্রভু একথা বলছেন, আমি মাঝরাতে মিশরের মধ্য দিয়ে যাব। সিংহাসনে আসীন ফারাওর প্রথমজাত থেকে জাঁতা ঘোরায় এমন দাসীর প্রথমজাত পর্যন্তই মিশর দেশে সকল প্রথমজাত মরবে; পশুদের সমস্ত প্রথমজাতও মরবে! সারা মিশর দেশ জুড়ে এমন তীব্র হাহাকার হবে, যার মত কখনও হয়নি, হবেও না। কিন্তু ইস্রায়েল সন্তানদের মধ্যে মানুষ বা পশুর বিরুদ্ধে একটা কুকুরও জিহ্বা দোলাবে না, যেন আপনারা জানতে পারেন যে, প্রভু মিশরীয় ও ইস্রায়েলীয়দের মধ্যে পার্থক্য রাখেন। আপনার এই সকল দাস আমার কাছে নেমে আসবে, ও আমার কাছে প্রণিপাত করে বলবে, তুমি ও যে জনগণ তোমার অনুসরণ করছে, তোমরা সকলে বেরিয়ে যাও। এরপরেই আমি বের হব!' আর তিনি মহা ক্রোধে উত্তপ্ত হয়ে ফারাওর কাছ থেকে বিদায় নিলেন।

আসলে প্রভু মোশীকে বলেছিলেন, 'ফারাও তোমার কথা মানবে না, যেন মিশর দেশে আমার আরও আরও অলৌকিক লক্ষণ দেখানো হয়।' মোশী ও আরোন ফারাওর সামনে এই সকল অলৌকিক লক্ষণ দেখিয়েছিলেন; কিন্তু প্রভু ফারাওর হৃদয় কঠিন করেছিলেন, আর তিনি তাঁর দেশ থেকে ইস্রায়েল সন্তানদের যেতে দিলেন না।

শ্লোক প্রজ্ঞা ১৮:৪; ১৭:২০; ১৮:১ দ্রঃ

প্র তোমার সেই সন্তানদের যারা কারাগারে রুদ্ধ করে রেখেছিল, তারা আলো-বঞ্চিত হতে যোগ্য,
উ কারণ তোমার সন্তানদেরই জগতের কাছে বিধানের অনির্বাণ আলো বহন করার কথা ছিল।
প্র মিশরীয়দের উপর বিস্তৃত ছিল এক গভীর রাত; কিন্তু তোমার পুণ্যজনদের জন্য উজ্জ্বলতম এক আলো জ্বলছিল।
উ কেননা তোমার সন্তানদেরই জগতের কাছে বিধানের অনির্বাণ আলো বহন করার কথা ছিল।

দ্বিতীয় পাঠ - বিশপ আফ্রাতিস-লিখিত 'যুক্তিপ্রকাশ' ১১শ যুক্তি, পরিচ্ছেদ ১১-১২

হৃদয়ের পরিচ্ছেদন

বিধান ও সন্ধির সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটল। বস্তুতপক্ষে ঈশ্বর আদমের সঙ্গে স্থাপিত প্রথম সন্ধি পরিবর্তন করলেন ও নোয়ার জন্য আর একটা জারি করলেন; এটার পর আব্রাহামের সঙ্গে অন্য একটা স্থাপন করলেন যা মোশীর সঙ্গে আবার আর এক নতুন সন্ধিতে পরিবর্তন করলেন। আর যেহেতু মোশীর সঙ্গে স্থাপিত সন্ধি পালিত ছিল না, তিনি শেষ যুগের মানুষের সঙ্গে আর একটা সন্ধি স্থাপন করলেন যা অপরিবর্তনশীল থাকবার কথা। কেননা আদমকে তিনি আদেশ দিয়েছিলেন, আদম যেন জীবনবৃক্ষের ফল না খান, নোয়ার বেলায় তিনি সেই রঙধনুকের আবির্ভাব ঘটিয়েছিলেন, বিশ্বাসগুণে আব্রাহামকে প্রথমে মনোনীত করেছিলেন আর পরে তাঁকে তাঁর বংশধরদের পরিচয়-চিহ্ন ও প্রতীক রূপে সেই পরিচ্ছেদন-ব্যবস্থা দান করেছিলেন; মোশী পেয়েছিলেন সেই পাস্কা-মেষশাবক যা জনগণের পাপার্থে বলিস্বরূপ।

কিন্তু এ সমস্ত সন্ধি এক একটা আলাদা ছিল; তথাপি যে প্রকৃত পরিচ্ছেদন সন্ধিগুলির প্রণেতা দ্বারাই জারীকৃত হয়েছিল, সেটা হল সেই পরিচ্ছেদন যে পরিচ্ছেদনের বিষয়ে যেরেমিয়া বলেছেন, *তোমরা নিজেদের হৃদয় পরিচ্ছেদিত কর।* কেননা আব্রাহামের সঙ্গে ঈশ্বরের স্থাপিত সন্ধি যখন স্থিতমূল ছিল, এটিও স্থিতমূল ও স্থায়ী, যার ফলে যারা বিধানের বাইরে বা বিধানের অধীন রয়েছে তাদের কারও দ্বারা অন্য বিধান জারীকৃত করা যাবে না।

কেননা তিনি মোশীর কাছে নানা বিধিনিয়ম ও আদেশ সহ বিধান দিয়েছিলেন, তবু যেহেতু তারা তা পালন করত না, সেজন্য তিনি বিধান ও আদেশগুলি সবই বাতিল করেছেন; তিনি প্রতিশ্রুতি দিলেন, নতুন সন্ধি দান করবেন, যে সন্ধি তিনি বললেন আগেরটার চেয়ে ভিন্ন, যদিও দু'টোর প্রণেতা এক। তবেই তো এই সেই সন্ধি যা তিনি দেবেন বলে অঙ্গীকার করেছিলেন: *ছোট বড় সকলেই আমাকে জানবে।* আর এ সন্ধিতে অন্য দৈহিক পরিচ্ছেদন বা জাতির পরিচয়-চিহ্ন নেই।

প্রিয়জনেরা, আমরা নিশ্চিত জানি, ঈশ্বর বিভিন্ন কালে বিভিন্ন বিধান জারি করলেন, যেগুলি যতদিন তাঁর ইচ্ছা হল ততদিন বলবৎ থাকল কিন্তু একসময় পুরনো হয়ে গেল, যেইভাবে প্রেরিতদূত বলেন, প্রাচীনকালে ঈশ্বরের রাজ্য নানা সময়ে নানা রূপ ধারণ করল। তবু আমাদের ঈশ্বর সত্যবাদী, আর তাঁর আদেশগুলি অধিক স্থায়ী; প্রতিটি সময় প্রতিটি সন্ধি স্থিতমূল ও সত্যাশ্রয়ী বলে প্রমাণিত হল; আর যারা হৃদয়ে পরিচ্ছেদিত, তারা জীবনপ্রাপ্ত—সেই নতুন পরিচ্ছেদন গুণে যা প্রকৃত যর্দনে সাধিত, যথা পাপমোচনের উদ্দেশে সাধিত দীক্ষাস্নান গুণে।

নূনের সন্তান যীশু যখন আপন জনগণের সঙ্গে যর্দন পার হয়েছিলেন, তখন জনগণকে পাথুরে ছুরি দ্বারা নতুন পরিচ্ছেদনে পরিচ্ছেদিত করেছিলেন; আমাদের ত্রাণকর্তা যীশু হৃদয়েরই নতুন পরিচ্ছেদনে পরিচ্ছেদিত করেন সেই সকল জাতিকে যারা তাঁর উপর বিশ্বাস রাখল, দীক্ষাস্নাত হল ও পরিচ্ছেদিত হল সেই খড়্গ দ্বারা অর্থাৎ সেই *ঈশ্বরের বাণী দ্বারা যা যে কোন দুধারী খড়্গের চেয়েও তীক্ষ্ণ।*

নূনের সন্তান যীশু সেই জনগণকে প্রতিশ্রুত দেশে প্রবেশ করালেন; আমাদের ত্রাণকর্তা যীশু সেই সকলকে জীবন-দেশ দানের প্রতিশ্রুতি দিলেন যারা সত্যকার যর্দন পার হবে, বিশ্বাস করবে ও নিজেদের হৃদয় পরিচ্ছেদিত করবে।

অতএব যারা হৃদয়ের পরিচ্ছেদনে পরিচ্ছেদিত ও নব পরিচ্ছেদনের জল থেকে নবজাত, তারা ধন্য; তারাই সেই আব্রাহামের সঙ্গে উত্তরাধিকার পাবে, তাঁর বিশ্বাস ধর্মময়তা বলে গণ্য করা হল বিধায় যিনি বিশ্বস্ত কুলপতি ও সর্বজাতির পিতা।

শ্লোক হিব্রু ৮:৮,১০; ২ করি ৩:৩ দ্রঃ

প্র আমি ইস্রায়েল কুলের সঙ্গে এক নতুন সন্ধি স্থাপন করব: আমার বিধিবিধান তাদের মনের মধ্যে রাখব,
তাদের হৃদয়েই তা লিখে দেব,
উ কালি দ্বারা নয়, বরং জীবনময় ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা।
প্র আমি আমার বিধান পাথরের ফলকে নয়, রক্তমাংসের হৃদয়-ফলকেই লিখে দেব,
উ কালি দ্বারা নয়, বরং জীবনময় ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা।

বৃহস্পতিবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - দ্বিঃবিঃ ১২:১-১৪

মাত্র একটা উপাসনার স্থান থাকবে

এগুলোই সেই বিধি ও নিয়মনীতি, যা তোমরা যতদিন পৃথিবীতে জীবিত থাকবে ততদিন সেই দেশভূমিতে সযত্নে পালন করবে, যে দেশভূমি তোমাদের পিতৃপুরুষদের পরমেশ্বর প্রভু তোমাদের অধিকার রূপে দিতে যাচ্ছেন।

তোমরা যে যে জাতিকে দেশছাড়া করতে যাচ্ছ, তারা উচ্চ পর্বতের উপরে, উপপর্বতের উপরে ও সবুজ যত গাছের তলায় যে যে জায়গায় তাদের দেবতাদের সেবা করে, সেই সকল জায়গা একেবারে বিলুপ্ত করবে। তোমরা তাদের যত যজ্ঞবেদি উৎপাটন করবে, তাদের যত স্মৃতিস্তম্ভ টুকরো টুকরো করবে, তাদের যত পবিত্র দণ্ড আগুনে পুড়িয়ে দেবে, তাদের যত দেবমূর্তি ছিন্ন করবে, ও সেই সকল জায়গা থেকে তাদের নাম মুছে দেবে। তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুর প্রতি তোমরা তেমনটি করবে না, বরং তোমাদের পরমেশ্বর প্রভু তাঁর আপন নাম স্থাপন করার জন্য তোমাদের সমস্ত গোষ্ঠীর মধ্য থেকে যে স্থান বেছে নেবেন, তাঁর সেই আবাস-স্থানেই তাঁর অন্বেষণ করবে; সেইখানে তোমরা যাবে। সেইখানে তোমরা তোমাদের আহুতি, যজ্ঞবলি, দশমাংশ, স্বতঃস্ফূর্ত অবদান, মানতের অর্ঘ্য, স্বেচ্ছাকৃত নৈবেদ্য এবং গবাদি পশুর ও মেষপালের প্রথমজাতদের নিয়ে যাবে; সেইখানে তোমরা

তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুর সাক্ষাতে খাবে, এবং তোমরা যা কিছুতে হাত দেবে ও তোমাদের পরমেশ্বর প্রভু যা কিছুতে তোমাদের আশীর্বাদ করবেন, তাতেই তোমরা ও তোমাদের পরিবার আনন্দ করবে।

এখানে আমরা এখন প্রত্যেকে যা ভাল মনে করি তা-ই যেভাবে করছি, তোমরা তেমনি করবে না, যেহেতু তোমাদের পরমেশ্বর প্রভু যে বিশ্রামস্থান ও উত্তরাধিকার তোমাদের দিচ্ছেন, সেখানে তোমরা এখনও এসে পৌঁছনি। কিন্তু তোমাদের পরমেশ্বর প্রভু যে দেশ উত্তরাধিকার-রূপে তোমাদের দিচ্ছেন, যখন তোমরা যর্দন পার হয়ে সেই দেশে বাস করবে, এবং চারদিকের সমস্ত শত্রু থেকে তিনি তোমাদের নিরাপদে রাখলে তোমরা যখন নির্ভয়ে বাস করবে, তখন তোমাদের পরমেশ্বর প্রভু তাঁর আপন নামের আবাসরূপে যে স্থান বেছে নেবেন, সেইখানে তোমরা তা-ই নিয়ে যাবে যা আমি তোমাদের আজ্ঞা করছি, তথা: তোমাদের আহুতি, যজ্ঞবলি, দশমাংশ, স্বতঃস্ফূর্ত অবদান, এবং প্রভুর উদ্দেশে প্রতিশ্রুত মানতের উৎকৃষ্ট অর্ঘ্য; আর সেইখানে তোমরা, তোমাদের ছেলেমেয়ে ও তোমাদের দাস-দাসী, আর তোমাদের নগরদ্বারের মধ্যে বাস করে সেই লেবীয় তোমাদের মধ্যে যার কোন অংশ ও উত্তরাধিকার নেই, এই তোমরা সকলে তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুর সাক্ষাতে আনন্দ করবে। সাবধান, যে কোন জায়গা দেখ, সেখানে তোমার আহুতিবলি উৎসর্গ করবে না! কিন্তু তোমার কোন এক গোষ্ঠীর মধ্য থেকে যে স্থান প্রভু বেছে নেবেন, সেইখানে তুমি তোমার আহুতিবলি উৎসর্গ করবে ও সেইখানে সেই সমস্ত কিছু করবে, যা আমি তোমাকে আজ্ঞা করলাম।

শ্লোক ২ রাজা ২১:৭-৮; ২ করি ৬:১৬ দ্রঃ

প্র আমি এই মন্দিরে আমার নাম চিরকালের মত অধিষ্ঠিত করব। ইস্রায়েলের পদক্ষেপ ভ্রান্তপথ হবে তেমন কিছু আমি আর সহ্য করব না,

উ তবে তারা যেন আমার আজ্ঞাগুলি মেনে চলে।

প্র আমরাই ঈশ্বরের জীবন্ত মন্দির, যেইভাবে ঈশ্বর নিজে বলেছেন, আমি তাদের মাঝখানে আমার আপন আবাস স্থাপন করব, তাদের মধ্যে গমনাগমন করব।

উ তবে তারা যেন আমার আজ্ঞাগুলি মেনে চলে।

দ্বিতীয় পাঠ - রুপ্পের বিশপ সাধু ফুল্জেন্তিউসের পত্রাবলি **পত্র ১৪:৩৬-৩৭**

আমাদের হয়ে প্রার্থনা করার জন্য খ্রীষ্ট নিত্য জীবিত

প্রথমে আমাদের মন আকর্ষণ করতে হবে সেই বাক্যের দিকে যা প্রার্থনা শেষে আমরা উচ্চারণ করি, 'তোমার পুত্র আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের দ্বারা;' আমরা তো বলি না 'পবিত্র আত্মা দ্বারা': বস্তুতপক্ষে কাথলিক মণ্ডলী সঠিকভাবেই খ্রীষ্টের মহিমাকীর্তন করে সেই রহস্যের জন্য যা অনুসারে *ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে মধ্যস্থ এক— তিনি সেই মানুষ যীশুখ্রীষ্ট ও মেল্কিসেদেকের রীতি অনুসারে চিরকালের মত সেই যাজক, যিনি আপন রক্তগুণে একবার চিরকালের মতই পরম পবিত্রস্থানে প্রবেশ করলেন, সেই যে পবিত্রস্থান মানুষের হাতে গড়া নয়, প্রকৃত পরম পবিত্রস্থানের প্রতীকমাত্রও নয়, বরং স্বর্গেই প্রবেশ করলেন যেখানে ঈশ্বরের ডান পাশে আসীন আছেন ও আমাদের হয়ে প্রার্থনা করেন।* প্রেরিতদূত খ্রীষ্টে তাঁর মহাযাজক ভূমিকা লক্ষ করে বললেন, *আমরা তাঁর মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের কাছে নিত্যই উৎসর্গ করি স্তুতি-বলি, অর্থাৎ এমন ওষ্ঠেরই ফল, যে ওষ্ঠ স্বীকার করে তাঁর নাম।*

সুতরাং আমরা তাঁর মধ্য দিয়ে স্তুতি ও প্রার্থনা-বলি উৎসর্গ করি, কেননা আমরা যারা শত্রু ছিলাম তাঁর মৃত্যু দ্বারা পুনর্মিলিত হয়েছি; যিনি আমাদের জন্য বলি হতে প্রসন্ন হলেন, তাঁর দ্বারা আমাদের বলিদান ঈশ্বরের দৃষ্টিতে গ্রহণীয় হতে পারে।

এজন্য ধন্য পিতর সতর্ক বাণী দিয়ে বলেন, *তোমরাও, জীবন্ত প্রস্তরেরই মত, এক পবিত্র যাজকত্বের উদ্দেশে এক আত্মিক গৃহরূপে নির্মিত হচ্ছ, যেন যীশুখ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্য আত্মিক যজ্ঞ উৎসর্গ করতে পার।* এজন্যই তো আমরা পিতা ঈশ্বরকে বলি, 'আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের দ্বারা।'

তাঁর যাজকত্বের কথা উল্লেখ করার সময়ে সেই দেহধারণ রহস্যকেই স্মরণ করা হয় যখন ঈশ্বরের পুত্র অবস্থায় *ঈশ্বর হয়েও দাসের অবস্থা ধারণ করে ও মানুষের সাদৃশ্য আপন করে নিজেকে রিক্ত করলেন; আকারে প্রকারে*

মানুষের মত আবির্ভূত হয়ে তিনি ক্রুশমৃত্যু পর্যন্তই নিজেকে বাধ্য করলেন, অর্থাৎ পিতার সঙ্গে সম-ঈশ্বরত্বের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও যাঁকে *স্বর্গদূতদের চেয়েও ছোট করা হল।* কেননা পুত্র পিতার সমান হয়ে থেকেও মানুষের সদৃশ হওয়ায় নিজেকে নমিত করলেন। তিনি তখনই নিজেকে আরও নমিত করলেন যখন দাসের অবস্থা ধারণ করার জন্য নিজেকে রিক্ত করলেন।

এই তো খ্রীষ্টের আত্মরিক্ততা, তাঁর অবমাননা: দাসের অবস্থা ধারণ করার চেয়ে তাঁর পক্ষে নিম্নতর রিক্ততা ছিল না।

সুতরাং ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র হয়ে থেকেও যাঁর কাছে—যেন পিতারই কাছে—আমরা বলি উৎসর্গ করি, সেই খ্রীষ্ট দাসের অবস্থা ধারণ করায় যাজক হলেন; আর আমরা তাঁর মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের কাছে জীবন্ত, পবিত্র ও গ্রহণীয় বলি উৎসর্গ করতে পারি। আমরা কিন্তু এ বলি উৎসর্গ করতে পারতাম না যদি খ্রীষ্ট আমাদের জন্য নিজেকে বলি না করতেন: কেননা তাঁর মধ্যে আমাদের নিজেদের মানবস্বরূপ হল পরিত্রাণদায়ী বলি।

অতএব আমরা যখন বলি, আমাদের প্রার্থনা চিরকালীন মহাযাজক আমাদের সেই প্রভু দ্বারাই অর্পণ করা হয়, তখন স্বীকার করি তাঁর মধ্যে আমাদের নিজেদের মাংসই রয়েছে, যেমনটি প্রেরিতদূত বলেন, *মানুষের মধ্য থেকে নেওয়া প্রতিটি মহাযাজককে মানুষদের পক্ষে ঈশ্বরের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক স্থাপনের জন্যই নিযুক্ত করা হয়, যেন তিনি পাপের জন্য অর্ঘ্য ও বলি উৎসর্গ করেন।*

আমরা কিন্তু যখন বলি 'তোমার পুত্র' ও এবাক্যও যোগ দিই 'যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে বিশ্বরাজ ও জীবনেশ্বর রূপে বিরাজমান,' তখন আমরা সেই ঐক্যের কথা স্মরণ করি, যা অনুসারে পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মাই স্বরূপগতভাবে ঐক্য: এতে স্পষ্ট দাঁড়ায়, যিনি পিতা ও পবিত্র আত্মার সঙ্গে স্বরূপের ঐক্যের অধিকারী, সেই স্বয়ং খ্রীষ্টই আমাদের জন্য যাজকত্ব অর্জন করলেন।

শ্লোক হিব্রু ৪:১৬,১৫ দ্রঃ

প্র এসো, সাহসভরে আমরা অনুগ্রহের সিংহাসনের কাছে এগিয়ে যাই,
উ যেন দয়া লাভ করি এবং প্রয়োজনের দিনে সহায়তার সঙ্গে অনুগ্রহ পাই।
প্র আমরা এমন মহাযাজককে পেয়েছি যিনি আমাদের দুর্বলতার সমব্যথী হতে সক্ষম,
উ যেন দয়া লাভ করি এবং প্রয়োজনের দিনে সহায়তার সঙ্গে অনুগ্রহ পাই।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - যাত্রা ১২:১-২০

পাস্কাপর্ব

মিশর দেশে প্রভু মোশী ও আরোনকে বললেন, 'এই মাস তোমাদের কাছে হবে সমস্ত মাসের আদি মাস, তোমাদের কাছে হবে বছরের প্রথম মাস। তোমরা গোটা ইস্রায়েল জনমণ্ডলীর কাছে কথা বল; তাদের বল, এই মাসের দশম দিনে প্রত্যেকে এক একটা পরিবারের জন্য, এক একটা ঘরের জন্য একটা করে শাবক যোগাড় করে নেবে। গোটা শাবকটাকে খাওয়ার পক্ষে যদি পরিবার বেশি ছোট হয়, তবে সেই পরিবার লোকসংখ্যা অনুসারে তার সবচেয়ে কাছের প্রতিবেশীর সঙ্গে যোগ দেবে। কে কতটা খেতে পারে, সেই হিসাবেই তোমরা উপযুক্ত শাবক বেছে নেবে। শাবকটাকে খুঁতবিহীন হতে হবে, হতে হবে এক বছরের একটা পুংশাবক। তোমরা মেষপালের বা ছাগপালের মধ্য থেকে তা বেছে নিতে পারবে, আর এই মাসের চতুর্দশ দিন পর্যন্ত তা বাঁচিয়ে রাখবে; তখনই ইস্রায়েল জনমণ্ডলীর গোটা জনসমাবেশ সন্ধ্যাবেলায় সেই শাবক জবাই করবে। তার একটু রক্ত নিয়ে, যে সব ঘরে শাবকটাকে খাওয়া হয়, তার দরজার দুই বাজুতে ও কপালিতে তা লেপে দেওয়া হবে।

সেই রাতেই তার মাংস খেতে হবে: আগুনে ঝলসে নিয়ে খামিরবিহীন রুটি ও তেতো শাকের সঙ্গে তা খেতে হবে। তার মাংসের একটুকুও কাঁচা অবস্থায় বা জলে সিদ্ধ করে খাবে না; বরং মাথা, পা, অন্ত্ররাজি সমেত তা আগুনে ঝলসেই খাবে। সকাল পর্যন্ত তোমরা তার মাংসের কিছুই রাখবে না, সকাল পর্যন্ত যা কিছু বাকি থাকে,

তা আগুনে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। তোমরা তা এইভাবে খাবে: কোমরে বন্ধনী বাঁধা থাকবে, পায়ে থাকবে জুতো, হাতে লাঠি; আর তাড়াতাড়িই তা খেতে হবে। এ প্রভুর উদ্দেশে পাস্কা! সেই রাতে আমি মিশর দেশের মধ্য দিয়ে যাব, এবং মিশর দেশে মানুষ ও পশুর সমস্ত প্রথমজাতকের উপরে মারণ-আঘাত হানব; আমি মিশরের সমস্ত দেবতার যোগ্য দণ্ড দেব: আমিই প্রভু।

যে সব বাড়িতে তোমরা থাক, তাতে লাগানো রক্তই হবে তোমাদের পক্ষে চিহ্নস্বরূপ: সেই রক্ত দেখে আমি তোমাদের ছেড়ে এগিয়ে যাব, আর আমি যখন মিশর দেশ আঘাত করব, তখন সংহারক আঘাত তোমাদের উপরে পড়বে না।

এই দিনটি তোমাদের কাছে এক স্মরণদিবস হয়ে দাঁড়াবে: তোমরা এই দিনটিকে প্রভুর উদ্দেশে উৎসব বলে পালন করবে, পুরুষানুক্রমে চিরস্থায়ী বিধিরূপেই তা পালন করবে।

তোমরা সাত দিন ধরেই খামিরবিহীন রুটি খাবে: প্রথম দিনে তোমাদের ঘর থেকে খামির দূর করবে, কেননা যে কেউ প্রথম দিন থেকে সপ্তম দিন পর্যন্ত খামিরযুক্ত কিছু খাবে, তাকে ইস্রায়েলের মধ্য থেকে উচ্ছেদ করা হবে।

প্রথম দিনে তোমাদের এক পবিত্র সভা অনুষ্ঠিত হবে, এবং সপ্তম দিনে তোমাদের এক পবিত্র সভা অনুষ্ঠিত হবে; উভয় দিনে কোন কাজ করা যাবে না; তা-ই মাত্র প্রস্তুত করা হবে, যা প্রত্যেকের খাদ্যের জন্য দরকার। তোমরা খামিরবিহীন রুটি পর্ব পালন করবে, কেননা এই দিনেই আমি তোমাদের সেনাবাহিনীকে মিশর দেশ থেকে বের করে আনলাম: তোমরা পুরুষানুক্রমে চিরস্থায়ী বিধি বলেই এই দিন পালন করবে।

প্রথম মাসে, সেই মাসের চতুর্দশ দিনের সন্ধ্যাবেলা থেকে একবিংশ দিনের সন্ধ্যাবেলা পর্যন্ত তোমরা খামিরবিহীন রুটি খাবে। সাত দিন ধরে তোমাদের ঘরে যেন খামিরের লেশমাত্র না থাকে, কেননা প্রবাসী হোক বা দেশজাত হোক যে কেউ খামিরযুক্ত কিছু খাবে, তাকে ইস্রায়েল জনমণ্ডলী থেকে উচ্ছেদ করা হবে। তোমরা খামিরযুক্ত কিছুই খাবে না; তোমাদের সমস্ত বাসস্থানে তোমরা খামিরবিহীন রুটি খাবে।'

শ্লোক প্রত্যা ৫:৮,৯; ১ পি ১:১৮,১৯ দ্রঃ

প্র প্রবীণেরা মেষশাবকের সামনে প্রণিপাত করে এক নতুন গান গাইতেন:
উ প্রভু, তোমার আপন রক্ত দ্বারা তুমি ঈশ্বরের জন্য আমাদের মুক্ত করেছ।
প্র আমরা রুপো বা সোনার মত ক্ষয়শীল কিছুর মূল্যে নয়; বরং নিষ্কলঙ্ক ও নির্দোষ মেষশাবক-স্বরূপ সেই খ্রীষ্টেরই মূল্যবান রক্তমূল্যে মুক্ত হয়েছি।
উ প্রভু, তোমার আপন রক্ত দ্বারা তুমি ঈশ্বরের জন্য আমাদের মুক্ত করেছ।

দ্বিতীয় পাঠ - আলেকজান্দ্রিয়ার বিশপ সাধু সিরিলের পাস্কা-উপদেশাবলি **উপদেশ ১৯:৩**

সত্যকার মেষশাবক আমাদের জন্য আত্মবলিদান করলেন

মিশরে ইস্রায়েলীয়েরা মোশীর আদেশ ও শিক্ষা অনুসারে একটি মেষশাবক বলিদান করেছিল। তাছাড়া তাদের আজ্ঞা দেওয়া হয়েছিল যেন খামিরবিহীন রুটি ও বন্য শাকও খায়, কেননা একথা লেখা আছে, *সাত দিন ধরে তুমি তেতো শাকের সঙ্গে খামিরবিহীন রুটি খাবে।* এজন্য কি আমরাও চিরকালের মত প্রতীক ও দৃষ্টান্তে আবদ্ধ থাকব? তাহলে, *আমরা তো জানি, বিধান আত্মিক,* বিধানপণ্ডিত ও জ্ঞানে অত্যন্ত বিখ্যাত পলের এই বাণীর অর্থ কী হতে পারে? যিনি নিজের মধ্যে খ্রীষ্টকে বহন করতেন ও—আবার বলছি—যিনি সত্যকথা বলতেন ও মিথ্যার মত কখনও কিছুই বলতে সাহস করতেন না, তাঁর কথা কি সন্দেহ করা যায়? আর কোন্ কারণেই বা আমাদেরও সেই প্রাচীন বিধানের অধীন হতে হবে, যখন খ্রীষ্ট এতই স্পষ্টভাবে বলেছেন *তোমরা মনে করো না যে, আমি বিধান বা নবী-পুস্তক বাতিল করতে এসেছি; আমি বাতিল করতে আসিনি, পূর্ণই করতে এসেছি। কেননা আমি তোমাদের সত্যি বলছি, যতদিন আকাশ ও পৃথিবী বিলুপ্ত না হয়, ততদিন বিধানের এক মাত্রা বা এক বিন্দুও লোপ পাবে না—যতদিন না সবই সম্পন্ন হয়। আকাশ ও পৃথিবী লোপ পাবে, কিন্তু আমার বাণী কখনও লোপ পাবে না।* সুতরাং সেই সত্যকার বিশ্বপাপহর মেষশাবক নিজেকে বলিরূপে উৎসর্গ করলেন আমাদেরও জন্য যারা বিশ্বাসের মাধ্যমে পবিত্রতায় আহূত।

অতএব এসো, আমরা তাঁর সঙ্গে সেই আত্মিক, শ্রেষ্ঠ ও সত্যিকারে পবিত্র ভোজসভার দিকে এগিয়ে যাই, যা একপ্রকারে বিধানের আদিষ্ট খামিরবিহীন রুটিতে পূর্বপ্রদর্শিত হয়ে এবার আমাদের দ্বারা আধ্যাত্মিক ভাবেই গ্রহণ করা প্রয়োজন।

কেননা পবিত্র শাস্ত্রে খামির সবসময় শঠতা ও পাপের প্রতীকরূপে প্রদর্শিত। সেজন্য আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্ট আপন পুণ্যবান শিষ্যদের শাস্ত্রী ও ফরিসিদের খামির এড়াতে সতর্ক করেন; তিনি বলেছিলেন, *তোমরা শাস্ত্রী ও ফরিসিদের খামির বিষয়ে সাবধান থাক।* সুদক্ষ পলও পবিত্রীকৃতরা যেন আত্মা-কলঙ্কদায়ী অশুচিতার খামির থেকে যথাসাধ্য দূরে থাকে তাদের লেখেন, *তোমরা পুরনো খামিরটা ফেলে দাও, যেন এক নতুন ময়দার পিণ্ড হতে পার—সত্যিই তো তোমরা খামিরবিহীন রুটি।*

অতএব আমাদের ত্রাণকর্তা সেই খ্রীষ্টের সঙ্গে আধ্যাত্মিক ভাবে মিলিত হবার জন্য ও আত্মাকে শুচি রাখার জন্য আমাদের নিজেদের নষ্টামি ও পাপ থেকে নিজেদের মুক্ত করা ও পাপ এড়ানো, এক কথায় কলুষিত করতে পারে তেমন কিছু থেকে আমাদের আত্মাকে দূরে রাখা যে নিষ্প্রয়োজন, তা দূরের কথা, তা বরং একান্ত দরকার। তবেই আমরা যে কোন দোষের ভয় থেকে মুক্ত হয়ে খ্রীষ্টদেহ-গ্রহণের দিকে উপযুক্ত ভাবে এগিয়ে যেতে পারব। তবু তেতো শাকও খাওয়া বলতে একথা বোঝায় যে, সহনশীলতার নাগাল পেতে হলে আমাদের তীব্র প্রতিকূলতার মধ্য দিয়েই এগতে হবে। অবশ্যই, প্রথমে আমাদের নিজেদের জন্য, কেননা সংগ্রাম ও প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে না গিয়ে ও দৃঢ়তার উজ্জ্বল ও মহান আদর্শ না দিয়েই যে ধর্মপ্রাণ মানুষ অন্যভাবেই সদ্‌গুণের অধিকারী হবে ও কষ্ট স্বীকার ক'রে পরের প্রশংসার পাত্র হবে, তেমন কিছু মনে করা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক হবে।

সদ্‌গুণের পথ সমতল নয়, বরং কঠিন ও অনেকের পক্ষে অগম্য; কেবল তাদেরই পক্ষে সমতল ও সহজ, যারা প্রতিকূলতার সঙ্গে সংগ্রাম করতে ভয় করে না, এমনকি স্বেচ্ছায়ই যত পরিশ্রম মেনে নিয়ে দ্রুত পদে এগিয়ে যায়।

খ্রীষ্ট নিজে আমাদের সতর্ক করে বলেন, *তোমরা সরু দরজা দিয়েই প্রবেশ কর, কেননা চওড়াই সেই দরজা ও প্রশস্তই সেই পথ, যা সর্বনাশের দিকে নিয়ে যায়; আর অনেকেই তা দিয়ে প্রবেশ করে। কিন্তু সরুই সেই দরজা ও সঙ্কীর্ণই সেই পথ, যা জীবনের দিকে নিয়ে যায়; আর অল্পজনই তার সন্ধান পায়।*

শ্লোক যাত্রা ১২:৫,৬,১৩; ১ পি ১:১৮-১৯

প্র শাবকটাকে খুঁতবিহীন হতে হবে; ইস্রায়েল জনমণ্ডলীর গোটা জনসমাবেশ সন্ধ্যাবেলায় সেই শাবক জবাই করবে।

উ রক্তই হবে তোমাদের পক্ষে চিহ্ন: সংহারক আঘাত তোমাদের উপরে পড়বে না।

প্র তোমরা তো নিষ্কলঙ্ক ও নির্দোষ মেষশাবক-স্বরূপ সেই খ্রীষ্টেরই মূল্যবান রক্তমূল্যে মুক্ত হয়েছ।

উ রক্তই হবে তোমাদের পক্ষে চিহ্ন: সংহারক আঘাত তোমাদের উপরে পড়বে না।

শুক্রবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - দ্বিঃবিঃ ১৫:১-১৮

ঋণ-ক্ষমাদান

তুমি প্রতি সাত বছর শেষে সমস্ত ঋণ ক্ষমা করে দেবে। তেমন ঋণক্ষমার ব্যবস্থা এ: যে কোন পাওনাদার ধারের বিনিময়ে তার প্রতিবেশীর কাছ থেকে যে পাওনার দাবি রাখে, তা থেকে তাকে মুক্ত করে দেবে; প্রভুর উদ্দেশে ঋণক্ষমা-বর্ষ একবার ঘোষণা করা হলে, সে তার প্রতিবেশী বা ভাইয়ের কাছ থেকে তা আদায় করবে না। তুমি বিজাতীয়ের কাছেই তা আদায় করতে পারবে, কিন্তু তোমার ভাইয়ের কাছে তোমার যে দাবি আছে, তা তুমি ছেড়ে দেবে। আসলে, তোমাদের মধ্যে অভাবগ্রস্ত কেউ থাকবে, তা উপযুক্ত নয়, কারণ তোমার পরমেশ্বর প্রভু

তোমার উত্তরাধিকার-রূপে যে দেশ দিচ্ছেন, সেই দেশে প্রভু তোমাকে নিশ্চয়ই আশীর্বাদ মঞ্জুর করবেন—অবশ্যই তুমি যদি তোমার পরমেশ্বর প্রভুর প্রতি বাধ্য হয়ে এই সকল আজ্ঞা সযত্নে পালন কর, যা আমি আজ তোমাকে দিলাম। হ্যাঁ, তোমার পরমেশ্বর প্রভু যেমন তোমার কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তেমনি তোমাকে আশীর্বাদ করবেন; আর তুমি বহু বহু দেশকে ঋণ দেবে, কিন্তু নিজেই ঋণ নেবে না; বহু বহু জাতির উপরে কর্তৃত্বও করবে, কিন্তু তারা তোমার উপরে কর্তৃত্ব করবে না।

তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমাকে যে দেশ দিচ্ছেন, সেখানকার কোন একটা শহরে তোমার কোন ভাই নিঃস্ব হলে তুমি হৃদয় কঠিন করবে না, নিঃস্ব ভাইয়ের প্রতি হাত রুদ্ধ করবে না। তুমি বরং মুক্তহস্ত হয়ে তার অভাবের জন্য প্রয়োজনমত তাকে ঋণ দেবে। সাবধান, সপ্তম বছর, সেই ঋণক্ষমা-বর্ষ কাছে এসে গেছে, একথা ব'লে তোমার হৃদয়ে এই কুচিন্তার উদয় হলে যেন এমনটি না হয় যে, তোমার গরিব ভাইয়ের প্রতি অশুভ চোখে তাকিয়ে তাকে কিছু দেবে না; সে তোমার বিরুদ্ধে প্রভুর কাছে চিৎকার করবে, আর তখন তোমার বড়ই পাপ হবে। তুমি তাকে মুক্তহস্তে দান করবে, এবং দেওয়ার সময়ে তোমার হৃদয় যেন দুঃখিত না হয়, কারণ এই কাজের জন্য তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমার সমস্ত কাজে, এবং তুমি যা কিছুতে হাত দিয়েছ, সেই সমস্ত কিছুতে তোমাকে আশীর্বাদ করবেন।

কেননা তোমার দেশের মধ্যে নিঃস্বদের কখনও অভাব হবে না; এজন্যই আমি তোমাকে এই আজ্ঞা দিয়ে বলছি: তুমি তোমার দেশে তোমার ভাইয়ের প্রতি, এবং যে কোন দুঃখী ও নিঃস্বের প্রতি মুক্তহস্ত হবে!

তোমার হিব্রু কোন ভাই বা হিব্রু কোন স্ত্রীলোক যদি তোমার কাছে নিজেকে বিক্রি করে দেয়, সে ছ'বছর ধরে তোমার সেবা করে যাবে, কিন্তু সপ্তম বছরে তুমি তাকে মুক্ত অবস্থায়ই তোমার কাছ থেকে বিদায় দেবে। আর মুক্ত অবস্থায় তোমার কাছ থেকে বিদায় দেওয়ার সময়ে তুমি তাকে খালি হাতে বিদায় দেবে না; তুমি তোমার পাল, খামার ও পেষাইযন্ত্র থেকে যথেষ্ট কিছু তুলে তার মাথায় চাপিয়ে দেবে; যেমন তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমাকে আশীর্বাদ করেছেন, সেই অনুসারে তোমাকেও তাকে দিতে হবে; মনে রাখবে, তুমি মিশর দেশে দাস ছিলে, এবং তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমার মুক্তিকর্ম সাধন করেছেন; এজন্যই আমি আজ তোমাকে এই আজ্ঞা দিচ্ছি।

কিন্তু তোমার কাছে সুখে থাকায় সে তোমাকে ও তোমার পরিজনদের ভালবাসে বিধায় যদি বলে, আমি তোমাকে ছেড়ে যেতে চাই না, তবে তুমি একটা সুচ দিয়ে দরজায় তার কান বিঁধিয়ে দেবে, আর সে সবসময়ের মত তোমার দাস হয়ে থাকবে; দাসীর ক্ষেত্রেও তাই করবে। মুক্ত অবস্থায় তাকে বিদায় দেওয়াটি যেন তোমার মনে কঠিন না লাগে, কারণ ছ'বছর ধরেই সে তোমার সেবা করে এসেছে, ও তোমার কাছে দিনমজুরের মজুরির চেয়ে সে দ্বিগুণ যোগ্য; আর এভাবে তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমার সমস্ত কাজে তোমাকে আশীর্বাদ করবেন।

শ্লোক লুক ৬:৩৫-৩৮

প্র তোমরা তোমাদের শত্রুদের ভালবাস, তাদের উপকার কর, ও ফেরত পাবার কোন আশা না রেখেই ধার দাও।

উ তোমাদের পিতা যেমন দয়াবান, তোমরা তেমনি দয়াবান হও।

প্র ক্ষমা কর, তোমাদেরও ক্ষমা করা হবে; দাও, তোমাদেরও দেওয়া হবে।

উ তোমাদের পিতা যেমন দয়াবান, তোমরা তেমনি দয়াবান হও।

দ্বিতীয় পাঠ - আমাসেয়ার বিশপ আন্তেরিওসের উপদেশাবলি **উপদেশ ১৩**

এসো, উত্তম মেষপালকের আদর্শের অনুকরণ কর

যেহেতু তোমরা ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে গড়া, সেজন্য যদি তাঁর মত হতে ইচ্ছা কর, তাহলে তাঁর আদর্শই অনুকরণ কর। তোমরা যারা খ্রীষ্টান ও সেই নামেই তোমাদের নিজেদের মানব মর্যাদা প্রচার কর, খ্রীষ্টের ভালবাসার অনুকরণ কর। চিন্তা কর তাঁরই মঙ্গলময়তার ঐশ্বর্য যিনি মানুষের মধ্য দিয়ে মানুষের কাছে আসবার সময়ে তপস্যার অগ্রদূত ও পরিচালক সেই যোহনকে প্রেরণ করলেন, ও যোহনের আগে সেই সকল নবীদের প্রেরণ করেছিলেন তাঁরা যেন মানুষকে অনুতাপ করতে, ন্যায়পথে ফিরে যেতে ও শ্রেয়তর জীবনাচরণে

মনপরিবর্তন করতে শেখান।

অল্পকাল পরে তিনি নিজে এসে নিজ কণ্ঠে ও নিজে থেকে ঘোষণা করলেন, *তোমরা, পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত যারা, সকলে আমার কাছে এসো, আমি তোমাদের বিশ্রাম দেব।* যারা তাঁর কণ্ঠস্বর শুনল, তিনি কী করলেন তাদের জন্য? তিনি তাদের পাপের সহজলভ্য ক্ষমা মঞ্জুর করলেন, যারা তাদের অত্যাচার করছিল তিনি তৎক্ষণাৎ তাদের হাত থেকে তাদের মুক্ত করলেন: বাণী তাদের পবিত্রিত করলেন, আত্মা তাদের সুস্থির করলেন, পুরনো মানুষ জলে সমাহিত হল, নবজাত মানুষ অনুগ্রহে প্রস্ফুটিত হল।

এরপর আর কী ঘটল? যে ছিল শত্রু, সে বন্ধুই হল; যে ছিল সম্পর্কহীন, সে সন্তানই হল; যে ছিল ভক্তিহীন, সে পুণ্য ও ধার্মিক হয়ে উঠল।

এসো, উত্তম মেষপালক সেই প্রভুর আদর্শের অনুকরণ করি; এসো, সুসমাচারে চোখ নিবদ্ধ রাখি; সেখানে দর্পণেই যেন ভালবাসা ও মঙ্গলময়তার আদর্শ দেখে, এসো, তা উত্তমরূপে শিখে নিই।

সেই উপমা ও উদাহরণমূলক কাহিনীতে আমি একশ' মেষের এমন পালককে দেখি: সেগুলোর একটা পাল থেকে বিচ্ছিন্ন ও পথভ্রষ্ট হওয়ায় তিনি যে মেষগুলো নিয়মিত ঘাস খাচ্ছিল সেগুলোর সঙ্গে থেকে যাননি, বরং সেটার সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে তিনি বহু উপত্যকা ও অসমতল স্থান পেরিয়ে গেলেন, বড় বড় ও অগম্য পাহাড়পর্বতও পার হলেন, নির্জন জায়গায় পথ চলতে চলতে শ্রমের সঙ্গে অনুসন্ধান করে চললেন যে পর্যন্ত ভ্রান্তপথগামীকে খুঁজে না পেলেন। পেয়ে তিনি তাকে আঘাত করেননি, জোরপ্রয়োগেও তাকে পালের মধ্যে রুক্ষভাবে ঠেলে দেননি, বরং আপন কাঁধে তুলে নিয়ে ও যত্নের সঙ্গে ব্যবহার করে তিনি পালের মধ্যে তাকে ফিরিয়ে আনলেন, এমনকি বাকিগুলোর বহুসংখ্যার চেয়ে তিনি খুঁজে পাওয়া সেই একমাত্র মেষেই মহত্তর আনন্দ ভোগ করলেন।

এবার এসো, উপমার অন্ধকারে আবৃত ও নিহিত বিষয়বস্তু ধ্যান করি। সেই মেষ বস্তুতপক্ষে মেষ নয়, সেই মেষপালকও আসলে মেষপালক নয়: অর্থ অন্যরূপ। এ উদাহরণগুলিতে পবিত্র বাস্তবতা রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে আমাদের এ শিক্ষা দেওয়া হয়, আমরা যেন মানুষকে পতিত ও আশাহীন না মনে করি, যারা বিপদে পড়েছে আমরা যেন তাদের একা ফেলে রাখায় অবহেলা না করি ও তাদের সাহায্য দেওয়ায় শিথিল না হই, বরং যারা সদাচরণ থেকে বিচ্ছিন্ন ও পথভ্রষ্ট, আমরা যেন তাদের ন্যায়পথে ফিরিয়ে নিয়ে যাই, তাদের ফিরে আসায় যেন আনন্দ ভোগ করি, ও যারা ধর্মাচরণ করে ও সৎপথে চলে আমরা যেন তাদের সাহচর্যে তাদেরও মিলিত করি।

শ্লোক জাখা ৭:৯; মথি ৬:১৪

প্র ন্যায়বিচার সম্পাদন কর,

উ প্রত্যেকে একে অপরের প্রতি সহৃদয়তা ও করুণা দেখাও।

প্র তোমরা যদি মানুষের পাপ ক্ষমা কর, তাহলে তোমাদের স্বর্গস্থ পিতাও তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করবেন।

উ প্রত্যেকে একে অপরের প্রতি সহৃদয়তা ও করুণা দেখাও।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - যাত্রা ১২:২১-৩৬

দশম আঘাত—প্রথমজাতদের মৃত্যু

মোশী ইস্রায়েলের গোটা প্রবীণবর্গকে ডাকিয়ে বললেন, 'তোমরা গিয়ে যে যার গোত্রের জন্য একটা করে ছাগ বা মেষের শাবক বেছে নাও, এবং পাস্কাবলি জবাই কর। আর গামলায় যে রক্ত রাখা হবে, এক গোছা হিসোপগাছ নিয়ে সেই রক্তের মধ্যে ডুবিয়ে নিয়ে দরজার কপালিতে ও দুই বাজুতে গামলার রক্তের কিছুটা ছিটিয়ে দেবে। সকাল পর্যন্ত তোমরা কেউই ঘরের দরজার বাইরে পা দেবে না। কেননা যখন প্রভু মিশরীয়দের আঘাত করার জন্য দেশের মধ্য দিয়ে যাবেন, তখন তোমাদের দরজার কপালিতে ও দুই বাজুতে সেই রক্ত দেখলে প্রভু সেই দরজা ছেড়ে এগিয়ে যাবেন; সংহারককে তিনি তোমাদের ঘরে ঢুকে আঘাত হানতে দেবেন না। তোমরা

তোমাদের ও তোমাদের সন্তানদের জন্য চিরকালের মত নিরূপিত বিধিরূপেই তেমনটি পালন করবে।

তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুসারে প্রভু যে দেশ তোমাদের দেবেন, তোমরা যখন সেই দেশে প্রবেশ করবে, তখন এই যজ্ঞ-রীতি পালন করবে। আর যখন তোমাদের ছেলেরা তোমাদের জিজ্ঞাসা করবে, তোমাদের এই যজ্ঞ-রীতির অর্থ কী? তখন তোমরা বলবে: এ হল পাস্কার যজ্ঞানুষ্ঠান সেই প্রভুর উদ্দেশে, যিনি মিশরে ইস্রায়েল সন্তানদের ঘরগুলো ছেড়ে এগিয়ে গেছিলেন: সেসময়ে তিনি মিশরীয়দের আঘাত করেছিলেন, কিন্তু আমাদের ঘরগুলোকে রেহাই দিয়েছিলেন।' তখন জনগণ মাথা নত করে প্রণিপাত করল। পরে ইস্রায়েল সন্তানেরা গিয়ে, প্রভু মোশী ও আরোনকে যেমন আজ্ঞা করেছিলেন, সেইমত করল।

মাঝরাতে প্রভু সিংহাসনে আসীন ফারাওর প্রথমজাত সন্তান থেকে শুরু করে কারাকুয়োতে থাকা বন্দির প্রথমজাত সন্তান পর্যন্ত মিশর দেশে সমস্ত প্রথমজাত সন্তানের উপর ও পশুদের প্রথমজাত শাবকদের উপরে মারণ-আঘাত হানলেন। ফারাও ও তাঁর সমস্ত পরিষদ এবং সমস্ত মিশরীয় লোক রাতে উঠল: মিশরে মহা হাহাকার হল, কেননা এমন ঘর ছিল না, যেখানে কেউ না কেউ মরেনি! তখন ফারাও রাত্রিকালে মোশী ও আরোনকে কাছে ডাকিয়ে এনে তাঁদের বললেন, 'ওঠ, ইস্রায়েল সন্তানদের নিয়ে তোমরা আমার জনগণের মধ্য থেকে বেরিয়ে যাও; যাও, তোমাদের কথামত প্রভুর সেবা করতে যাও। তোমাদের কথামত মেষপাল ও গবাদি পশু সবই সঙ্গে নিয়ে চলে যাও। আমাকেও একটু আশীর্বাদ কর!' মিশরীয়েরা লোকদের চাপ দিল, দেশ থেকে তাদের বিদায় দিতে ব্যস্তই ছিল; তারা নাকি বলছিল, 'আমরা সকলেই মারা পড়লাম!' তাতে ময়দার তালে খামির মেশাবার আগে লোকেরা তা নিয়ে কাঠুয়াগুলো কাপড়ে বেঁধে কাঁধে করল। ইস্রায়েল সন্তানেরা মোশীর কথামত কাজ করে মিশরীয়দের কাছ থেকে সোনা-রুপোর জিনিসপত্র ও যত পোশাক চেয়ে নিল। প্রভু এমনটি করলেন, যেন তারা মিশরীয়দের দৃষ্টিতে অনুগ্রহের পাত্র হয়, ফলে তারা যা কিছু চাইল, মিশরীয়েরা তাদের তা দিয়ে দিল। এভাবে তারা মিশরীয়দের ধন লুট করে নিল।

শ্লোক যাত্রা ১২:৭,১৩; ১ পি ১:১৮,১৯ দ্রঃ

প্র মেষশাবকের রক্তে ইস্রায়েল সন্তানেরা ঘরের দুই বাজুতে ও কপালিতে লেপন করবে।
উ সেই রক্ত হবে তোমাদের উপস্থিতির চিহ্ন।
প্র তোমরা রুপো বা সোনার মত ক্ষয়শীল কিছুর মূল্যে নয়; বরং নিষ্কলঙ্ক ও নির্দোষ মেষশাবক-স্বরূপ সেই খ্রীষ্টেরই মূল্যবান রক্তমূল্যে মুক্ত হয়েছ।
উ সেই রক্ত হবে তোমাদের উপস্থিতির চিহ্ন।

দ্বিতীয় পাঠ - রিভোর মঠাধ্যক্ষ সাধু এল্‌রেড-লিখিত 'ভালবাসার দর্পণ' ৩য় পুস্তক ৫

ভ্রাতৃপ্রেম খ্রীষ্টের আদর্শের অনুরূপ হওয়া চাই

সিদ্ধ ভ্রাতৃপ্রেমের দিকে, অর্থাৎ শত্রুদের ভালবাসার দিকে আমাদের কীবা উদ্দীপিত করে, যদি-না সেই অপরূপ ধৈর্যের কথা না ভাবি যার খাতিরে *মানবসন্তানদের মধ্যে সুন্দরতম* যিনি তিনি আপন শ্রীমুখ ভক্তিহীনদের থুথুর দিকে সঁপে দিলেন? হ্যাঁ, যাঁর চোখের ইঙ্গিতে সবকিছু বাধ্য, তিনি সেই ধৈর্যের খাতিরেই দুর্জনদের দ্বারা আপন চোখ ঢাকতে দিলেন, আপন পাশ কশাঘাতের দিকে পেতে দিলেন, মহাদূত ও শক্তিবৃন্দের পক্ষে ভয়ঙ্কর তাঁর সেই আপন মাথা তীব্র কাঁটার মুকুটে পরিবৃত হতে দিলেন, অপমান ও দুর্নামের হাতে নিজেকে সমর্পণ করলেন, ক্রুশ, পেরেক, বর্শা, পিত্তি, সির্কা ধৈর্যের সঙ্গে সহ্য করলেন—আর এসব কিছুতে তিনি ছিলেন কোমল, শান্ত, নিশ্চুপ।

পরিশেষে তিনি মেষশাবকেরই মত জবাইখানায় চালিত হলেন, নীরব মেষেরই মত লোমকাটিয়ের হাতে নিজেকে সঁপে দিলেন—তবু খুললেন না মুখ।

পিতা, এদের ক্ষমা কর, তেমন মাধুর্যপূর্ণ, ভালবাসাপূর্ণ ও অবিচল শান্তিতে পূর্ণ চমৎকার কণ্ঠ শুনে কেইবা নিজের শত্রুকে সঙ্গে সঙ্গেই আলিঙ্গন করবে না? *পিতা,* তিনি বললেন, *এদের ক্ষমা কর।* তেমন প্রার্থনায় অধিক মধুর ও প্রেমপূর্ণ কিছু কি যোগ দেওয়া যেতে পারে?

হ্যাঁ, তিনি কিছু যোগ দিলেন; তাঁর পক্ষে তাদের জন্য প্রার্থনা করা যথেষ্ট ছিল না, তিনি তাদের দোষমুক্তও করতে চাইলেন। তিনি বললেন, পিতা, এদের ক্ষমা কর, কেননা এরা কি করছে, তা জানে না। এরা বড় পাপীই বটে, কিন্তু কমই জানে; তাই *পিতা, এদের ক্ষমা কর।* এরা তো তাঁকে ক্রুশে দিচ্ছে; অথচ জানে না কাকে ক্রুশে দিচ্ছে, কেননা *যদি জানত, তবে গৌরবের প্রভুকে কখনও ক্রুশে দিত না;* তাই *পিতা, এদের ক্ষমা কর।* এরা মনে করছে, তিনি বিধান লঙ্ঘন করেন, তিনি নিজেকে অযথাই ঈশ্বর বলেন, তিনি জনতাকে বিপ্লবের দিকে আহ্বান করেন। আমি এদের কাছ থেকে নিজের মুখ লুকিয়ে রাখলাম, এরা আমার মহিমা চিনতে পারেনি, তাই *পিতা, এদের ক্ষমা কর।*

সুতরাং মানুষ যেন নিজেকে ভালবাসতে পারে, সে কোন দৈহিক আসক্তিতে নিজেকে কলুষিত না করুক; সে যেন দৈহিক লালসায় পতিত না হয়, সাক্রামেন্তীয় খ্রীষ্টদেহের মাধুর্যের দিকেই তার সমস্ত ভক্তি প্রসারিত করুক; উপরন্তু সে যেন ভ্রাতৃপ্রেমে আরও সিদ্ধ ও মধুর ভাবে বিশ্রাম পেতে পারে, বাহু প্রসারিত করে সে সত্যকার ভালবাসায় পূর্ণ আলিঙ্গনে শত্রুদেরও আলিঙ্গন করুক। তবু এ দিব্য আগুন যেন অন্যায়ের সামনে শীতল না হয়, সে তার প্রিয় প্রভু ও ত্রাণকর্তার শান্ত ধৈর্যের দিকেই মনশ্চক্ষু নিয়তই নিবদ্ধ রাখুক।

শ্লোক ইসা ৫৩:১২; লুক ২৩:২৪

প্র তিনি মৃত্যু পর্যন্তই নিজের প্রাণ উজাড় করে দিলেন, এবং বিদ্রোহীদের একজন বলে গণ্য হলেন;
উ অথচ তিনি বহু মানুষের পাপ বহন করছিলেন এবং বিদ্রোহীদের হয়ে প্রার্থনা করছিলেন।
প্র যীশু বলে উঠলেন, পিতা, এদের ক্ষমা কর, কেননা এরা কি করছে, তা জানে না।
উ অথচ তিনি বহু মানুষের পাপ বহন করছিলেন এবং বিদ্রোহীদের হয়ে প্রার্থনা করছিলেন।

শনিবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - দ্বিঃবিঃ ১৬:১-১৭

ইস্রায়েলের পালনীয় তিন পর্ব

তুমি আবীব মাস পালন করবে ও তোমার পরমেশ্বর প্রভুর উদ্দেশে পাস্কা উদ্‌যাপন করবে, কারণ আবীব মাসেই তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমাকে রাত্রিকালে মিশর থেকে বের করে এনেছেন। প্রভু তাঁর আপন নামের আবাসরূপে যে স্থান বেছে নেবেন, সেইখানে তুমি মেষ-ছাগের ও গবাদি পশুর পালের একটা পশু তোমার পরমেশ্বর প্রভুর উদ্দেশে পাস্কারূপে বলিদান করবে। তুমি তার সঙ্গে খামিরযুক্ত রুটি খাবে না: সাত দিন ধরে তার সঙ্গে খামিরবিহীন রুটি, দুঃখাবস্থারই রুটি খাবে, কারণ তুমি তাড়াতাড়ি করেই মিশর দেশ থেকে বেরিয়ে এসেছিলে; আর এইভাবে তোমার জীবনের সমস্ত দিন ধরে মিশর দেশ থেকে তোমার যাওয়ার দিন তোমার স্মরণে থাকবে। সাত দিন ধরে তোমার চতুঃসীমানার মধ্যে খামিরের লেশমাত্র যেন না দেখা যায়; প্রথম দিনের সন্ধ্যাকালে তুমি যা বলিদান করবে, তার মাংসের কিছুই যেন সকাল পর্যন্ত বাকি না থাকে। তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমাকে যে সকল শহর দিতে যাচ্ছেন, তার কোন নগরদ্বারের ভিতরে পাস্কাবলি দিতে পারবে না; কিন্তু তোমার পরমেশ্বর প্রভু তাঁর আপন নামের আবাসরূপে যে স্থান বেছে নেবেন, সেইখানে তুমি মিশর দেশ থেকে তোমার সেই বেরিয়ে আসার ক্ষণে, অর্থাৎ সন্ধ্যাকালে, সূর্যাস্তের সময়ে পাস্কাবলি দেবে। তুমি তোমার পরমেশ্বর প্রভুর বেছে নেওয়া স্থানে তা রান্না করে খাবে; আর সকালে নিজ নিজ তাঁবুতে ফিরে যেতে পারবে। ছ' দিন ধরে তুমি খামিরবিহীন রুটি খাবে, এবং সপ্তম দিনে তোমার পরমেশ্বর প্রভুর উদ্দেশে পর্বসভা অনুষ্ঠিত হবে: তুমি কোন কাজ করবে না।

তুমি সাত সপ্তাহ গুনবে; মাঠের ফসলে প্রথম কাস্তে দেওয়ার সময় থেকেই সাত সপ্তাহ গুনতে শুরু করবে; পরে তোমার দানশীলতার অনুপাতে ও তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমাকে আশীর্বাদ করে যা কিছু তোমাকে দিয়েছেন, সেই আশীর্বাদের প্রতিদানে তুমি তোমার পরমেশ্বর প্রভুর উদ্দেশে সপ্ত সপ্তাহ উৎসব উদ্‌যাপন করবে।

তোমার পরমেশ্বর প্রভু তাঁর আপন নামের আবাসরূপে যে স্থান বেছে নেবেন, সেইখানে তুমি, তোমার ছেলেমেয়ে, তোমার দাস-দাসী, তোমার নগরদ্বারের মধ্যে বাস করে সেই লেবীয় ও তোমার মধ্যে বাস করে সেই প্রবাসী, এতিম ও বিধবা, এই তোমরা সকলে তোমার পরমেশ্বর প্রভুর সাক্ষাতে আনন্দ করবে। মনে রাখবে যে, তুমি মিশর দেশে দাস ছিলে, এবং এই সমস্ত বিধি সযত্নে মেনে চলবে।

তোমার খামার ও পেষাইযন্ত্র থেকে যা সংগ্রহ করার, তা সংগ্রহ করার সময়ে তুমি সাত দিন পর্ণকুটির পর্ব উদ্‌যাপন করবে; তোমার এই পর্বে তুমি, তোমার ছেলেমেয়ে, তোমার দাস-দাসী ও তোমার নগরদ্বারের মধ্যে বাস করে সেই লেবীয়, প্রবাসী, এতিম ও বিধবা, এই তোমরা সকলে আনন্দ করবে। প্রভুর বেছে নেওয়া স্থানে তুমি তোমার পরমেশ্বর প্রভুর উদ্দেশে সাত দিন পর্ব উদ্‌যাপন করবে; কারণ তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমার সমস্ত ফসলে ও তোমার হাতের সমস্ত কাজে তোমাকে আশীর্বাদ করবেন, আর তাই তোমার আনন্দ করার যথেষ্ট কারণ থাকবেই।

তোমার প্রত্যেক পুরুষ বছরে তিনবার করে তোমার পরমেশ্বর প্রভুর শ্রীমুখদর্শন করতে তাঁর বেছে নেওয়া স্থানে যাবে, তথা: খামিরবিহীন রুটি পর্বে, সপ্ত সপ্তাহ পর্বে ও পর্ণকুটির পর্বে; কেউই খালি হাতে প্রভুর শ্রীমুখদর্শন করতে যাবে না। প্রত্যেকে তোমার পরমেশ্বর প্রভুর দেওয়া আশীর্বাদ অনুসারে যার যার সামর্থ্য অনুযায়ী অর্ঘ্য দেবে।

শ্লোক যাত্রা ১২:৫,৬,১৩; ১ পি ১:১৮-১৯

প্র শাবকটাকে খুঁতবিহীন হতে হবে; ইস্রায়েল জনমণ্ডলীর গোটা জনসমাবেশ সন্ধ্যাবেলায় সেই শাবক জবাই করবে।

উ রক্তই হবে তোমাদের পক্ষে চিহ্ন: সংহারক আঘাত তোমাদের উপরে পড়বে না।

প্র তোমরা তো নিষ্কলঙ্ক ও নির্দোষ মেষশাবক-স্বরূপ সেই খ্রীষ্টেরই মূল্যবান রক্তমূল্যে মুক্ত হয়েছ।

উ রক্তই হবে তোমাদের পক্ষে চিহ্ন: সংহারক আঘাত তোমাদের উপরে পড়বে না।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু ইরেনেউস-লিখিত 'ভ্রান্তমতের বিরুদ্ধে' ৪র্থ পুস্তক ১৮:১-২,৪,৫

মণ্ডলীর নৈবেদ্য শুদ্ধ

প্রভু যে নৈবেদ্য জগতের সর্বত্রই উৎসর্গ করতে শিখিয়েছেন, মণ্ডলীর সেই নৈবেদ্য ঈশ্বরের পক্ষে গ্রহণযোগ্য একটি শুদ্ধ বলিদান বলে গণ্য হয়: তাঁর কাছে যে আমাদের বলিদান প্রয়োজন এজন্য নয়, বরং এজন্য যে, যে উৎসর্গ করে, তার উৎসর্গীকৃত নৈবেদ্য গ্রহণীয় হলে তাতে সেই গৌরবান্বিত হয়। বস্তুতপক্ষে নৈবেদ্য দানেই রাজার কাছে সম্মান ও ভক্তি প্রকাশিত হয়; প্রভু চাইলেন, আমরা যেন সমস্ত সরলতা ও শুদ্ধতায় অর্ঘ্য উৎসর্গ করি, আর সেজন্য একথা বললেন, *তুমি যখন যজ্ঞবেদির কাছে নিজ নৈবেদ্য উৎসর্গ করছ, তখন সেই স্থানে যদি মনে পড়ে যে, তোমার বিরুদ্ধে তোমার ভাইয়ের কোন কথা আছে, তবে সেই স্থানে বেদির সামনে তোমার সেই নৈবেদ্য ফেলে রেখে চলে যাও: প্রথমে তোমার ভাইয়ের সঙ্গে পুনর্মিলিত হও, পরে এসে তোমার সেই নৈবেদ্য উৎসর্গ কর।*

ঈশ্বরের কাছে তাঁর সৃষ্টির প্রথমফসল উৎসর্গ করতে হয়, যেমনটি মোশীর বিধানে লেখা আছে, *তুমি তোমার পরমেশ্বর প্রভুর সামনে খালি হাতে যাবে না,* কেননা যা কিছুতে মানুষ কৃতজ্ঞতা জানায়, সেইসব কিছুতে সে তাঁরই কাছে গ্রহণযোগ্য যিনি তার কাছ থেকে সম্মান পেয়েছেন।

নৈবেদ্য-বস্তুটাই যে গ্রহণীয় তেমন নয়, আসলে এখানে [অর্থাৎ নবসন্ধি কালে] নৈবেদ্য উৎসর্গ করা হয়, সেখানেও নৈবেদ্য উৎসর্গ করা হয়; জনগণের মধ্যে বলি দেওয়া হয়, মণ্ডলীতেও বলি দেওয়া হয়; তবু কেবল চেহারারই পরিবর্তন ঘটল, কারণ এখন দাস হিসাবে আর নয়, স্বাধীন মানুষ হিসাবেই নৈবেদ্য উৎসর্গ করা হয়। কেননা প্রভু এক ও একই বটে, কিন্তু দাস হিসাবে বা স্বাধীন মানুষ হিসাবেই নৈবেদ্য উৎসর্গ করার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে, যার ফলে নৈবেদ্যের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতার মাত্রা অনুমান করা যায়। কেননা তাঁর কাছে এমন কিছুই নেই যা মূল্যহীন, অর্থহীন বা যুক্তিহীন। এজন্য সেকালের মানুষ সম্পদের দশম ভাগ নিবেদন করত; কিন্তু যারা

স্বাধীনতা লাভ করেছে, তারা নিজস্ব সবই প্রভুর উদ্দেশে নিবেদন করে, এবং তারা সানন্দে ও স্বেচ্ছায়ই দান করে, অল্প কিছু দানের প্রতিদানে তারা যে বেশি কিছু পাবে তেমন আশায় নয়, বরং সেই গরিব বিধবার মত; সে তো ঈশ্বরের কোষাগারের বাক্সে তার জীবনের সমস্ত সম্বল ফেলেছিল।

অতএব আমাদেরও প্রয়োজন, আমরা ঈশ্বরের কাছে নৈবেদ্য উৎসর্গ করব, সবকিছুতেই স্রষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাব—শুদ্ধ হৃদয়ে, অকপট বিশ্বাসে, অবিচল আশায়, উজ্জ্বল ভক্তির সঙ্গেই আমরা তাঁর নিজের সৃষ্টির প্রথমফসল নিবেদন করব। ঈশ্বরের কাছে ধন্যবাদ-স্তুতির সঙ্গে সৃষ্টি থেকে নেওয়া আপন নৈবেদ্য উৎসর্গ করায় কেবল মণ্ডলীই স্রষ্টার কাছে শুদ্ধ নৈবেদ্য নিবেদন করে; কেননা সহভাগিতা ও একতার কথা প্রচার ক'রে এবং দেহ ও আত্মার পুনরুত্থানের কথা স্বীকার ক'রে আমরা তাঁকে তা নিবেদন করি যা তাঁরই।

কেননা মাটি থেকে উৎপন্ন রুটি যেমন ঈশ্বরের আহ্বান গ্রহণ করার পর আর সাধারণ রুটি নয় বরং সেই রহস্যময় খ্রীষ্টদেহ হয় যা মর্ত ও স্বর্গীয় পদার্থের অধিকারী, তেমনি সেই রহস্যময় খ্রীষ্টদেহ গ্রহণ করে আমাদের দেহও আর ক্ষয়শীল নয়, কেননা ভাবী পুনরুত্থানের আশায় পূর্ণ।

শ্লোক হিব্রু ১০:১,১৪; এফে ৫:২

প্র বিধান তো কেবল আসন্ন মঙ্গলদানগুলির নকশারই অধিকারী, আর সেগুলোর প্রকৃত রূপ তার নেই বিধায় যে যজ্ঞগুলো নিত্য উৎসর্গ করা হয়, বিধান সেগুলোর মধ্য দিয়ে উপাসকদের তাদের সিদ্ধতায় চালিত করতে সবসময়ের মতই অক্ষম।

উ যাদের পবিত্র করে তোলা হয়, তিনি একটামাত্র নৈবেদ্য গুণেই চিরকালের মত তাদের সিদ্ধতায় চালিত করেছেন।

প্র আমাদের ভালবেসেছেন ও আমাদেরই জন্য ঈশ্বরের কাছে নৈবেদ্য ও সুরভিত বলিরূপে নিজেকে সঁপে দিয়েছেন।

উ যাদের পবিত্র করে তোলা হয়, তিনি একটামাত্র নৈবেদ্য গুণেই চিরকালের মত তাদের সিদ্ধতায় চালিত করেছেন।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - যাত্রা ১২:৩৭-৪৯; ১৩:১১-১৬

ইস্রায়েলের যাত্রা-শুরু
পাস্কাপর্ব ও প্রথমজাতগণ বিষয়ক বিধান

সেসময় ইস্রায়েল সন্তানেরা রাম্সেস থেকে সুক্কোতের দিকে রওনা হল: তাদের পরিবারের লোকজনের কথা বাদে প্রায় ছ'লক্ষ পুরুষ পায়ে হেঁটে রওনা হল। তাছাড়া নানা জাতের আরও আরও লোক এবং বহু বহু মেষ ও গবাদি পশু তাদের সঙ্গে চলল। তারা মিশর থেকে আনা ময়দার তাল দিয়ে খামিরবিহীন পিঠা তৈরি করে তা সেকে নিল, কেননা সেই ময়দার মধ্যে খামির ছিল না, যেহেতু মিশর থেকে তাদের এমনভাবে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল যে, একটু দেরি করতেও পারেনি, এমনকি পথের জন্য খাবারও প্রস্তুত করতে পারেনি।

ইস্রায়েল সন্তানেরা চারশ' ত্রিশ বছর মিশরে বসবাস করেছিল। সেই চারশ' ত্রিশ বছর শেষে, ঠিক সেই দিনেই, প্রভুর সমস্ত সেনাবাহিনী মিশর দেশ থেকে বেরিয়ে গেল। মিশর দেশ থেকে তাদের বের করে আনার জন্য, প্রভুর পক্ষে এ রাত্রি হল জাগরণ-রাত্রি। এই রাত্রি প্রভুরই রাত্রি, এমন রাত্রি যা সকল ইস্রায়েল সন্তানদের পক্ষে পুরুষানুক্রমেই জাগরণ-রাত্রি।

প্রভু মোশী ও আরোনকে বললেন, 'এ পাস্কার যজ্ঞ-রীতি: অন্য জাতির কোন মানুষ তা খেতে পারবে না। কিন্তু যে কোন দাস টাকার বিনিময়ে কেনা হয়েছে, সে একবার পরিচ্ছেদিত হলে তা খেতে পারবে। প্রবাসী বা বেতনজীবী কেউই তা খেতে পারবে না। তা কেবল এক ঘরের মধ্যেই খাওয়া হবে; তোমরা ঘরের বাইরে তার মাংসের কিছুই নিয়ে যাবে না; তার কোন হাড়ও তোমরা ভাঙবে না। গোটা ইস্রায়েল জনমণ্ডলীই তা উদ্‌যাপন করবে। তোমাদের সঙ্গে প্রবাসী কোন বিদেশী লোক যদি প্রভুর উদ্দেশে পাস্কা পালন করতে চায়, তার পরিবারের

প্রতিটি পুরুষলোক পরিচ্ছেদিত হোক; তবেই সে তা পালন করতে এগিয়ে আসবে; সে দেশজাত মানুষের মত হবে। কিন্তু অপরিচ্ছেদিত কোন লোক তা খেতে পারবে না। দেশজাত লোকের জন্য ও তোমাদের মধ্যে প্রবাসী যে কোন বিদেশী লোকের জন্য একই বিধান থাকবে।'

মোশী জনগণকে বললেন, 'প্রভু তোমার কাছে ও তোমার পিতৃপুরুষদের কাছে যে শপথ করেছেন, সেই অনুসারে যখন কানানীয়দের দেশে প্রবেশ করিয়ে তোমাকে সেই দেশ দেবেন, তখন তুমি মাতৃগর্ভের সমস্ত প্রথমফল প্রভুর উদ্দেশে আলাদা করে রাখবে; তোমার পশুদের সকল প্রথম গর্ভফলের মধ্যে পুংশাবক প্রভুর অধিকার। কিন্তু গাধার প্রত্যেক প্রথমফলের মুক্তির জন্য তার বিনিময়ে মেষ বা ছাগের একটা শাবক দেবে; যদি বিনিময় দ্বারা মুক্ত না কর, তার গলা ভাঙবে; তোমার সন্তানদের মধ্যে মুক্তিমূল্য দিয়েই সমস্ত মানব-প্রথমজাতককে মুক্ত করতে হবে।

আর তোমার ছেলে আগামীকালে যখন তোমাকে জিজ্ঞাসা করবে, এ কী? তুমি বলবে: প্রভু তাঁর হাতের পরাক্রম দ্বারাই মিশর থেকে, দাসত্ব-অবস্থা থেকে আমাদের বের করলেন। যখন ফারাও আমাদের যেতে দেওয়ার ব্যাপারে জেদি ছিলেন, তখন প্রভু মিশর দেশে সমস্ত প্রথমজাত ফলকে, মানুষের প্রথমজাত ও পশুর প্রথমজাত সমস্ত ফল হত্যা করলেন। এইজন্য আমি মাতৃগর্ভের সমস্ত প্রথমজাত পুংসন্তানকে প্রভুর উদ্দেশে বলিরূপে উৎসর্গ করি, কিন্তু আমার প্রথমজাত পুত্রসন্তানকে মুক্তিমূল্য দিয়ে মুক্তই করি। এ থাকবে তোমার হাতে চিহ্নস্বরূপ ও তোমার চোখ দু'টোর মাঝখানে ভূষণস্বরূপ, কেননা প্রভু তাঁর হাতের পরাক্রম দ্বারা মিশর দেশ থেকে আমাদের বের করে আনলেন।'

শ্লোক লুক ২:২২,২৩,২৪ দ্রঃ

℣ যীশুর পিতামাতা তাঁকে যেরুসালেমে নিয়ে গেলেন, যেন প্রভুর সামনে তাঁকে হাজির করেন,
℟ যেমনটি বিধানে লেখা আছে, প্রথমজাত প্রত্যেক পুত্রসন্তানকে প্রভুর উদ্দেশে পবিত্রীকৃত করা হবে।
℣ তাঁরা তাঁর জন্য প্রভুর কাছে এক জোড়া ঘুঘু বলিরূপে উৎসর্গ করলেন,
℟ যেমনটি বিধানে লেখা আছে, প্রথমজাত প্রত্যেক পুত্রসন্তানকে প্রভুর উদ্দেশে পবিত্রীকৃত করা হবে।

দ্বিতীয় পাঠ - ২য় ভাতিকান বিশ্বজনীন মহাসভার, বর্তমান জগতে মণ্ডলী বিষয়ক পালকীয় সংবিধান

আনন্দ ও প্রত্যাশা ৯-১০

মানুষের চরম জিজ্ঞাসা

আজকের জগৎ একইসময় পরাক্রমশালী ও দুর্বল প্রতীয়মান হচ্ছে, আবার উত্তম ও জঘন্যতম উভয় কাজই সাধন করতে সক্ষম; আর একইসময় তার সামনে খোলা রয়েছে মুক্তি বা দাসত্বের, উন্নতি বা অবনতির, ভ্রাতৃত্ব বা হিংসার পথ। তাছাড়া মানুষ সচেতন হচ্ছে, সে নিজেই যে শক্তিগুলো জাগিয়ে তুলেছে, যে শক্তিগুলো তাকে বশীভূত করতে বা তার কাছে উপযোগী হতে পারে, সেগুলোকে যথাযথ ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা তার উপরেই নির্ভর করে। এজন্যই তার মনে নানা জিজ্ঞাসার উদয়।

যে সমস্ত ভারসাম্যহীন অসঙ্গতিতে বর্তমান জগৎ ভুগছে, তা প্রকৃতপক্ষে সেই গভীরতর অসঙ্গতির সঙ্গে জড়িত যা মানব-হৃদয়েই দৃঢ়মূল। ঠিক মানুষের মধ্যেই বহু দ্বন্দ্ব রয়েছে। সৃষ্টজীব হিসাবে সে একদিকে নিজের নানাবিধ সীমাবদ্ধতার অভিজ্ঞতা করছে, অন্য দিকে সে অনুভব করছে, আপন অভিপ্রায়-আকাঙ্ক্ষায় সে সীমাহীন ও ঊর্ধ্বতর জীবনে আহূত। বহু আকর্ষণ দ্বারা প্রণোদিত হয়ে সে সেগুলোর কোনোটা বেছে নিতে ও কোনোটা বর্জন করতে সর্বদাই বাধ্য। এমনকি, অসুস্থ ও পাপী বলে সে অনেক সময় তাই করে যা করতে চায় না, ও যা করতে চায় তা করে না। এজন্য সে নিজের অন্তরে এমন দ্বন্দ্বে ভুগছে, যা থেকেই সমাজে তেমন বহু অশান্তির উদয় হয়। অনেকেই অবশ্য রয়েছে যারা এমন বাস্তব বস্তুবাদে কলুষিত জীবন যাপন করছে যার ফলে এ নাটকীয় পরিস্থিতির স্পষ্ট উপলব্ধি থেকে বঞ্চিত, কিংবা সময় সময় দরিদ্রতার চাপে এ সম্বন্ধে চিন্তা করতে বিঘ্নিত। অনেকে জীবনের ভিন্নভিন্ন ভাবে উপস্থাপিত ব্যাখ্যায়ই শান্তি পেয়েছে বলে মনে করে। আবার কেউ কেউ আছে যারা মানুষের একমাত্র প্রচেষ্টার ফলেই মানবজাতির সত্যকার ও পুরা মুক্তি প্রত্যাশা করে, এবং নিজেদের নিশ্চিত

করে যে, পৃথিবীতে ভাবী মানবরাজ্য মানবহৃদয়ের যত আকাঙ্ক্ষা পূরণ করবে। তারাও আছে যারা জীবনের মূল্যবোধ সম্বন্ধে নিরাশ হয়ে তাদেরই দুঃসাহসের প্রশংসা করে যারা মানবজীবনের স্বকীয় কোন অর্থ নেই মনে ক'রে কেবল নিজেদের জ্ঞান দ্বারাই তাকে পুরা অর্থ দিতে চেষ্টা করে।

তবে জগতের বর্তমান বিবর্ধনের সম্মুখীন হয়ে দিনে দিনে অধিক বহুসংখ্যক হয়ে ওঠে তারা যারা মৌলিক সমস্ত জিজ্ঞাসার জিজ্ঞাসু হয় বা সেগুলোর নতুন তীক্ষ্ণতা অনুভব করে: মানুষ কী? দুঃখকষ্ট, অমঙ্গল, মৃত্যুর অর্থ কী? এত উন্নতি সত্ত্বেও কেন এগুলো টিকে থাকছে? তত মহা মূল্যে অর্জিত সেই সমস্ত সাফল্যের অর্থ কী? মানুষ সমাজকে কী দিতে পারে, ও সমাজ থেকে সে কী প্রত্যাশা করতে পারে? এ মর্তজীবনের পর কী হবে?

মণ্ডলী বিশ্বাস করে, যিনি সকলের জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন ও পুনরুত্থান করেছেন, সেই খ্রীষ্টই আপন আত্মার মধ্য দিয়ে মানুষকে আলো ও শক্তি দান করেন মানুষ যেন তার সর্বোচ্চ আহ্বানে সাড়া দিতে পারে; আর আকাশের নিচে মানুষের মধ্যে দেওয়া এমন আর কোন নাম নেই, যে নামে নির্দিষ্ট আছে যে সে পরিত্রাণ পেতে পারে। আবার মণ্ডলী বিশ্বাস করে, আপন প্রভু ও সদ্‌গুরুতেই সে মানবেতিহাসের চাবিকাঠি, কেন্দ্রবিন্দু ও লক্ষ্য খুঁজে পায়। তাছাড়া মণ্ডলী একথা ঘোষণা করে যে, যত পরিবর্তনের ঊর্ধ্বে এমন বহু কিছু রয়েছে যা অপরিবর্তনশীল ও চরম ভিত্তিস্বরূপে সেই খ্রীষ্টেই প্রতিষ্ঠিত যিনি এক-ই আছেন, কাল, আজ ও চিরকাল।

শ্লোক ১ করি ১৫:৫৫-৫৬,৫৭; বিলাপ ৩:২৫

℣ ওহে মৃত্যু, তোমার বিজয় কোথায়? কোথায়, মৃত্যু, তোমার হুল? পাপই তো মৃত্যুর হুল।
℟ ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তিনি যে আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্ট দ্বারা আমাদের বিজয় দান করেন।
℣ তাঁর উপরে যে আশা রাখে, যে প্রাণ তাঁর অন্বেষণ করে, তার পক্ষে প্রভুই মঙ্গল।
℟ ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তিনি যে আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্ট দ্বারা আমাদের বিজয় দান করেন।

২য় সপ্তাহ

রবিবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - দ্বিঃবিঃ ১৮:১-২২

লেবীয় যাজকত্ব প্রকৃত ও নকল নবী

মোশী বলে চললেন, 'লেবীয় যাজকেরা—গোটা সেই লেবি-গোষ্ঠী—ইস্রায়েলে নিজস্ব কোন অংশ বা উত্তরাধিকার পাবে না; তারা প্রভুর উদ্দেশে আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া নৈবেদ্যের উপরে নির্ভর করবে। তারা তাদের ভাইদের মধ্যে নিজস্ব কোন উত্তরাধিকার পাবে না; প্রভুই তাদের উত্তরাধিকার, যেমনটি তিনি তাদের কথা দিয়েছেন।

জনগণের কাছ থেকে যাজকদের বিধিসম্মত প্রাপ্য এ: যারা গবাদি পশু বা মেষ-ছাগপালের পশু বলিদান করে, তারা বলির কাঁধ, দুই চপেট ও পাকস্থলী যাজককে দেবে। তুমি তোমার গম, নতুন আঙুররস ও তেলের প্রথমাংশ, এবং মেষলোমের প্রথমাংশ তাকে দেবে; কারণ প্রভুর নামে পুণ্যসেবা অনুশীলনে নিবিষ্ট হবার জন্য তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমার সকল গোষ্ঠীর মধ্য থেকে তাকে ও তার সন্তানদেরই সবসময়ের জন্য বেছে নিয়েছেন।

যে লেবীয় সমস্ত ইস্রায়েলের মধ্যে তোমার কোন নগরদ্বারে এসে বাস করে, সে যদি তার প্রাণের গভীর বাসনায় সেই শহর থেকে প্রভুর বেছে নেওয়া স্থানে আসে, তাহলে সে প্রভুর সামনে দাঁড়িয়ে থাকা তার লেবীয় ভাইদের মত তার পরমেশ্বর প্রভুর নামে পুণ্যসেবা করে যাবে; তারা খাদ্য হিসাবে অন্যান্যদের মত একই অংশ পাবে; একইসঙ্গে সে তার নিজের পৈতৃক সম্পত্তি বিক্রয়ের মূল্যও ভোগ করবে।

তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমাকে যে দেশ দিতে যাচ্ছেন, সেই দেশে এসে পৌঁছলে তুমি সেখানকার

জাতিগুলোর জঘন্য কাজের মত কাজ করতে শিখবে না। তোমার মধ্যে যেন এমন কোন লোক পাওয়া না যায়, যে ছেলে বা মেয়েকে আগুনের মধ্য দিয়ে পার করিয়ে বলি দেয়, যে তন্ত্রমন্ত্র ব্যবহার করে, বা যে নিজেই গণক বা জাদুকর বা মায়াবী বা ইন্দ্রজালিক, বা ভূতের ওঝা বা গণক বা প্রেতসাধক। কেননা যারা তেমন কাজ করে, তারা সকলে প্রভুর দৃষ্টিতে জঘন্য; আর তেমন জঘন্য কাজের জন্য তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমার সামনে থেকে এই জাতিগুলোকে দেশছাড়া করছেন। তুমি তোমার পরমেশ্বর প্রভুর উদ্দেশে অনিন্দ্য হবে, কারণ তুমি যে জাতিগুলোকে দেশছাড়া করতে যাচ্ছ, তারা গণক ও মন্ত্রজালিকদের কথায় কান দেয়; কিন্তু তোমার ক্ষেত্রে, তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমাকে তেমন কাজ করতে নিষেধ করছেন।

তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমার জন্য তোমার মধ্য থেকে, তোমার ভাইদেরই মধ্য থেকে আমার মত এক নবীর উদ্ভব ঘটাবেন; তাঁরই কথায় তোমরা কান দেবে; কেননা হোরেবে জনসমাবেশের দিনে তুমি তোমার পরমেশ্বর প্রভুর কাছে ঠিক তাই যাচনা করেছিলে; তখন বলেছিলে, আমাকে যেন আমার পরমেশ্বর প্রভুর কণ্ঠস্বর আবার শুনতে না হয়, যেন এই প্রচণ্ড আগুন আর দেখতে না হয়, নইলে আমি মারা পড়ব। তখন প্রভু আমাকে বললেন, ওরা ঠিক কথাই বলেছে। আমি ওদের জন্য ওদের ভাইদের মধ্য থেকে তোমার মত এক নবীর উদ্ভব ঘটাব, ও তার মুখে আমার বাণী রেখে দেব; আমি তাকে যা কিছু আজ্ঞা করব, তা সে তাদের বলবে। আর আমার নামে সে আমার যে সকল বাণী বলবে, সেই বাণীতে কেউ যদি কান না দেয়, তবে তার কাছ থেকে আমি জবাবদিহি চাইব। কিন্তু আমি যে বাণী দিতে আজ্ঞা করিনি, যদি কোন নবী দুঃসাহসের সঙ্গে তা আমার নামে বলে, বা যদি কেউ অন্য দেবতাদের নামে কথা বলে, তবে সেই নবীকে মরতেই হবে।

তুমি মনে মনে যদি বল, প্রভু কোন্ বাণী বলেননি, তা আমরা কেমন করে বুঝব? আচ্ছা, কোন নবী প্রভুর নামে কথা বললে যদি সেই বাণী পরবর্তীতে সিদ্ধিলাভ না করে ও সফল না হয়, তবে প্রভু সেই বাণী বলেননি; সেই নবী দুঃসাহসের সঙ্গেই কথা বলেছে: তার কাছ থেকে তোমার ভয় করার কিছু নেই।'

শ্লোক দ্বিঃবিঃ ১৮:১৮; লুক ২০:১৩; যোহন ৬:১৪

প্র আমি ওদের জন্য এক নবীর উদ্ভব ঘটাব, ও তাঁর মুখে আমার বাণী রেখে দেব;
উ আমি তাঁকে যা কিছু আজ্ঞা করব, তা তিনি তাদের বলবেন।
প্র আমি আমার আপন প্রিয় পুত্রকে প্রেরণ করব। ইনি সত্যি সেই নবী জগতে যিনি আসছেন।
উ আমি তাঁকে যা কিছু আজ্ঞা করব, তা তিনি তাদের বলবেন।

দ্বিতীয় পাঠ - যোহন-রচিত সুসমাচারে আলেকজান্দ্রিয়ার বিশপ সাধু সিরিলের ব্যাখ্যা ৩য় পুস্তক ৩

খ্রীষ্ট-রহস্য আমাদের কাছে স্পষ্টভাবে প্রচার করা হয়েছে

আমি ওদের জন্য ওদের ভাইদের মধ্য থেকে তোমার মত এক নবীর উদ্ভব ঘটাব, ও তার মুখে আমার বাণী রেখে দেব; আমি তাকে যা কিছু আজ্ঞা করব, তা সে তাদের বলবে। আর আমার নামে সে আমার যে সকল বাণী বলবে, সেই বাণীতে কেউ যদি কান না দেয়, তবে তার কাছ থেকে আমি জবাবদিহি চাইব। একথা বলা চলে যে, দ্বিতীয় বিবরণ যেন মোশীর পুস্তকগুলির পুনরুপস্থাপন বা সেগুলির সারকথা। এই যে, পুনরায় স্পষ্টভাবে পূর্বঘোষিত হচ্ছে সেই খ্রীষ্ট-রহস্য যা ঐশপ্রকাশ দ্বারা ইচ্ছাকৃতভাবে মোশী-ব্যক্তিত্বে পূর্বপ্রদর্শিত: *তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমার জন্য তোমার মধ্য থেকে, তোমার ভাইদেরই মধ্য থেকে আমার মত এক নবীর উদ্ভব ঘটাবেন।* সুতরাং যে মোশীকে ঐশনির্দেশগুলি জনগণের কাছে জানাবার জন্য জনগণের সেবায় নিয়োগ করা হয়েছিল, তাঁর মধ্যস্থতা সেকালের মানুষের দুর্বলতা সুস্থির করার উদ্দেশ্যেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এবার তুমি দৃষ্টান্তটা আবার বাস্তবতার দিকে ফিরিয়ে আন, তবে এ বাণী থেকে বুঝতে পারবে যে ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে মধ্যস্থ হলেন সেই স্বয়ং খ্রীষ্ট যিনি তাঁর প্রতি যারা বাধ্য তাদের কাছে মানব সুরে—অর্থাৎ কিনা আমাদের জন্য নারীগর্ভে জন্মগ্রহণ ক'রে—পিতা ঈশ্বরের অবর্ণনীয় ইচ্ছা জ্ঞাত করেন; সেই ইচ্ছা কেবল তাঁরই কাছে জ্ঞাত, কেননা তিনি ঈশ্বরসঞ্জাত পুত্র ও সেই স্বয়ং ঐশপ্রজ্ঞা, যে প্রজ্ঞা সবকিছুই, এমনকি ঈশ্বরের অতলান্ত গভীরতাও জানে।

দেহের চোখে আমাদের পক্ষে সবকিছুর ঊর্ধ্বস্থিত সেই ঈশ্বরত্বের দিব্য, অনির্বচনীয়, পবিত্র ও নির্গুণ গৌরব দেখা কখনও সম্ভব হত না, কেননা লেখা আছে: *কোন মানুষ আমাকে দে'খে জীবিত থাকতে পারে না।* এজন্য এ প্রয়োজন হল যে, ঐশবিধানের অনির্বচনীয় ব্যবস্থা অনুসারে এ মরণশীল দেহ পরিধান করে ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র আমাদের দুর্বলতার অনুরূপ হবেন; এভাবে তিনি আমাদের কাছে পিতার ঐশইচ্ছা প্রকাশ করলেন একথা ব'লে, *পিতার কাছ থেকে আমি যা কিছু শুনেছি, তা তোমাদের কাছে জ্ঞাত করেছি;* তিনি আরও বললেন, *আমি নিজে থেকে কথা বলিনি, বরং যিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন, সেই পিতা নিজেই আমাকে আদেশ দিয়েছেন আমি কী বলব ও কোন্ বাণী শোনাব।*

এজন্য একথা উপলব্ধি করা দরকার যে, যিনি ইস্রায়েল সন্তানদের কাছে ঐশনির্দেশগুলি প্রকাশ করতেন, সেই মোশী খ্রীষ্টের দৃষ্টান্ত হয়েও তবু তাঁর মধ্যস্থতা সেবামূলকই ছিল; অন্যদিকে খ্রীষ্টের মধ্যস্থতা স্বেচ্ছাকৃত ও রহস্যময়; এমন ব্যক্তির মধ্যস্থতার মত যে ব্যক্তি যা বিষয়ে সে মধ্যস্থ, তা সে নিজের স্বরূপ থেকেই বের করে— আর খ্রীষ্টের বেলায় ঠিক তাই, কেননা স্বরূপে তিনি মানবজাতির ও পিতা ঈশ্বরেরও সম্পদ। যেমন লেখা হয়েছে, খ্রীষ্ট হলেন বিধানের সার, বিধান ও নবীদের পূর্ণতা।

শ্লোক মথি ৮:১৭; ইসা ৫৩:৬

প্র তিনি আমাদের অসুস্থতা তুলে বহন করলেন;
উ তিনি বরণ করে নিলেন আমাদের রোগ-ব্যাধি।
প্র প্রভু আমাদের সকলের অপরাধ তাঁরই উপরে চেপে দিলেন।
উ তিনি বরণ করে নিলেন আমাদের রোগ-ব্যাধি।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - যাত্রা ১৩:১৭—১৪:৯

লোহিত সাগর পর্যন্ত যাত্রা

ফারাও লোকদের যেতে দেওয়ার পর, ফিলিস্তিনিদের দেশ দিয়ে সোজা পথ থাকলেও পরমেশ্বর সেই পথে তাদের চালিত করলেন না, কেননা পরমেশ্বর ভাবছিলেন, 'কি জানি, সামনে যুদ্ধ দেখলে লোকেরা হয় তো মন পাল্টিয়ে মিশরে ফিরে যায়!' তাই পরমেশ্বর মরুপ্রান্তরের পথ দিয়ে ঘুরে ঘুরেই জনগণকে লোহিত সাগরের দিকে চালিত করলেন; ইস্রায়েল সন্তানেরা অস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে মিশর দেশ থেকে যাত্রা করল। মোশী যোসেফের হাড় সঙ্গে করে নিলেন, কেননা তিনি ইস্রায়েল সন্তানদের গাম্ভীর্যের সঙ্গে শপথ করিয়ে বলেছিলেন, 'পরমেশ্বর নিশ্চয় তোমাদের দেখতে আসবেন; তখন তোমরা আমার হাড় এখান থেকে তোমাদের সঙ্গে নিয়ে যাবে।'

তারা সুক্কোৎ থেকে রওনা হয়ে মরুপ্রান্তরের প্রান্তে এথামে শিবির বসাল। প্রভু তাদের আগে আগে চলতেন: দিনের বেলায় পথ দেখাবার জন্য একটা মেঘস্তম্ভে থাকতেন, এবং রাত্রিবেলায় আলো দেবার জন্য থাকতেন একটা অগ্নিস্তম্ভে, তারা যেন দিনরাত সবসময়েই পথে এগিয়ে চলতে পারে। দিনের বেলায় সেই মেঘস্তম্ভ ও রাত্রিবেলায় সেই অগ্নিস্তম্ভ জনগণের সামনে থেকে কখনও সরে যেত না।

প্রভু মোশীকে বললেন, 'ইস্রায়েল সন্তানদের বল, যেন তারা ফিরে গিয়ে পি-হাহিরোতের সামনে মিগ্দোল ও সমুদ্রের মধ্যস্থানে বায়াল-সেফোনের আগে শিবির বসায়; তোমরা তার সামনে সমুদ্রের কাছেই শিবির বসাবে। তাতে ফারাও ইস্রায়েল সন্তানদের বিষয়ে ভাববে, তারা দেশে উদ্দেশবিহীন ভাবে এদিক ওদিক ঘুরছে, মরুপ্রান্তর তাদের পথ রুদ্ধ করল। তখন আমি ফারাওর হৃদয় কঠিন করব, যেন সে তোমাদের পিছনে ধাওয়া করে; এইভাবে আমি ফারাও ও তার সমস্ত সৈন্যদলের মধ্য দিয়ে গৌরবান্বিত হব, এবং মিশরীয়েরা জানতে পারবে যে, আমিই প্রভু।' তারা সেইমত করল।

যখন মিশর-রাজকে জানানো হল যে, লোকেরা পালিয়ে গেছে, তখন লোকদের প্রতি ফারাওর ও তাঁর পরিষদদের মনোভাব পাল্টে গেল; তাঁরা বললেন, 'আমরা এ কী করলাম? হায়, আমরা আমাদের দাসত্ব থেকে

ইস্রায়েলকে যেতে দিলাম!' তাই তিনি যুদ্ধরথ প্রস্তুত করালেন ও সেনাদলকে সঙ্গে নিলেন; আরও নিলেন বাছাই করা ছ'শো রথ ও মিশরের বাকি যত রথ—সমস্ত রথ ছিল উচ্চপদস্থ সৈন্যদের অধীনে। প্রভু তখন মিশর-রাজ ফারাওর হৃদয় কঠিন করলেন, তাই তিনি ইস্রায়েল সন্তানদের পিছনে ধাওয়া করলেন, সেই যে ইস্রায়েল সন্তানেরা ইতিমধ্যে উত্তোলিত হাতে যাত্রা করছিল। মিশরীয়েরা—ফারাওর সমস্ত অশ্ব, রথ, অশ্বারোহী ও সৈন্যদল—তাদের পিছনে ধাওয়া করল, এবং, ইস্রায়েল সন্তানেরা পি-হাহিরোতের কাছে সমুদ্রের ধারে বায়াল-সেফোনের আগে যেখানে শিবির বসিয়েছিল, তারা সেইখানে তাদের কাছাকাছি এসে পৌঁছল।

শ্লোক সাম ১১৪:১,২; যাত্রা ১৩:২১

প্র ইস্রায়েল যখন মিশর ছেড়ে চলে এল, যাকোবকুল যখন ভিন্নভাষী এক জাতিকে ছেড়ে চলে এল,
উ যুদা তখন হয়ে উঠল প্রভুর পবিত্রধাম, ইস্রায়েল তাঁর রাজ্যভূমি।
প্র প্রভু তাদের আগে আগে চলতেন: পথ দেখাবার জন্য তিনি একটা মেঘস্তম্ভে থাকতেন।
উ যুদা তখন হয়ে উঠল প্রভুর পবিত্রধাম, ইস্রায়েল তাঁর রাজ্যভূমি।

দ্বিতীয় পাঠ - অরিজেনের উপদেশাবলি **উপদেশ ৫:৩-৪**

জীবন অভিমুখে যে পথ, তা সরু ও সঙ্কীর্ণ

এসো, দেখি ঈশ্বর মোশীকে কী বলেন ও কোন পথ বেছে নিতে তাঁকে আদেশ করেন; তিনি তাঁকে বললেন: *তুমি ইস্রায়েল সন্তানদের বল, যেন তারা ফিরে গিয়ে পি-হাহিরোতের সামনে মিগ্দোলের ও সমুদ্রের মধ্যস্থানে বায়াল-সেফোনের আগে শিবির বসায়।*

হয় তো তুমি মনে করছিলে, ঈশ্বর যা যা দেখিয়েছিলেন, তা সহজ ও মনোরম, শ্রম ও কষ্ট বিহীন। না, সদ্‌গুণের পথ ঊর্ধ্বগামী পথ, কষ্টকর ঊর্ধ্বগামী পথ। সেই পথ নিচের দিকে নয়, বরং সরু ও অগম্য ঊর্ধ্বগামী পথ। শোন, প্রভুও সুসমাচারে একথা বলেন: *সরুই ও সঙ্কীর্ণই সেই পথ, যা জীবনের দিকে নিয়ে যায়।*

এ থেকে তুমি লক্ষ করতে পার কেমন করে সুসমাচার বিধানের সঙ্গে খাপ খায়। বিধানে সদ্‌গুণের পথ আঁকাবাঁকা একটা ঊর্ধ্বগামী পথ বলে প্রদর্শিত; সুসমাচারে লেখা আছে, যে পথ জীবনের দিকে নিয়ে যায় তা সরু ও সঙ্কীর্ণ। অন্ধরাও কি দেখতে পাবে না যে, একমাত্র আত্মাই বিধান ও সুসমাচার লিখেছেন? সুতরাং সম্মুখীন যাত্রা হলো কষ্টকর ঊর্ধ্বগামী পথ, পর্বতচূড়ায় গমন, বা পর্বতচূড়া অভিমুখে ঊর্ধ্বগামী পথ। ঊর্ধ্বগমন কাজকর্মের সঙ্গে সম্পর্কিত, চূড়াটা হল বিশ্বাস।

তাই আমাদের দেখানো হচ্ছে, কর্ম সাধনে ও বিশ্বাস অনুশীলনে বহু কাঠিন্য ও বহু কষ্ট রয়েছে। আমরা যখন ঈশ্বর অনুসারে জীবনযাপন করতে চাই, তখন বিশ্বাস-পথে আমাদের আগে বহু প্রলোভন ও বাধা-বিপত্তি উপস্থিত হয়।

একটু শোন, তেমন কিছু দেখে ফারাও কী বলে: *এরা ভুল করছে।* যারা ঈশ্বরের অনুসরণ করে, ফারাওর মতে তারা ভুল করে, কেননা জ্ঞান-পথ আঁকাবাঁকা, সেই পথে বহু বাঁক, বহু বিপজ্জনক ও অসংখ্য অগম্য স্থান রয়েছে। তাছাড়া, তুমি যখন ঘোষণা করবে ঈশ্বর এক, ও একইসময় স্বীকার করবে যে, পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মা একেশ্বর, তখন এসব কিছু কি অবিশ্বাসীদের কাছে অন্ধকারময়, কঠিন ও দুর্জ্ঞেয় মনে হবে না? আর যখন তুমি বলবে, গৌরবের প্রভু ক্রুশবিদ্ধ হয়েছেন ও মানবপুত্র স্বর্গ থেকে নেমে এসেছেন, তখন কি করে এসব কিছু কঠিন ও ব্যাখ্যার অতীত মনে হবে না? যে শোনে, তার বিশ্বাস না থাকলে সে বলবে সত্যবাদীরাই ভুল করছে; তুমি কিন্তু অবিচল থাক, এ বিশ্বাস বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করো না, বরং স্বীকার কর যে ঈশ্বর নিজেই তেমন পথ তোমাকে দেখিয়েছেন।

বস্তুতপক্ষে প্রলোভনের জলোচ্ছ্বাসে না পড়ে জীবন-পথে এগিয়ে চলা যায় না; যেমনটি প্রেরিতদূতও বলেন, *যারা খ্রীষ্টে পূর্ণমাত্রায় জীবনযাপন করতে চায়, তারা সকলে নির্যাতিত হবে।*

যে কেউ সিদ্ধ জীবনের সন্ধান করে, তার পক্ষে সিদ্ধির অনুসন্ধানে না চলার চেয়ে যাত্রাপথে মরা শ্রেয়।

শ্লোক হিব্রু ১০:৩৫-৩৬; ১২:৩

℣ তোমরা তোমাদের সেই সৎসাহস হারিয়ে ফেলো না, যেহেতু তা মহাপুরস্কার বহন করে!

℟ তোমাদের শুধু নিষ্ঠারই প্রয়োজন, ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন ক'রে তোমরা যেন সেই প্রতিশ্রুতির ফল লাভ করতে পার।

℣ নিরাশার ফলে ভেঙে পড়ো না!

℟ তোমাদের শুধু নিষ্ঠারই প্রয়োজন, ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন ক'রে তোমরা যেন সেই প্রতিশ্রুতির ফল লাভ করতে পার।

সোমবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - দ্বিঃবিঃ ২৪:১–২৫:৪

প্রতিবেশীর প্রতি কর্তব্য সংক্রান্ত নানা বিধি

কোন পুরুষ একটি স্ত্রীকে গ্রহণ করে তার সঙ্গে ঘর করার পর যদি এমনটি হয় যে, সেই স্ত্রীর ব্যবহারে লজ্জাকর কিছু পাওয়ার ফলে স্ত্রী তার দৃষ্টিতে অনুগ্রহের পাত্র হয় না, তবে সেই পুরুষ তার জন্য ত্যাগপত্র লিখে তার হাতে দিয়ে নিজ বাড়ি থেকে তাকে বিদায় দিক। সেই স্ত্রীলোক তার বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার পর গিয়ে অন্য পুরুষের স্ত্রী হলে, এই পুরুষ যদি তাকে নিয়ে অসন্তুষ্ট হয়, এবং তার জন্য ত্যাগপত্র লিখে তার হাতে দিয়ে নিজ বাড়ি থেকে তাকে বিদায় দেয়, বা এই নতুন স্বামী যদি মরে যায়, তবে যে প্রথম স্বামী তাকে বিবাহ করেছিল, সে সেই স্ত্রী কলঙ্কিতা হওয়ার পর তাকে আবার স্ত্রীরূপে নিতে পারবে না; কেননা তেমন কাজ প্রভুর দৃষ্টিতে জঘন্য। তোমার পরমেশ্বর প্রভু যে দেশ উত্তরাধিকার-রূপে তোমাকে দিতে যাচ্ছেন, তুমি তা পাপে কলুষিত করবে না।

নব-বিবাহিত কোন পুরুষলোক যুদ্ধে যাবে না, ঘরেও তার উপর কোন ভার চাপা হবে না; সে তার ঘরের চিন্তা করার জন্য এক বছরের মত স্বাধীন থাকবে, যেন সে যে স্ত্রীকে নিয়েছে তাকে খুশি করতে পারে।

কেউ কারও জাঁতা বা তার উপরের পাট বন্ধক রাখবে না; কেননা তা করা ঠিক যেন প্রাণ বন্ধক রাখা।

এমন কোন মানুষকে যদি পাওয়া যায়, যে তার আপন ভাইদের—ইস্রায়েল সন্তানদেরই—মধ্যে কাউকে অপহরণ করেছে, এবং তাকে দাসের মত ব্যবহার করেছে বা বিক্রি করেছে, তেমন অপহারক মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হবে; এভাবে তুমি তোমার মধ্য থেকে অপকর্ম উচ্ছেদ করবে।

সংক্রামক চর্মরোগের ব্যাপারে তুমি সাবধান হয়ে, লেবীয় যাজকেরা যে সমস্ত নির্দেশ দেবে, অধিক যত্নের সঙ্গে সেগুলো পালন করবে ও সেই অনুসারে ব্যবহার করবে; আমি তাদের যে সমস্ত আজ্ঞা দিয়েছি, তা পালন করতে আপ্রাণ চেষ্টা করবে। মিশর থেকে তোমাদের বেরিয়ে আসার সময়ে তোমার পরমেশ্বর প্রভু যাত্রাপথে মরিয়মের প্রতি যা করেছিলেন, তা মনে রাখবে।

তোমার প্রতিবেশীর কোন কিছু বন্ধক রেখে ধার দিলে তুমি বন্ধকী মাল নেবার জন্য তার ঘরে প্রবেশ করবে না। তুমি বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবে, এবং যাকে ধার দিয়েছ, সে নিজেই বন্ধকী মাল বের করে তোমার হাতে তুলে দেবে। সে গরিব হলে তুমি তার বন্ধকী মাল কাছে রেখে ঘুমাতে যাবে না। সূর্যাস্তের সময়ে তার বন্ধকী মাল তাকে অবশ্যই ফিরিয়ে দেবে, যেন সে তার নিজের কাপড়ে শুয়ে তোমাকে আশীর্বাদ করে; তেমন ব্যবহার তোমার পরমেশ্বর প্রভুর দৃষ্টিতে তোমার ধর্মময়তা বলে গণ্য হবে।

তোমার ভাই হোক, কিংবা তোমার দেশের নগরদ্বারের মধ্যে বাস করে সেই প্রবাসী মানুষ হোক, গরিব ও নিঃস্ব দিনমজুরকে শোষণ করবে না। কাজের দিনে, সূর্যাস্তের আগেই তার মজুরি তাকে দেবে; কেননা সে গরিব, আর সেই মজুরির উপর তার মন পড়ে থাকে; এভাবে সে তোমার বিরুদ্ধে প্রভুর কাছে চিৎকার করবে না, তোমারও পাপ হবে না।

ছেলের জন্য পিতার, কিংবা পিতার জন্য ছেলের প্রাণদন্ড দেওয়া যাবে না; এক একজন নিজ নিজ পাপের জন্য প্রাণদন্ড ভোগ করবে।

প্রবাসী বা এতিমের বিচারে অন্যায় করবে না, এবং বিধবার কাপড় বন্ধক রাখবে না। মনে রেখ, তুমি মিশরে দাস ছিলে, কিন্তু তোমার পরমেশ্বর প্রভু সেই অবস্থা থেকে তোমার মুক্তিকর্ম সাধন করেছেন; এজন্যই আমি তোমাকে তেমন কাজ করতে আজ্ঞা দিচ্ছি।

ফসল কাটার সময়ে তুমি যদি তোমার জমিতে ভুলে এক আটি মাঠে ফেলে রাখ, তবে তা ফিরিয়ে আনতে যাবে না; তা প্রবাসী, এতিম ও বিধবার জন্য থাকবে, যেন তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমার সমস্ত হাতের কাজে তোমাকে আশীর্বাদ করেন।

যখন তোমার জলপাই পাড়, তখন শাখায় বাকি ফল দ্বিতীয়বারের মত খোঁজ করবে না; তা প্রবাসী, এতিম ও বিধবার জন্য থাকবে। যখন তোমার আঙুরখেতের ফল সংগ্রহ কর, তখন তা সংগ্রহ করার পর দ্বিতীয়বারের মত কুড়োবে না; তা প্রবাসী, এতিম ও বিধবাদের জন্য থাকবে। মনে রেখ, তুমি মিশর দেশে দাস ছিলে; এজন্যই আমি তোমাকে তেমন কাজ করতে আজ্ঞা দিচ্ছি।

মানুষদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ বেধে গেলে ওরা যদি বিচারকের কাছে যায়, যারা বিচার করে তারা নির্দোষীকে নির্দোষী বলে ঘোষণা করবে ও দোষীকে দোষী বলে ঘোষণা করবে। যে দোষী, সে যদি প্রহারের যোগ্য, বিচারক তাকে শুইয়ে তার অপরাধের গুরুত্ব অনুসারে আঘাতের সংখ্যা নির্ধারণ করে নিজের সাক্ষাতে তাকে প্রহার করাবে। সে চল্লিশটা আঘাত নির্ধারণ করতে পারবে, তার বেশি নয়; নইলে এর বেশি আঘাত দিলে তার দেহে গুরুতর ক্ষত হতে পারবে আর তোমার ভাই তোমার সামনে অবনমিত হবে।

গম মাড়াই করার সময়ে বলদের মুখে জালতি বাঁধবে না।

শ্লোক মার্ক ১২:৩২-৩৩; সিরা ৩৫:২-৩

প্র ঠিক কথা, গুরু, আপনি যা বলেছেন তা সত্য: ঈশ্বর এক;
উ তাঁকে সমস্ত হৃদয় দিয়ে, সমস্ত বুদ্ধি দিয়ে ও সমস্ত শক্তি দিয়ে ভালবাসা এবং প্রতিবেশীকে নিজের মত ভালবাসা সমস্ত আহুতি ও বলিদানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।
প্র যে কেউ অর্থদান করে থাকে, সে স্তুতি-যজ্ঞ উৎসর্গ করে; অন্যায়-অপকর্ম থেকে দূরে থাকা, এ প্রভুর কাছে গ্রহণযোগ্য কর্ম।
উ তাঁকে সমস্ত হৃদয় দিয়ে, সমস্ত বুদ্ধি দিয়ে ও সমস্ত শক্তি দিয়ে ভালবাসা এবং প্রতিবেশীকে নিজের মত ভালবাসা সমস্ত আহুতি ও বলিদানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

দ্বিতীয় পাঠ - ২য় ভাতিকান বিশ্বজনীন মহাসভার, বর্তমান জগতে মণ্ডলী বিষয়ক পালকীয় সংবিধান

আনন্দ ও প্রত্যাশা ৪৮

বিবাহ ও পরিবারের পবিত্রতা

নর ও নারী, যাঁরা দাম্পত্যজীবনের সন্ধির ফলে *আর দু'জন নয়, বরং একদেহ*, তাঁরা ব্যক্তিত্ব ও ক্রিয়াকর্মের ঘনিষ্ঠ সংযোগে একে অন্যের প্রতি পারস্পরিক সহায়তা ও সেবা করেন, আপন ঐক্যের অর্থের অভিজ্ঞতা করেন ও দিনে দিনে তা পূর্ণতর ভাবে সাফল্যমণ্ডিত করেন। দু'জন ব্যক্তির পারস্পরিক আত্মদান ব'লে এ ঘনিষ্ঠ ঐক্য, এমনকি সন্তানদের মঙ্গলও দম্পতির পূর্ণ বিশ্বস্ততা দাবি করে ও তাঁদের অবিচ্ছেদ্য একতা আবশ্যক বলে ঘোষণা করে।

ঐশভালবাসার উৎস থেকে নির্গত ও মণ্ডলীর সঙ্গে প্রভুর আপন সংযোগের আদর্শের উপরে প্রতিষ্ঠিত এ বহুমুখী ভালবাসাকে খ্রীষ্ট প্রভু প্রচুর আশিসে ধন্য করেছেন। কেননা যেমন একসময় ঈশ্বর ভালবাসা ও বিশ্বস্ততার সন্ধি স্থাপন করায়ই আপন মনোনীত জাতির কাছে এগিয়ে গেছিলেন, তেমনি এখন মানবত্রাতা ও মণ্ডলীর বর বিবাহ-সাক্রামেন্তের মধ্য দিয়েই খ্রীষ্টান দম্পতির কাছে এগিয়ে আসেন। তাছাড়া তিনি তাঁদের সঙ্গে থাকেন, যাতে যেমন তিনি মণ্ডলীকে ভালবাসলেন ও তার জন্য নিজেকে সঁপে দিলেন, তেমনি দম্পতিও পারস্পরিক আত্মদানে

একে অপরকে চিরবিশ্বস্ততায় ভালবাসতে পারেন। প্রকৃত দাম্পত্য-ভালবাসা ঐশভালবাসার মধ্যে গৃহীত হয়, ও খ্রীষ্টের মুক্তিদায়ী শক্তি ও মণ্ডলীর পরিত্রাণদায়ী কর্ম দ্বারা সুস্থির ও প্রসারিত হয়ে ওঠে, যাতে করে দম্পতি সফলভাবে ঈশ্বরের কাছে চালিত হতে পারেন ও মাতাপিতার উৎকৃষ্ট দায়িত্ব-পালনে সহায়তা ও শক্তি লাভ করতে পারেন। এজন্য খ্রীষ্টান দম্পতিকে আপন জীবনাশ্রমের ভূমিকা ও মর্যাদার উদ্দেশ্যে বিশেষ একটি সাক্রামেন্ত দ্বারা শক্তিমণ্ডিত ও কেমন যেন পবিত্রীকৃতই করা হয়; ও তেমন সাক্রামেন্ত গুণে আপন দাম্পত্য ও পারিবারিক কর্তব্য পালন করতে করতে তাঁরা সেই খ্রীষ্টেরই আত্মায় অনুপ্রাণিত হয়ে, যাঁর দ্বারা তাঁদের গোটা জীবন বিশ্বাস, আশা ও ভালবাসায় পরিব্যাপ্ত, আপন জীবন-সিদ্ধি ও পারস্পরিক পবিত্রীকরণের নিত্য উচ্চতর পর্যায়ে এসে পৌঁছেন, আর এভাবে তাঁরা একসঙ্গে ঈশ্বরকেও গৌরবান্বিত করেন।

মাতাপিতার আদর্শ ও পারিবারিক প্রার্থনা দ্বারা পূর্বশিক্ষা লাভ ক'রে সন্তানেরা, এমনকি পরিবারে যারা একসঙ্গে বাস করে, তারা সকলেই সহজে মানবতা, পরিত্রাণ ও পবিত্রতার পথের সন্ধান পাবে। তবু দম্পতি, পিতৃত্ব ও মাতৃত্বের মর্যাদা ও ভূমিকায় ভূষিত হয়ে, শিক্ষা-দীক্ষা—বিশেষভাবে ধর্মীয় শিক্ষা-দীক্ষারই কর্তব্য পূরণ করবেন যা প্রথমে তাঁদেরই দায়িত্ব।

পরিবারের জীবন্ত অঙ্গ বিধায় সন্তানেরা তাদের বিশেষ ভূমিকা অনুসারে মাতাপিতার পবিত্রীকরণের উদ্দেশ্যে সহায়তা দান করে। বিশেষত মাতাপিতার কাছ থেকে যে উপকার পেয়ে থাকে তার প্রতিদানে তারা তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা, ভক্তি ও আস্থা দেখাবে, এবং কষ্টের দিনে ও বৃদ্ধ বয়সের নিঃসঙ্গতার সময়ে সন্তানসুলভ আচরণে তাঁদের কাছে কাছে থাকবে।

শ্লোক এফে ৫:৩২,২৫,৩৩

প্র এই রহস্য মহান, কিন্তু আমি খ্রীষ্ট ও মণ্ডলীর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেই একথা বললাম।
উ খ্রীষ্ট মণ্ডলীকে ভালবাসলেন ও তার জন্য নিজেকে সম্পূর্ণরূপেই দান করলেন।
প্র স্বামী যেন স্ত্রীকে নিজের মত ভালবাসে, এবং স্ত্রী যেন স্বামীকে শ্রদ্ধা করে।
উ খ্রীষ্ট মণ্ডলীকে ভালবাসলেন ও তার জন্য নিজেকে সম্পূর্ণরূপেই দান করলেন।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - যাত্রা ১৪:১০-৩১

লোহিত সাগর পার

ফারাও কাছাকাছি এলেই ইস্রায়েল সন্তানেরা চোখ তুলে চাইল, আর দেখ, তাদের পিছনে মিশরীয়েরা ধাওয়া করছে! ভীষণ ভয়ে অভিভূত হয়ে ইস্রায়েল সন্তানেরা চিৎকার করে প্রভুকে ডাকতে লাগল। তারা মোশীকে বলল, 'মিশরে কবর ছিল না বিধায়ই তুমি কি আমাদের এই মরুপ্রান্তরে মরতে নিয়ে এসেছ? মিশর থেকে আমাদের বের করে নেওয়ায় তুমি আমাদের কী করলে? আমরা কি মিশর দেশে তোমাকে ঠিক একথা বলছিলাম না? আমরা তো বলেছিলাম, আমাদের ছেড়ে চলে যাও! আমরা মিশরীয়দের অধীনে দাসত্ব করব, কেননা মরুপ্রান্তরে মরার চেয়ে মিশরের দাসত্বই ভাল।' কিন্তু মোশী লোকদের বললেন, 'ভয় করো না, স্থির হয়ে দাঁড়াও; তবেই দেখতে পাবে, প্রভু তোমাদের জন্য আজ কেমন পরিত্রাণ সাধন করবেন। কেননা এই যে মিশরীয়দের আজ দেখতে পাচ্ছ, এদের তোমরা আর কখনও দেখবে না। প্রভুই তোমাদের হয়ে যুদ্ধ করবেন; তোমরা শুধু শান্ত থাক।'

তখন প্রভু মোশীকে বললেন, 'আমার কাছে কেন চিৎকার করছ? ইস্রায়েল সন্তানদের এগিয়ে যেতে বল। আর তুমি লাঠি তুলে সমুদ্রের উপরে হাত বাড়াও, সমুদ্রকে দু'ভাগ করে ফেল, যেন ইস্রায়েল সন্তানেরা শুকনা মাটির উপর দিয়েই সমুদ্রের মধ্যে প্রবেশ করে। এদিকে আমি মিশরীয়দের হৃদয় কঠিন করব, যেন তারা এদের পিছনে ধাওয়া করে, আর এইভাবে আমি ফারাও, তার সকল সৈন্য, তার সমস্ত রথ ও তার অশ্বারোহীদের উপরে গৌরবান্বিত হব। হ্যাঁ, ফারাও ও তার সমস্ত রথ ও তার অশ্বারোহীদের উপরে আমি যখন আমার গৌরব প্রকাশ করব, তখন মিশরীয়েরা জানতে পারবে যে, আমিই প্রভু!'

তখন পরমেশ্বরের যে দূত ইস্রায়েল-বাহিনীর পুরোভাগে চলছিলেন, তিনি সরে গিয়ে তাদের পশ্চাদ্ভাগে

গেলেন, মেঘস্তম্ভটিও তাদের অগ্রভাগ থেকে সরে গিয়ে তাদের পশ্চাদ্ভাগে স্থান নিল; স্তম্ভটি মিশরের শিবির ও ইস্রায়েলের শিবিরের মাঝখানেই চলে এল। সেই মেঘও ছিল, সেই অন্ধকারও ছিল, অথচ তাতে রাত্রি আলোকিত হল, কিন্তু সারারাত ধরে এক দল অন্য দলের কাছে এল না। তখন মোশী সমুদ্রের উপরে হাত বাড়ালেন, এবং প্রভু সারারাত ধরে প্রবল পুববাতাস দ্বারা সমুদ্রকে সরিয়ে দিয়ে তা শুষ্ক ভূমি করলেন; তাতে জল দু'ভাগ হল, এবং ইস্রায়েল সন্তানেরা শুকনা মাটির উপর দিয়ে সমুদ্রের মধ্যে প্রবেশ করল—তাদের ডান ও বাঁ পাশে জলরাশি দেওয়ালস্বরূপ ছিল। ফারাওর সকল অশ্ব ও রথ এবং অশ্বারোহী, মিশরীয়েরা সকলেই ধাওয়া করে তাদের পিছু পিছু সমুদ্রের মধ্যে প্রবেশ করল।

রাত্রির শেষ প্রহরে প্রভু সেই অগ্নিময় মেঘস্তম্ভ থেকে মিশরীয়দের সৈন্যদলের উপর দৃষ্টিপাত করে তাদের বিভ্রান্ত করে দিলেন। তিনি তাদের রথের চাকা আটকে দিলেন, ফলে তাদের পক্ষে রথ চালানোটা কষ্টকর হল। তখন মিশরীয়েরা বলল, 'চল, আমরা ইস্রায়েলের সামনে থেকে পালাই, কারণ প্রভু তাদের পক্ষেই মিশরীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছেন।' প্রভু তখনই মোশীকে বললেন, 'সমুদ্রের উপরে হাত বাড়াও: জলরাশি ফিরে মিশরীয়দের উপরে ও তাদের রথের উপরে ও অশ্বারোহীদের উপরে এসে পড়ুক।' তাই মোশী সমুদ্রের উপরে হাত বাড়ালেন, আর সকাল হতে না হতেই সমুদ্র আবার তার সাধারণ গতিপথে ফিরে এল, আর মিশরীয়েরা ঠিক তার আগে আগে পালাতে পালাতেই প্রভু সমুদ্রের মধ্যেই তাদের উল্টিয়ে দিলেন। ফারাওর সমস্ত সৈন্যদলের যত রথ ও অশ্বারোহী, যারা ইস্রায়েল সন্তানদের পিছু পিছু সমুদ্রে প্রবেশ করেছিল, জলরাশি ফিরে এসে তাদের নিমজ্জিত করল: তাদের একজনও রক্ষা পেল না। কিন্তু ইস্রায়েল সন্তানেরা শুকনা মাটিতেই সমুদ্রের মধ্য দিয়ে চলল—তাদের ডান ও বাঁ পাশে জলরাশি দেওয়ালস্বরূপ ছিল।

এইভাবেই প্রভু সেদিন মিশরীয়দের হাত থেকে ইস্রায়েলকে ত্রাণ করলেন, ও ইস্রায়েল সমুদ্রের ধারে মিশরীয়দের মৃতদেহ দেখল; মিশরীয়দের বিরুদ্ধে প্রভু যে মহাকর্ম সাধন করেছিলেন, ইস্রায়েল যখন তা দেখতে পেল, তখন জনগণ প্রভুকে ভয় করল এবং প্রভুতে ও তাঁর দাস মোশীতে বিশ্বাস রাখল।

শ্লোক যাত্রা ১৫:১,২,৩ দ্রঃ

প্র এসো, প্রভুর উদ্দেশে গান গাই, তিনি যে সাধন করলেন আশ্চর্য কাজ—তিনি অশ্ব অশ্বারোহীকে সমুদ্রে ফেলে দিলেন।

উ প্রভুই আমার শক্তি, আমার স্তবগান, তিনি হলেন আমার পরিত্রাণ।

প্র প্রভু মহাযোদ্ধা, সর্বশক্তিমান প্রভুই তো তাঁর নাম;

উ প্রভুই আমার শক্তি, আমার স্তবগান, তিনি হলেন আমার পরিত্রাণ।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু যোহন খ্রীসোস্তমের ধর্মশিক্ষা **৩য় ধর্মশিক্ষা ২৪-২৭**

মোশী ও খ্রীষ্ট

ইহুদীরা নানা অলৌকিক কাজ দেখেছিল; মিশর থেকে বেরিয়ে যাবার সময়ে তারা যা যা দেখেছিল, তার চেয়ে তুমিও মহত্তর ও উজ্জ্বল কিছু দেখতে পাবে। তুমি তো ফারাওকে তার সমস্ত রথ সহ জলে নিমজ্জিত হতে দেখনি, তবু তুমি দেখেছ, শয়তান তার সমস্ত সেনাদল সহ তরঙ্গমালায় ডুবে গেছে। তারা সমুদ্র পার হল, তুমি মৃত্যুকে অতিক্রম করলে। তারা মিশরীয়দের হাত থেকে, তুমি অপদূতদের হাত থেকে মুক্তি পেয়েছ; ইহুদীরা বর্বর দাসত্ব ছেড়ে চলে গেছিল, তুমি পাপের অধিক কষ্টকর দাসত্ব ছেড়ে চলে এসেছ।

তুমি কি অন্যভাবেই জানতে চাও কীভাবে তুমি মহত্তর উপহারে সম্মানিত হয়েছ? মোশী তাদের স্বজাতির মানুষ ও তাদের মত ক্রীতদাস হলেও সেসময়ের ইহুদীরা তাঁর গৌরবমণ্ডিত মুখের দিকে চোখ নিবদ্ধ রাখতে পারছিল না; তুমি কিন্তু খ্রীষ্টের মুখ তাঁর পূর্ণ গৌরবেই দেখতে পেয়েছ। পলও বলে ওঠেন, *আমরা তো প্রভুর গৌরব অনাবৃত মুখেই দেখতে পাচ্ছি।* সেসময় খ্রীষ্ট ইহুদীদের অনুসরণ করতেন, তিনি কিন্তু এখন আরও সত্যকার ভাবেই আমাদের অনুসরণ করেন। তারা মিশরের পর প্রান্তর পেল, এ প্রবাসকালের পরে তুমি স্বর্গই পাবে; পরিচালক ও নেতা হিসাবে তাদের সেই বিখ্যাত মোশী ছিলেন, আমাদের কিন্তু অন্য মোশী তথা সেই স্বয়ং

ঈশ্বর আছেন যিনি আমাদের পরিচালক ও অগ্রনেতা।

সেই মোশীর কী বৈশিষ্ট্য ছিল? শাস্ত্র বলে, তিনি মর্তবাসীদের মধ্যে সবচেয়ে নম্র মানুষ ছিলেন। তেমন বৈশিষ্ট্য আমরা অবশ্যই আমাদের মোশীর বেলায় আরোপ করতে পারি যিনি মাধুর্যপূর্ণ ও তাঁর সহ-স্বরূপময় আত্মা দ্বারা আবিষ্ট ছিলেন।

সেসময় মোশী স্বর্গের দিকে হাত তুলতেন যেখান থেকে স্বর্গদূতদের খাদ্য সেই মান্না নেমে আসত; আমাদের মোশী কিন্তু স্বর্গের দিকে হাত তুলে আমাদের শাশ্বত খাদ্য ব্যবস্থা করেন। সেই মোশী শৈল আঘাত করে তা থেকে জল প্রবাহিত করেছিলেন, এ মোশী ভোজন-টেবিল স্পর্শ করেন এবং এ দিব্য টেবিল আঘাত করে আত্মার উৎসধারা নির্গত করেন। এজন্যই টেবিলটা জলের উৎসের মত মাঝখানেই বসান হয়, যাতে মেষগুলি সবদিক দিয়ে তার কাছে আসতে পারে ও পরিত্রাণদায়ী জলের উৎসের ধারে তৃষ্ণা মেটাতে পারে।

যখন আমাদের তেমন জলের উৎস, তেমন জীবন-ঝরনা ও তেমন ভোজন-টেবিল রয়েছে যা অসংখ্য মঙ্গলদানের প্রাচুর্যে ও আত্মিক দানগুলির আতিশয্যে পূর্ণ, তখন এসো, সরল অন্তরে ও পবিত্র মনে এগিয়ে আসি, যেন প্রয়োজনের দিনে অনুগ্রহ ও দয়া পেতে পারি—আমাদের প্রভু ও ত্রাণকর্তা যীশুখ্রীষ্ট সেই ঈশ্বরের একমাত্র পুত্রেরই অনুগ্রহ ও দয়া গুণে যাঁর দ্বারা ও যাঁর সঙ্গে পিতা ও জীবনদায়ী আত্মার কাছে গৌরব, সম্মান, পরাক্রম হোক এখন ও চিরকাল যুগে যুগান্তরে। আমেন।

শ্লোক হিব্রু ১১:২৪-২৫,২৬,২৭ দ্রঃ

℣ বিশ্বাসে মোশী ফারাওর পরিবারভুক্ত হতে অস্বীকার করলেন না; পাপে ক্ষণিক সুখ-ভোগের চেয়ে তিনি বরং ঈশ্বরের জনগণের সঙ্গে নিপীড়ন ভোগ করা শ্রেয় মনে করলেন:

℟ তিনি ঈশ্বর থেকে আগত পুরস্কারের দিকেই চোখ নিবদ্ধ রাখছিলেন।

℣ মিশরের সমস্ত ধন-ঐশ্বর্যের চেয়ে তিনি খ্রীষ্টের দুর্নামকেই মহা ঐশ্বর্য বলে মনে করলেন:

℟ তিনি ঈশ্বর থেকে আগত পুরস্কারের দিকেই চোখ নিবদ্ধ রাখছিলেন।

মঙ্গলবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - দ্বিঃবিঃ ২৬:১-১৯

আব্রাহাম-সন্তানদের বিশ্বাস-স্বীকারোক্তি

তোমার পরমেশ্বর প্রভু যে দেশ উত্তরাধিকার-রূপে তোমাকে দিতে যাচ্ছেন, তুমি যখন সেই দেশে প্রবেশ করে তা অধিকার করবে ও সেখানে বাস করবে, তখন, প্রভু যে দেশ তোমাকে দিতে যাচ্ছেন, তুমি সেই দেশে উৎপন্ন সকল ভূমির ফলের প্রথমাংশ থেকে কিছু কিছু নিয়ে ঝুড়িতে করে, তোমার পরমেশ্বর প্রভু তাঁর আপন নামের আবাসরূপে যে স্থান বেছে নেবেন, সেইখানে যাবে। তুমি সেই সময়ে কার্যরত যাজকের সামনে গিয়ে উপস্থিত হয়ে তাকে বলবে: আমি আজ তোমার পরমেশ্বর প্রভুর কাছে স্বীকার করি যে, প্রভু যে দেশ আমাদের দেবেন বলে আমাদের পিতৃপুরুষদের কাছে শপথ করেছিলেন, আমি সেই দেশে প্রবেশ করেছি। তখন যাজক তোমার হাত থেকে সেই ঝুড়ি তুলে নিয়ে তোমার পরমেশ্বর প্রভুর যজ্ঞবেদির সামনে রাখবে, আর তুমি তোমার পরমেশ্বর প্রভুর সাক্ষাতে এই কথা বলবে: আমার পিতা একজন ভবঘুরে আরামীয় ছিলেন; তিনি মিশরে গিয়ে সেখানে স্বল্প লোকদের সঙ্গে প্রবাসী হয়ে থাকলেন, এবং সেখানে মহৎ, পরাক্রমী ও বহুসংখ্যক জাতি হয়ে উঠলেন। মিশরীয়েরা আমাদের প্রতি দুর্ব্যবহার করল, আমাদের অবনমিত করল ও আমাদের মাথায় কঠোর দাসত্বের ভার চেপে দিল; তখন আমরা চিৎকার করে আমাদের পিতৃপুরুষদের পরমেশ্বর প্রভুকে ডাকলাম, আর প্রভু আমাদের ডাক শুনলেন, তিনি দেখলেন আমাদের কষ্ট, আমাদের পরিশ্রম ও আমাদের অত্যাচার। প্রভু শক্তিশালী হাতে, প্রসারিত বাহুতে ও ভয়ঙ্কর বিভীষিকা দেখিয়ে এবং নানা চিহ্ন ও অলৌকিক লক্ষণ দেখিয়ে মিশর থেকে আমাদের বের করে আনলেন। তিনি আমাদের এই স্থানে নিয়ে এসেছেন, এবং এই দেশ, দুধ ও মধু-প্রবাহী এই দেশ

আমাদের দিয়েছেন। আর এখন, প্রভু, দেখ, তুমি আমাকে যে ভূমি দিয়েছ, তার ফলের প্রথমাংশ আমি আনছি। পরে তুমি তোমার পরমেশ্বর প্রভুর সামনে তা রেখে তোমার পরমেশ্বর প্রভুর সাক্ষাতে প্রণিপাত করবে; তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমাকে ও তোমার ঘরের সকলকে যা কিছু মঙ্গল দান করেছেন, সেই সব কিছুতে তুমি, সেই লেবীয় ও তোমার মধ্যে বাস করে সেই প্রবাসী, এই তোমরা সকলেই আনন্দ করবে।

তৃতীয় বছরে, অর্থাৎ দশমাংশ-বর্ষে, তোমার আয়ের সমস্ত দশমাংশ তুলে নেওয়া শেষ করার পর তুমি যখন লেবীয়কে, প্রবাসীকে, এতিমকে ও বিধবাকে তা দেবে যেন তারা তোমার নগরদ্বারের মধ্যে তা খেয়ে তৃপ্তি পায়, তখন তুমি তোমার পরমেশ্বর প্রভুর সাক্ষাতে একথা বলবে: তুমি যে সমস্ত আজ্ঞা আমাকে দিয়েছ, সেই অনুসারে আমার ঘরে পবিত্রীকৃত যা কিছু ছিল, তা আমি আমার ঘর থেকে বের করে লেবীয়কে, প্রবাসীকে, এতিমকে ও বিধবাকে দিয়েছি; তোমার কোন আজ্ঞা লঙ্ঘন করিনি ও ভুলে যাইনি। আমার শোকের দিনে আমি তার কিছুই খাইনি, অশুচি অবস্থায় তার কিছুই তুলে নিইনি, এবং মৃতলোকের উদ্দেশে তার কিছুই দিইনি; আমি আমার পরমেশ্বর প্রভুর প্রতি বাধ্য হয়েছি; তুমি আমাকে যেমন আজ্ঞা করেছ, আমি সেই অনুসারে ব্যবহার করেছি। তুমি তোমার পবিত্র আবাস থেকে, সেই স্বর্গ থেকে চেয়ে দেখ, তোমার জনগণ ইস্রায়েলকে আশীর্বাদ কর, এবং আমাদের পিতৃপুরুষদের কাছে তোমার শপথ অনুসারে যে দেশভূমি আমাদের দিয়েছ, দুধ ও মধু-প্রবাহী সেই দেশকেও আশীর্বাদ কর।

আজ তোমার পরমেশ্বর প্রভু এই সকল বিধি ও নিয়মনীতি পালন করতে তোমাকে আজ্ঞা করছেন; তুমি তোমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে ও তোমার সমস্ত প্রাণ দিয়ে এই সমস্ত কথা সযত্নে মেনে চল ও পালন কর।

আজ তুমি প্রভুর কাছ থেকে এই প্রতিজ্ঞা পেয়েছ যে, তিনি হবেন তোমার পরমেশ্বর; অবশ্যই, তুমি যদি তাঁর সমস্ত পথে চল, তাঁর বিধি, তাঁর আজ্ঞা ও তাঁর নিয়মনীতি সবই পালন কর, এবং তাঁর প্রতি বাধ্যতা দেখাও।

আজ প্রভু তোমার কাছ থেকে এই প্রতিজ্ঞা পেয়েছেন যে, তাঁর কথামত তুমি হবে তাঁরই নিজস্ব জনগণ; অবশ্যই, তুমি যদি তাঁর সমস্ত আজ্ঞা পালন কর; তবে প্রশংসা, সুনাম ও মর্যাদা ক্ষেত্রে, তিনি তাঁর গড়া সমস্ত জাতির চেয়ে তোমাকেই ঊর্ধ্বে প্রতিষ্ঠিত করবেন, এবং তিনি যেমন প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, সেই অনুসারে তুমি তোমার পরমেশ্বর প্রভুর উদ্দেশে পবিত্রীকৃতই এক জাতি হবে।

শ্লোক ১ পি ২:৯,১০; দ্বিঃবিঃ ৭:৭,৮ দ্রঃ

প্র তোমরাই সেই জাতি যাকে ঈশ্বর নিজের জন্য কিনেছেন, সেই তোমরা যারা এককালে ছিলে 'জনগণ-নয়', এখন কিন্তু ঈশ্বরের আপন জনগণ।

উ তোমরা ছিলে দয়া থেকে বিচ্ছিন্ন, এখন কিন্তু দয়া পেয়েই গেছ।

প্র প্রভু তোমাদের প্রতি আসক্ত হয়েছেন ও তোমাদের বেছে নিয়েছেন, এবং দাসত্ব-অবস্থা থেকে তোমাদের পক্ষে মুক্তিকর্ম সাধন করেছেন।

উ তোমরা ছিলে দয়া থেকে বিচ্ছিন্ন, এখন কিন্তু দয়া পেয়েই গেছ।

দ্বিতীয় পাঠ - আলেকজান্দ্রিয়ার বিশপ সাধু সিরিল-লিখিত 'আত্মা ও সত্যের শরণে উপাসনা'

৮ম পুস্তক

মোশী ও বিধানের পরে খ্রীষ্টই হয়ে উঠলেন আমাদের অগ্রনেতা

প্রাক্তন সন্ধির নানা স্থানে খ্রীষ্ট-রহস্যের স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়, এবং একপ্রকারে আমাদের ত্রাণকর্তার যন্ত্রণাভোগেরই কথা বর্ণিত হয় যার মধ্যে ও যা দ্বারা আমরা সেই সমস্ত অমঙ্গল থেকে মুক্তি পেয়েছি যা আমাদের বিচলিত করতে পারছিল ও নিরাময়ের অতীত দুর্দশায় আমাদের নিক্ষিপ্ত করেছিল। সেই যে ব্যবস্থা, যা অনুসারে প্রতি সাত বছর ঋণ-শোধ করা হত, তাতে সার্বজনীন পরিশোধ-কালের দৃষ্টান্ত পূর্বপ্রদর্শিত ছিল; সেই কশাঘাত দণ্ড যে চল্লিশ কশাঘাতের ঊর্ধ্বে চালিয়ে যেতে নেই, তাও ইঙ্গিত করে দেহধারী একমাত্র পুত্রের সেই ব্যবস্থা-কাল, আমাদের পক্ষে সেই অতি প্রত্যাশিত কাল যখন *তাঁরই ক্ষতগুণে আমরা নিরাময় হলাম।* তিনি তো *আমাদের শঠতার জন্যই চূর্ণবিচূর্ণ হয়েছেন,* যখন ইস্রায়েলীয়েরা তাঁকে নির্মম ভাবে অপমান করছিল ও পিলাত

তাঁকে কশাঘাত করিয়েছিল—আর সেইসময় আমরা যত দণ্ড ও যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাচ্ছিলাম!

কেননা একসময় কশা দিয়ে পাপীকে বহু আঘাতে মারা হত, খ্রীষ্টকে কিন্তু আমাদের জন্যই কশাঘাত করা হল: যেহেতু তিনি সকলের হয়ে উপস্থিত হলেন, সেজন্য তিনি যেমন সকলের জন্য মৃত্যু বরণ করলেন, তেমনি সকলের জন্য তাঁকে কশাঘাতও করা হল।

সুতরাং কশাঘাত যে চল্লিশ আঘাতের ঊর্ধ্বে চালিয়ে যাওয়া হবে, তা বিধান নিষেধ করত, যাতে খ্রীষ্টের আগমন পর্যন্ত কোন দণ্ড অতিমাত্রায় না দেওয়া হয়: একপ্রকারে আঘাতগুলি বন্ধ করা হয়, ও একইসময় ঋণ-শোধের কাল পূর্বঘোষিত হয়। কেননা দৃষ্টান্তের মধ্যে সত্যের সৌন্দর্য নিহিত।

একথাও জানতে হবে যে, ঈশ্বরকে অপমান করেছিল বিধায় ইস্রায়েল চল্লিশ বছর প্রান্তরে লক্ষ্যহীন ভাবে পথ চলেছিল; ঈশ্বর শপথ করে বলেছিলেন, তিনি প্রতিশ্রুত দেশে তাদের প্রবেশ করাবেন না; তবু একাল অতিবাহিত হলে তাঁর ক্রোধ প্রশমিত হল, আর তাদের বংশধরেরা যর্দন পার হয়ে সেই দেশে প্রবেশ করল, কেননা তাঁর অসন্তোষ চল্লিশ বছরের ঊর্ধ্বে যায়নি। অতএব কশা দিয়ে কাউকে যে চল্লিশ আঘাতের ঊর্ধ্বে মারতে নেই, একথা সেই সবকিছুর স্পষ্ট দৃষ্টান্ত ছিল; কেননা তেমন সংখ্যায় সেই ক্ষমার কাল জড়িত ছিল যা আমাদের যর্দনের আধ্যাত্মিক পারে চালিত করার কথা; আর শুধু তা নয়, আমরা চালিত হয়েছি সেই পাথুরে ছুরি তথা আধ্যাত্মিক পরিচ্ছেদনের কাছে, আর পরিশেষে যীশুর রাজ-অধিকারের কাছে: কেননা মোশী ও বিধানের পরে খ্রীষ্টই হয়ে উঠলেন আমাদের অগ্রনেতা।

শ্লোক ইসা ৫৩:৫; ১ পি ২:২৪

প্র তিনি কিন্তু আমাদেরই অন্যায়-অপকর্মের জন্য অপমানের পাত্র হয়েছেন; আমাদের শঠতার জন্যই চূর্ণবিচূর্ণ হয়েছেন; আমাদের শান্তির পণ সেই শাস্তি তাঁর উপরে নেমে পড়ল।
উ তাঁরই ক্ষতগুণে আমরা নিরাময় হলাম।
প্র তিনি নিজের দেহে আমাদের সমস্ত পাপ ক্রুশবৃক্ষের উপরে তুলে বহন করলেন, আমরা যেন পাপের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ধর্মময়তার উদ্দেশে জীবনযাপন করি।
উ তাঁরই ক্ষতগুণে আমরা নিরাময় হলাম।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - যাত্রা ১৬:১-১৮,৩৫

প্রান্তরে মান্না-বর্ষণ

সেসময় তারা এলিম থেকে শিবির তুলল, এবং মিশর দেশ থেকে তাদের চলে যাওয়ার পর দ্বিতীয় মাসের পঞ্চদশ দিনে ইস্রায়েল সন্তানদের গোটা জনমণ্ডলী সীন মরুপ্রান্তরে এসে পৌঁছল, তা এলিম ও সিনাইয়ের মাঝখানেই রয়েছে। মরুপ্রান্তরে ইস্রায়েল সন্তানদের গোটা জনমণ্ডলী মোশী ও আরোনের বিরুদ্ধে গজগজ করল। ইস্রায়েল সন্তানেরা তাঁদের বলল, 'হায়, আমরা কেন মিশর দেশে প্রভুর হাতে মরিনি? তখন মাংসের হাঁড়ির কাছেই বসতাম, তৃপ্তির সঙ্গেই রুটি খেতাম। আর এখন তোমরা আমাদের বের করে এই উদ্দেশ্যেই এই মরুপ্রান্তরে এনেছ, যেন এই গোটা জনসমাবেশের সকলেই ক্ষুধায় মারা যায়!'

তখন প্রভু মোশীকে বললেন, 'আমি তোমাদের জন্য স্বর্গ থেকে রুটি বর্ষণ করতে যাচ্ছি; লোকেরা বাইরে গিয়ে প্রতিদিন দিনের খাবার কুড়াবে, যেন আমি তাদের যাচাই করে দেখতে পারি, তারা আমার বিধানমতে চলে কিনা। ষষ্ঠ দিনে তারা যা ঘরে আনবে, তা যখন প্রস্তুত করবে, তখন অন্যান্য দিনে তারা যতটা কুড়িয়ে আনে, তার দ্বিগুণ হবে।' তাই মোশী ও আরোন সকল ইস্রায়েল সন্তানকে বললেন, 'আজ সন্ধ্যায় তোমরা জানবে যে, প্রভু তোমাদের মিশর দেশ থেকে বের করে এনেছেন; আর আগামীকাল সকালে তোমরা প্রভুর গৌরব দেখতে পাবে, কেননা প্রভুর বিরুদ্ধে গজগজ করে তোমরা যা বলেছ, তা তিনি শুনেছেন। আসলে আমরা কে যে তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে গজগজ কর?' মোশীর একথার অর্থ এ ছিল: 'প্রভু সন্ধ্যাবেলায় তোমাদের মাংস খেতে দেবেন,

ও সকালে তোমাদের তৃপ্তিমতই রুটি দেবেন, কারণ প্রভুর বিরুদ্ধে গজগজ করে তোমরা যা বলেছ, তা তিনি শুনেছেন। আমরা কে? তোমাদের গজগজানি আমাদের বিরুদ্ধে নয়, প্রভুরই বিরুদ্ধে যাচ্ছে।'

তখন মোশী আরোনকে বললেন, 'ইস্রায়েল সন্তানদের গোটা জনমণ্ডলীকে বল, প্রভুর সামনে এগিয়ে এসো, কারণ তিনি তোমাদের গজগজানি শুনেছেন।' তখন এমনটি ঘটল যে, আরোন ইস্রায়েল সন্তানদের গোটা জনমণ্ডলীকে একথা বলছিলেন, এমন সময় তারা মরুপ্রান্তরের দিকে মুখ ফেরাল; আর দেখ, মেঘটির মধ্যে প্রভুর গৌরব দেখা দিল।

প্রভু মোশীকে বললেন, 'আমি ইস্রায়েল সন্তানদের গজগজানি শুনেছি; তুমি তাদের বল, সূর্যাস্তের সময়ে তোমরা মাংস খাবে, ও সকালে তৃপ্তি সহকারে রুটি খাবে; তখন জানতে পারবে যে, আমি প্রভু, তোমাদের পরমেশ্বর।' সন্ধ্যাবেলায় ভারুই পাখি উড়ে এসে গোটা শিবির ঢেকে দিল, এবং সকালে শিবিরের চারদিকে জমাট শিশির পড়ে ছিল। পরে সেই জমাট শিশির উবে গেলে, সেখানে, মরুভূমির বুকেই কী যেন একটা পাতলা ঝুরোঝুরো জিনিস পড়ে রইল—মাটির উপরে তুষারকণার মত পাতলা কোন কিছু। তা দেখে ইস্রায়েল সন্তানেরা একে অপরকে বলল, 'ওটা কী?' কারণ তারা জানত না, জিনিসটা কি। তখন মোশী বললেন, 'ওটা সেই রুটি, যা প্রভু তোমাদের খাবার জন্য দিয়েছেন। এবিষয়ে প্রভুর আজ্ঞা এ: তোমরা প্রত্যেকজন যে যতটা খেতে পার, সেই অনুসারে তা কুড়িয়ে নাও; তোমরা প্রত্যেকজন নিজ নিজ তাঁবুর লোকসংখ্যা অনুসারে এক একজনের জন্য এক হোমর পরিমাণে তা কুড়িয়ে নাও।' ইস্রায়েল সন্তানেরা সেইমত করল: কেউ বেশি, কেউ অল্প কুড়িয়ে নিল। কিন্তু যখন তা হোমরে মাপা হল, তখন যে বেশি জড় করে নিয়েছিল, তার অতিরিক্ত হল না, এবং যে অল্প জড় করেছিল, তার কম পড়ল না: তারা প্রত্যেকে যে যতটা খেতে পারত, সেই অনুসারে কুড়িয়ে নিয়েছিল।

ইস্রায়েল সন্তানেরা চল্লিশ বছর—যতদিন না বসতি করার মত এক দেশে এসে পৌঁছল, ততদিন সেই মান্না খেল; কানান দেশের প্রান্তসীমায় এসে না পৌঁছা পর্যন্ত তারা মান্না খেল।

শ্লোক প্রজ্ঞা ১৬:২০; যোহন ৬:৩২

প্র স্বর্গদূতদের খাদ্য দিয়েই তুমি মিটিয়েছ তোমার জনগণের ক্ষুধা, স্বর্গ থেকে তাদের অর্পণ করেছ এমন রুটি, বিনা কষ্টে প্রস্তুতই পাওয়া এমন রুটি,

উ যে রুটি যত তৃপ্তি এনে দিতে পারে, মেটাতে পারে যত রুচি।

প্র মোশীই যে স্বর্গ থেকে রুটি তোমাদের দান করেছেন তা নয়, আমার পিতাই স্বর্গ থেকে সত্যকার রুটি তোমাদের দান করছেন,

উ যে রুটি যত তৃপ্তি এনে দিতে পারে, মেটাতে পারে যত রুচি।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু আগস্তিন-লিখিত 'সামসঙ্গীত-মালায় উপদেশাবলি' **সাম ১৪০, ১-২**

গোটা খ্রীষ্টদেহের যন্ত্রণাভোগ

প্রভু, তোমাকে ডাকছি, আমাকে সাড়া দাও। একথা আমরা সকলেই বলতে পারি। আমি তো তা বলি না, গোটা খ্রীষ্টই তা বলেন। তা কিন্তু আরও বিশেষভাবে দেহের হয়েই খ্রীষ্টের দ্বারা বলা হয়েছে, কেননা তিনি যখন এখানে ছিলেন, তখন দেহ ধারণ করতে করতেই প্রার্থনা করলেন, ও দেহের ব্যক্তিত্ব হিসাবেই তিনি পিতার কাছে প্রার্থনা করলেন। আর তিনি প্রার্থনা করতে করতে তাঁর গোটা দেহ থেকে রক্তবিন্দু গড়িয়ে পড়ছিল, যেইভাবে সুসমাচারে লেখা আছে, *খ্রীষ্ট একান্ত প্রার্থনা করছিলেন, আর তাঁর দেহ থেকে রক্ত ঘামছিল।* গোটা মণ্ডলীর সাক্ষ্যমরদের যন্ত্রণাভোগ ছাড়া গোটা দেহের এ রক্তক্ষরণ আর কীবা হতে পারে?

প্রভু, তোমাকে ডাকছি, আমাকে সাড়া দাও; আমি তোমাকে ডাকলেই শোন গো আমার কণ্ঠস্বর। তুমি যখন বলছিলে *আমি তোমাকে ডাকছি,* তখন কি মনে করছিলে, ডাকা-ব্যাপারটা ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে? তুমি ডাকলেই বটে, তবু নিজেকে নিরাপদ মনে করো না। যদি কষ্ট শেষ হয়, ডাকাটাও শেষ হয়; কিন্তু মণ্ডলী ও খ্রীষ্টদেহের কষ্ট যদি জগতের সমাপ্তি পর্যন্ত থেকে যায়, তাহলে *আমি তোমাকে ডাকছি, আমাকে সাড়া দাও* শুধু নয়, বরং একথাও বল, *আমি তোমাকে ডাকলেই শোন গো আমার কণ্ঠস্বর।*

আমার এ প্রার্থনা তোমার সম্মুখে হয় যেন ধূপের মত, আমার উত্তোলিত দু'হাত হোক সান্ধ্য অর্ঘ্য যেন।

সাধারণ ব্যাখ্যাই এ বাণী মাথার সঙ্গে সম্পর্কিত, প্রতিটি খ্রীষ্টভক্ত একথা জানে; বস্তুতপক্ষে সন্ধ্যার শেষে ক্রুশবিদ্ধ প্রভু প্রাণ ত্যাগ করলেন—সেই যে প্রাণ তিনি আবার ফিরিয়ে নেবেন, কেননা তিনি অনিচ্ছাকৃত ভাবে তা ত্যাগ করেননি। তবু এখানেও আমাদের একটি আভাস উপস্থিত, কেননা সেই ক্রুশে কীবা ঝুলছিল, যদি-না সেই মানবতা যা আমাদের কাছ থেকেই তিনি গ্রহণ করেছিলেন? আর কেমন হতে পারে যে, পিতা ঈশ্বর মুহূর্তমাত্রও তাঁর সেই একমাত্র পুত্রকে ত্যাগ করে ফেলে রাখবেন যিনি নিত্যই তাঁর সঙ্গে এক ঈশ্বর? তথাপি আমাদের দুর্বলতা সেই ক্রুশেই বিদ্ধ ক'রে—যেখানে, প্রেরিতদূত বলেন, *আমাদের পুরাতন মানুষ তাঁর সঙ্গে ক্রুশে বিদ্ধ হয়েছে,*—তিনি আমাদের নিজেদের মানবতার মুখ দিয়ে বলে উঠলেন, *ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার, আমাকে ত্যাগ করেছ কেন?*

অতএব প্রভুর যন্ত্রণাভোগ, প্রভুর ক্রুশ, পরিত্রাণদায়ী বলির উৎসর্গ, ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্য আহুতি, এই তো সান্ধ্য অর্ঘ্য। আপন পুনরুত্থানে তিনি সেই সান্ধ্য অর্ঘ্যকে প্রাতঃ নৈবেদ্যে পরিণত করলেন। সুতরাং ভক্তের শুদ্ধ হৃদয় থেকে যে প্রার্থনা উত্তোলিত, তা পবিত্র বেদি থেকে ধূপের মতই ঊর্ধ্বে উপনীত। প্রভুর সুবাসের চেয়ে মনোরম আর কিছুই নেই: যারা বিশ্বাসী, তারা তেমন সুবাস ছড়িয়ে দিক।

প্রেরিতদূত একথা বললেন, *আমাদের পুরাতন মানুষ তাঁর সঙ্গে ক্রুশবিদ্ধ হয়েছে যেন পাপদেহ বিনষ্ট হয় ও আমরা পাপের সেবায় আর না থাকি।*

শ্লোক গাল ২:১৯-২০

প্র আমাকে খ্রীষ্টের সঙ্গে ক্রুশে দেওয়া হয়েছে।
উ অথচ আমি এখনও জীবিত আছি; কিন্তু সে তো আর আমি নয়, আমার অন্তরে স্বয়ং খ্রীষ্টই জীবনযাপন করেন।
প্র এখন যে জীবন আমি যাপন করি, সেই ঈশ্বরপুত্রের প্রতি বিশ্বাসেই তা যাপন করি, যিনি আমাকে ভালবেসেছেন ও আমার জন্য নিজেকে বিসর্জন দিয়েছেন।
উ অথচ আমি এখনও জীবিত আছি; কিন্তু সে তো আর আমি নয়, আমার অন্তরে স্বয়ং খ্রীষ্টই জীবনযাপন করেন।

বুধবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - দ্বিঃবিঃ ২৯:১-৫,৯-২৮

সন্ধি ভঙ্গ করে যারা তারা অভিশাপের বস্তু হবে

মোশী গোটা ইস্রায়েলকে আহ্বান করলেন, এবং তাদের বললেন, 'প্রভু মিশর দেশে ফারাওর, তাঁর সকল পরিষদের ও সমস্ত দেশের বিরুদ্ধে তোমাদের চোখের সামনে যা কিছু করেছেন, তা তোমরা দেখেছ—সেই মহা মহা পরীক্ষা যা তোমরা স্বচক্ষে দেখেছ, সেই সকল চিহ্ন ও সেই সকল অলৌকিক লক্ষণ! কিন্তু তবুও প্রভু আজ পর্যন্ত বুঝবার হৃদয়, দেখবার চোখ ও শুনবার কান তোমাদের দেননি। আমি চল্লিশ বছর মরুপ্রান্তরে তোমাদের চালনা করে আসছি; তোমাদের গায়ে তোমাদের পোশাক জীর্ণ হয়নি, তোমাদের পায়ে তোমাদের জুতোও জীর্ণ হয়নি; তোমরা রুটি খাওনি, আঙুররস বা উগ্র পানীয়ও পান করনি, যেন তোমরা জানতে পারতে যে, আমিই, প্রভু, তোমাদের পরমেশ্বর।

তোমরা আজ সকলে তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুর সাক্ষাতে দাঁড়িয়ে আছ—তোমাদের জননেতারা, তোমাদের গোষ্ঠীগুলো, তোমাদের প্রবীণগণ, তোমাদের অধ্যক্ষেরা, ইস্রায়েলের সকল পুরুষ, তোমাদের ছেলেমেয়েরা, তোমাদের বধূরা, এবং তোমার শিবিরে নিবাসী যত বিদেশী, কাঠ কাটে যারা তাদের থেকে শুরু ক'রে জল বয়ে

আনে যারা তাদের পর্যন্ত—সকলেই আছ, যেন তুমি অভিশাপের দিব্যি দিয়ে শপথ করা তোমার পরমেশ্বর প্রভুর সেই সন্ধিতে প্রবেশ কর, যা তোমার পরমেশ্বর প্রভু আজ তোমার সঙ্গে এজন্যই স্থাপন করছেন, যেন তিনি আজ তোমাকে তাঁর নিজের উদ্দেশে এক জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন ও নিজেই তোমার পরমেশ্বর হন—যেমনটি তিনি তোমাকে বলেছেন, আর যেমনটি তিনি তোমার পিতৃপুরুষ আব্রাহাম, ইসায়াক ও যাকোবের কাছে শপথ করেছিলেন। আমি এই সন্ধি ও এই অভিশাপ শুধু তোমাদেরই কাছে জারি করছি, তা নয়; যারা আমাদের সঙ্গে আজ এখানে আমাদের পরমেশ্বর প্রভুর সাক্ষাতে দাঁড়িয়ে আছে, তাদেরই কাছে শুধু নয়, কিন্তু যারা আমাদের সঙ্গে আজ নেই, তাদেরও কাছে তা জারি করছি।

কেননা আমরা মিশর দেশে কেমন বাস করেছি, এবং যে জাতিগুলির মধ্য দিয়ে যাত্রা করেছি, তাদের মধ্য দিয়ে কেমন পার হয়ে এসেছি, তা তোমরা জান; তোমরা তো তাদের যত ঘৃণ্য বস্তু, তাদের মাঝে কাঠ, পাথর, রুপো ও সোনার সেই সব পুতুল দেখেছ। সুতরাং, এই জাতিগুলোর দেবতাদের সেবা করতে যাবার জন্য আজ তার আপন হৃদয়কে আমাদের পরমেশ্বর প্রভুর কাছ থেকে দূরে ফেরায়, এমন কোন পুরুষলোক, বা স্ত্রীলোক, বা গোত্র বা গোষ্ঠী তোমাদের মধ্যে যেন না থাকে; বিষ বা সোমরাজ-জনক কোন মূল যেন তোমাদের মধ্যে না থাকে। এই অভিশাপের কথা শুনে কেউ যদি নিজেকে ভুলিয়ে মনে মনে বলে, আমার নিজের হৃদয়ের জেদ অনুসারে চললেও আমার সমৃদ্ধি হবে, হ্যাঁ, "মাটি একবার জলসিক্ত হলে আর তৃষ্ণার্ত হয় না," তবে প্রভু তাকে ক্ষমা করবেন না, এমনকি তেমন মানুষের উপরে প্রভুর ক্রোধ ও তাঁর ঈর্ষা জ্বলে উঠবে, এবং এই পুস্তকে লেখা সমস্ত অভিশাপ তার মাথায় এসে বসবে, এবং প্রভু আকাশের নিচ থেকে তার নাম মুছে দেবেন। এই বিধান-পুস্তকে লেখা সন্ধির সমস্ত অভিশাপ অনুসারে প্রভু ইস্রায়েলের সকল গোষ্ঠী থেকে তাকে পৃথক করে তার সর্বনাশ ঘটাবেন।

প্রভু সেই দেশের উপরে যে সমস্ত আঘাত ও রোগ ডেকে আনবেন, যখন ভাবী যুগের মানুষ, তোমাদের পরে উৎপন্ন তোমাদের সেই ছেলেরা, এবং দূরদেশ থেকে আগত বিদেশী তা দেখবে,—প্রভু তাঁর আপন ক্রোধে ও আক্রোশে যে সদোম, গমোরা, আদ্‌মা ও জেবোইম শহর উৎপাটন করেছিলেন, তার মত এই দেশের সমস্ত ভূমি গন্ধক, লবণ ও দহনে ভরা হয়েছে, সেই ভূমিতে কিছুই বোনা যাবে না, সেই ভূমি কোন ফল দেবে না, সেই ভূমিতে কোন ঘাস হবে না—তারা এইসব কিছু দেখে যখন বলবে, এমনকি সকল দেশ যখন বলবে: প্রভু এই দেশের বিরুদ্ধে কেন এমনটি করলেন? এমন মহাক্রোশ জ্বলে ওঠার কারণ কী? তখন উত্তরে বলা হবে: কারণটা এই, তাদের পিতৃপুরুষদের পরমেশ্বর প্রভু মিশর দেশ থেকে তাদের বের করে আনবার সময়ে তাদের সঙ্গে যে সন্ধি স্থির করেছিলেন, তারা সেই সন্ধি ত্যাগ করেছে; আরও, তারা গিয়ে অন্য দেবতাদের সেবা করেছে, ও তাদের সামনে প্রণিপাত করেছে: এমন দেবতা যাদের তারা জানত না, এমন দেবতা যাদের তিনি তাদের জন্য ভাগ্যরূপে নিরূপণ করেননি; এজন্যই এই দেশের উপরে প্রভুর ক্রোধ এতই জ্বলে উঠল যে, এই পুস্তকে লেখা সমস্ত অভিশাপ দেশের উপরে আনা হল; প্রভু ক্রোধে, রোষে, মহাক্রোশে তাদের ভূমি থেকে তাদের উৎখাত করে অন্য দেশে ফেলে দিয়েছেন—ঠিক যেমনটি আজ দেখা যাচ্ছে।

রহস্যাবৃত বিষয়গুলো আমাদের পরমেশ্বর প্রভুর অধিকার, কিন্তু প্রকাশিত বিষয়গুলো আমাদের ও যুগ যুগ ধরে আমাদের ছেলেদের অধিকার, আমরা যেন এই বিধানের সমস্ত বাণী পালন করতে পারি।'

শ্লোক গা ৩:১৩-১৪; দ্বিঃবিঃ ৮:১৪

প্র খ্রীষ্ট আমাদের জন্য অভিশাপস্বরূপ হলেন, যেন আব্রাহামের সেই পাওয়া আশীর্বাদ বিজাতীয়দের কাছে যায়,
উ আমরা যেন বিশ্বাস দ্বারা সেই প্রতিশ্রুত আত্মাকে পেতে পারি।
প্র ঈশ্বর মিশর দেশ থেকে, দাসত্ব-অবস্থা থেকেই তোমাকে বের করে আনলেন,
উ আমরা যেন বিশ্বাস দ্বারা সেই প্রতিশ্রুত আত্মাকে পেতে পারি।

দ্বিতীয় পাঠ - পরম গীতে সাধু বার্নার্ডের উপদেশাবলি **উপদেশ ৬১:৩-৫১**

যেখানে পাপ বৃদ্ধি করল,

সেখানে অনুগ্রহ অধিক উপচে পড়ল

ত্রাণকর্তার ক্ষতস্থানে ছাড়া দুর্বলদের জন্য কোথায় বা পরিত্রাণের নিশ্চিত জামিনদার ও অবিচল শান্তি পাওয়া যায়? আমি সেই ক্ষতস্থানে আশ্রয় নিই—আমি তত নিরাপদ, আমাকে ত্রাণ করতে তিনি যত পরাক্রমী। জগৎ কোলাহল করছে, দেহ নিজের ভার চাপাচ্ছে, শয়তান প্রবঞ্চনা করছে: আমি পড়ব না, কেননা আমি পাথরেই দৃঢ়স্থাপিত। আমি কি গুরুতম পাপ করেছি? আমার বিবেক উদ্বিগ্ন হবে, কিন্তু বিচলিত হবে না, কেননা আমি প্রভুর ক্ষতস্থানের কথা স্মরণ করব। কেননা তিনি *আমাদের অন্যায়-অপরাধের জন্য বিদ্ধ হয়েছেন।* মারাত্মক এমন কী আছে যা খ্রীষ্টের মৃত্যু দ্বারা পরাজিত হয়নি? আমি যদি তেমন পরাক্রমী ও কার্যকারী প্রতিকার স্মরণ করি, তাহলে অমঙ্গলের গুরুত্ব দ্বারা নিজেকে সন্ত্রাসিত হতে দেব না। এজন্য ভুল করল সেই ব্যক্তি যে বলেছিল, *আমার অপরাধ এতই বড় যে আমি ক্ষমা পেতে পারব না।* সে একথা বলেছিল কেননা সে খ্রীষ্টের অঙ্গ ছিল না, আর তার কাছে খ্রীষ্টের পুণ্যকর্ম ছিল না যাতে করে সে, মাথার সঙ্গে সংযুক্ত অঙ্গ ব'লে, মনে করতে পারত বা বলতে পারত যে খ্রীষ্টের যা কিছু, তা তারও।

পক্ষান্তরে আমার যা অভাব, আমি তা ভরসার সঙ্গে খ্রীষ্টের অন্তর থেকেই গ্রহণ করি, কেননা তাঁর অন্তর দয়ায় ধনবান আর তাঁর দেহে ফাটলও রয়েছে যা থেকে আমার যা প্রয়োজন তা নির্গত হতে পারে—তারা তাঁর হাত-পা বিঁধে ফেলেছিল ও একটা বর্শা দিয়ে তাঁর বুকের পাশ বিদীর্ণ করেছিল। এ ফাটলগুলি থেকে আমি *শৈল থেকে মধু ও পাথর থেকে তেল চুষে খেতে পারি,* অর্থাৎ কিনা আমি আস্বাদন করতে ও দেখতে পারি *প্রভু কতই না মঙ্গলময়।*

তিনি শান্তির ভাব পোষণ করতেন, আর আমি তা জানতাম না; কেননা *কেবা জেনেছে প্রভুর মন? আর কেইবা হয়েছে তাঁর মন্ত্রণাদাতা?* কিন্তু সেই তীক্ষ্ণ পেরেক আমার পক্ষে হয়ে উঠেছে চাবিস্বরূপ, যাতে আমি দরজা খুলে প্রভুর ইচ্ছা দেখতে পারি। সেই ছিদ্র দিয়ে আমি কীবা দেখতে পাব? সেই পেরেক কথাটা চিৎকার করে বলে, সেই ক্ষতস্থান কথাটাও চিৎকার করে বলে: সত্যিই খ্রীষ্টে সেই ঈশ্বর বিদ্যমান যিনি নিজের কাছে জগৎকে পুনর্মিলিত করেন।

সেই বর্শা তাঁর হৃদয়ে প্রবেশ করে তিনি যেন আমার অসুস্থতার সমব্যথী হতে পারেন। দেহের ক্ষতস্থানের মধ্য দিয়ে সেই হৃদয়ের রহস্য উন্মোচিত হয়, ভালবাসার মহা সাক্রামেন্ত প্রকাশিত হয়—*আমাদের পরমেশ্বরের স্নেহময় দয়ায় উদীয়মান জ্যোতি উর্ধ্ব থেকে আমাদের দেখতে আসবেন।* কীভাবে দয়া ক্ষতস্থানের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়? তোমার ক্ষতগুলিতে ছাড়া আর কোথাও বা স্পষ্টতর ভাবে প্রকাশ পেতে পারত যে তুমি, প্রভু, মধুর, কোমলপ্রাণ ও দয়াপূর্ণ? মৃত্যুদন্ডিতদের জন্য যে আপন প্রাণ বিসর্জন দেয়, তার চেয়ে বড় ভালবাসা নেই। সুতরাং আমার পুণ্য হল প্রভুর দয়া; যতদিন তিনি দয়াপ্রকাশে ক্ষান্ত হবেন না, ততদিন আমার পুণ্যের অভাব হবে না; কেননা প্রভুর দয়া যদি অগণিত, আমিও তাহলে পুণ্যে ধনবান। আর আমি যদি বহু ও গুরুতম অপরাধে অপরাধী? কিন্তু *যেখানে পাপ বৃদ্ধি করল, সেখানে অনুগ্রহ অধিক উপচে পড়ল।* আর যদি *প্রভুর কৃপা অনাদিকাল থেকে চিরকালস্থায়ী,* তাহলে আমিও *প্রভুর কৃপাধারার কথা গাইব চিরকাল।*

আর আমার ন্যায্যতা? *প্রভু, আমি স্মরণে রাখব যে শুধু তুমিই ন্যায়বান।* কিন্তু তোমার ন্যায্যতা আমারও ন্যায্যতা: অবশ্যই, কেননা ঈশ্বরের মঙ্গলময়তায় তুমি আমার জন্য ন্যায্যতা হয়েছ।

শ্লোক রো ৫:১০,৮

প্র আমরা যখন শত্রু ছিলাম, তখন যদি তাঁর পুত্রের মৃত্যু দ্বারা ঈশ্বরের সঙ্গে পুনর্মিলিত হলাম,
উ তবে পুনর্মিলিত হয়ে আমরা যে তাঁর জীবনের মধ্য দিয়ে পরিত্রাণ পাব, তা আরও কতই না সুনিশ্চিত!
প্র আমরা যখন পাপী ছিলাম, তখনই খ্রীষ্ট আমাদের জন্য মরলেন,
উ তবে পুনর্মিলিত হয়ে আমরা যে তাঁর জীবনের মধ্য দিয়ে পরিত্রাণ পাব, তা আরও কতই না সুনিশ্চিত!

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - যাত্রা ১৭:১-১৬

শৈল থেকে নির্গত জল
আমালেকের সঙ্গে ইস্রায়েলের যুদ্ধ

ইস্রায়েল সন্তানদের গোটা জনমণ্ডলী সীন মরুপ্রান্তর থেকে শিবির তুলে প্রভুর আজ্ঞামত নানা স্থান হয়ে এগিয়ে চলল, আর রেফিদিমে গিয়ে শিবির বসাল; কিন্তু সেখানে লোকদের জন্য খাবার জল ছিল না। লোকেরা মোশীর সঙ্গে ঝগড়া করল; তারা বলছিল, 'আমাদের জল খেতে দাও!' মোশী তাদের বললেন, 'কেন আমার সঙ্গে ঝগড়া করছ? কেন প্রভুকে পরীক্ষা করছ?' কিন্তু জনগণ সেই জায়গায় তেষ্টার জ্বালায় অস্থির হয়ে মোশীর বিরুদ্ধে গজগজ করল; তারা বলল 'তুমি কেন আমাদের মিশর দেশের বাইরে নিয়ে এলে? এখন আমরা, আমাদের সন্তানেরা, ও আমাদের পশুরা তেষ্টার জ্বালায় মরতে বসেছি।' মোশী চিৎকার করে প্রভুকে ডাকলেন, 'এই লোকদের নিয়ে আমি কী করব? আর একটু পরে এরা আমাকে পাথর ছুড়ে মেরে ফেলবে।' তখন প্রভু মোশীকে বললেন, 'তুমি লোকদের আগে আগে এগিয়ে যাও, ইস্রায়েলের কয়েকজন প্রবীণকেও সঙ্গে নাও; আর সেই যে লাঠি দিয়ে তুমি নদীতে আঘাত হেনেছিলে, তা হাতে করে এগিয়ে চল। দেখ, আমি হোরেবে সেই শৈলের উপরে তোমার সামনে দাঁড়াব; সেই শৈলে আঘাত হান, আর তা থেকে জল বেরিয়ে আসবে আর জনগণ তা খেতে পারবে।' মোশী ইস্রায়েলের প্রবীণদের চোখের সামনে সেইমত করলেন। তিনি সেই জায়গার নাম মাস্সা ও মেরিবা রাখলেন, কারণ ইস্রায়েল সন্তানেরা ঝগড়া করেছিল ও প্রভুকে এই বলে পরীক্ষা করেছিল: 'প্রভু কি আমাদের মধ্যে আছেন, না কি নেই?'

তখন আমালেকীয়েরা এসে রেফিদিমে ইস্রায়েলকে আক্রমণ করল। মোশী যোশুয়াকে বললেন, 'তুমি আমাদের জন্য লোক বেছে নিয়ে আমালেকীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বেরিয়ে পড়। আগামীকাল আমি পরমেশ্বরের লাঠি হাতে করে পর্বতচূড়ায় দাঁড়াব।' যোশুয়া মোশীর কথামত কাজ করলেন, তিনি আমালেকীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেন, আর একই সময়ে মোশী, আরোন ও হুর পর্বতচূড়ায় গিয়ে উঠলেন। তখন এমনটি ঘটল যে, মোশী যখন হাত তুলে রাখতেন, তখন ইস্রায়েল জয়ী হত, কিন্তু মোশী হাত নামালে আমালেক জয়ী হত। কিন্তু মোশীর হাত ভারী হতে লাগল, তাই ওঁরা একটা পাথর এনে তাঁর নিচে রাখলেন, আর তিনি তার উপরে বসলেন; একই সময়ে আরোন ও হুর একজন এক পাশে ও অন্যজন অন্য পাশে তাঁর হাত উচ্চ করে ধরে রাখলেন; এভাবে সূর্যাস্ত পর্যন্ত তাঁর হাত দু'টো স্থির থাকল। যোশুয়া খড়্গের আঘাতে আমালেক ও তার লোকদের পরাজিত করলেন।

তখন প্রভু মোশীকে বললেন, 'এর স্মরণার্থে তুমি একথা এক পুস্তকে লিখে রাখ, এবং যোশুয়ার কানে শোনাও, কারণ আমি আকাশের নিচ থেকে আমালেকের নাম নিঃশেষে মুছে ফেলব।' মোশী একটি বেদি গেঁথে তার নাম প্রভুই-আমার-জয়ধ্বজা রাখলেন। তিনি বললেন, 'প্রভুর জয়ধ্বজা হাতে ধর! আমালেকের বিরুদ্ধে প্রভুর যুদ্ধ পুরুষানুক্রমেই চলবে।'

শ্লোক ইসা ১২:৩-৪; যোহন ৪:১৪ দ্রঃ

প্র তোমরা সানন্দে জল তুলে আনবে পরিত্রাণের উৎসধারা থেকে। সেদিন তোমরা বলবে:
উ প্রভুর প্রশংসা কর, কর তাঁর নাম।
প্র আমি তোমাদের যে জল দেব, সেই জলই তোমাদের অন্তরে এমন এক জলের উৎস হয়ে উঠবে যা অনন্ত জীবনের উদ্দেশে প্রবাহী।
উ প্রভুর প্রশংসা কর, কর তাঁর নাম।

দ্বিতীয় পাঠ - আলেকজান্দ্রিয়ার বিশপ সাধু সিরিল-লিখিত 'আত্মা ও সত্যের শরণে উপাসনা'

৩য় পুস্তক

খ্রীষ্টের আশ্চর্য কাজ

মোশী একটা পর্বতে গিয়ে উঠলেন যেন সেখান থেকে যুদ্ধ ও সংগ্রামে যোশুয়ার ভাগ্যবান কীর্তি দেখতে পারেন। মোশী ঊর্ধ্বের দিকে হাত তুললে ইস্রায়েল বিজয়ী হত; তিনি হাত নামালে ইস্রায়েল নিঃশেষ হয়ে যেত ও আমালেক জয়ী হত।

স্বর্গের দিকে উত্তোলিত হাত দু'টো ক্রুশেরই স্পষ্ট একটা প্রতীক। বস্তুতপক্ষে গোটা ইস্রায়েল শুধু নয়, কিন্তু খ্রীষ্টের অবমাননা তথা তাঁর পূজনীয় ক্রুশ সহ্য ক'রে যারা খ্রীষ্টের অনুরূপ হওয়া মহা সম্মান বলে গণ্য করল, তারা সকলেও কোন মতে শয়তান দ্বারা বা ধ্বংসনকারী অন্য কোন শত্রু দ্বারা পরাজিত হতে পারে না।

একথাও লেখা আছে যে, মোশীর হাত দু'টো ভারী হতে লাগল, তিনি কষ্ট করেই তা উচ্চ করে রাখতে পারতেন। *তাই ওঁরা একটা পাথর এনে তাঁর নিচে রাখলেন, আর তিনি তার উপরে বসলেন; একই সময়ে আরোন ও হুর একজন এক পাশে ও অন্যজন অন্য পাশে তাঁর হাত উচ্চ করে ধরে রাখলেন।* খ্রীষ্টই কিন্তু সেই *মনোনীত, মূল্যবান স্থিতমূল সংযোগপ্রস্তর* যার উপরে হাত প্রসারিত ক'রে অর্থাৎ ক্রুশ বহন ক'রে বিশ্রাম নেয় ইস্রায়েলের সেই সবচেয়ে বাধ্য ও নম্র মানুষেরা তথা অনুগ্রহের মনোনয়ন অনুসারে সেই ক্ষুদ্র অবশিষ্টাংশ মানুষ যারা স্থিতমূল ও সংরক্ষিত সেই খ্রীষ্ট দ্বারা হুর ও আরোন যাঁর প্রতীক ছিলেন। সুতরাং খ্রীষ্টই সেই একমাত্র বিচারক ও যাজক যিনি অনুগ্রহে মনোনীত সেই ইস্রায়েলকে বিশ্বাস রক্ষার জন্য বাঁচিয়ে রাখতেন। আমি মনে করি, এটিই ইসাইয়ার এ অনুপ্রাণিত বাণীর অর্থ: *সেনাবাহিনীর প্রভু যদি আমাদের জন্য কিছুটা লোককে অবশিষ্ট না রাখতেন, তবে আমরা সদোমের মত হতাম, গমোরার সদৃশ!* তবে যখন প্রতিরোধকারী সেই আমালেকের পতন হল, তখন প্রভু বললেন, *স্মরণে একথা পুস্তকে লিখে রাখ, এবং যোশুয়ার কানে দাও।*

প্রকৃতপক্ষে এ প্রয়োজন ছিল, খ্রীষ্টের সেই আশ্চর্য কীর্তির কথা নিত্য ও চিরস্মরণীয় হবার জন্য পুণ্যবান সুসমাচার-রচয়িতাদের লেখায় স্থান পাবে। তাই প্রভু আদেশ দিলেন, সেই লেখাগুলো যেন যোশুয়ার কানে দেওয়া হয়, কেননা সেই পুণ্যবান পুরুষদের কর্মকীর্তি মনোনীত পাত্রের মতই খ্রীষ্টের প্রশংসা ও গুণকীর্তনের উদ্দেশে পবিত্রীকৃত। আমালেককে পরাভূত ও পরাজিত করে মোশী ঈশ্বরের উদ্দেশে একটি বেদি নির্মাণ করলেন ও তার নাম রাখলেন: প্রভু আমার জয়ধ্বজা। এও খ্রীষ্টের প্রতীক, কেননা এসংসারের অধিপতিকে পরাভূত ক'রে, মৃত্যুর কর্তৃত্ব পদদলিত ক'রে ও আমাদের জন্য পিতা ঈশ্বরের কাছে সুরভিত ও নিষ্কলঙ্ক বলিরূপে নিজেকে উৎসর্গ ক'রে তিনি আমাদের জন্য প্রভু ও জয়ধ্বজা হয়ে উঠলেন। অতএব সেই বেদি ছিল খ্রীষ্টের প্রতীক, যাঁর বেলায় 'আমার প্রভু, আমার জয়ধ্বজা' নামটা সত্যিকারে আরোপণীয়।

শ্লোক ১ পি ২:৪,৫; শিষ্য ৪:১১

প্র জীবন্ত প্রস্তর সেই প্রভুর কাছে এগিয়ে এসে

উ তোমরাও, জীবন্ত প্রস্তরেরই মত, এক পবিত্র যাজকত্বের উদ্দেশে এক আত্মিক গৃহরূপে নির্মিত হচ্ছ, যেন যীশুখ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্য আত্মিক যজ্ঞ উৎসর্গ করতে পার।

প্র তিনিই সেই প্রস্তর যা সংযোগপ্রস্তর হয়ে উঠেছে।

উ তোমরাও, জীবন্ত প্রস্তরেরই মত, এক পবিত্র যাজকত্বের উদ্দেশে এক আত্মিক গৃহরূপে নির্মিত হচ্ছ, যেন যীশুখ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্য আত্মিক যজ্ঞ উৎসর্গ করতে পার।

বৃহস্পতিবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - দ্বিঃবিঃ ৩০:১-২০

নির্বাসন ও ক্ষমার প্রতিশ্রুতি

আমি এই যে সমস্ত বাণী, অর্থাৎ যে আশীর্বাদ ও অভিশাপ, তোমার সামনে রাখলাম, তা যখন তোমার উপরে সিদ্ধিলাভ করবে, এবং তোমার পরমেশ্বর প্রভু যে সকল জাতির মধ্যে তোমাকে তাড়িয়ে দেবেন, সেখানে যখন তুমি তা মনে মনে ভাববে, তখন তুমি যদি তোমার পরমেশ্বর প্রভুর কাছে ফের এবং তোমার সমস্ত হৃদয় ও সমস্ত প্রাণ দিয়ে তাঁর প্রতি বাধ্যতা দেখাও, যেইভাবে আমি আজ তোমাকে আজ্ঞা দিচ্ছি—তোমাকে এবং তোমার ছেলেদের কাছে—তবে তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমার বন্দিদের ফিরিয়ে আনবেন, তোমাকে স্নেহ করবেন, এবং তোমার পরমেশ্বর প্রভু যে সকল জাতির মধ্যে তোমাকে বিক্ষিপ্ত করেছেন, সেখান থেকে আবার তোমাকে সংগ্রহ করবেন। তোমার নির্বাসিত জনগণ আকাশের এক প্রান্তে থাকলেও তোমার পরমেশ্বর প্রভু সেখান থেকে তোমাকে সংগ্রহ করবেন, সেখানে গিয়ে তোমাকে আদায় করবেন। হ্যাঁ, যে দেশ তোমার পিতৃপুরুষদের অধিকার ছিল, তোমার পরমেশ্বর প্রভু সেই দেশে তোমাকে ফিরিয়ে আনবেন, যেন তুমিও তা অধিকার কর: তিনি তোমার মঙ্গল করবেন, ও তোমার পিতৃপুরুষদের চেয়েও তোমার সংখ্যা অধিক বৃদ্ধি করবেন।

তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমার ও তোমার বংশধরদের হৃদয় পরিচ্ছেদিত করবেন, যেন তুমি তোমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে ও তোমার সমস্ত প্রাণ দিয়ে তোমার পরমেশ্বর প্রভুকে ভালবাস, আর তাতে বাঁচ। তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমার শত্রুদের উপরে, ও যারা তোমাকে ঘৃণা করবে ও নির্যাতন করবে, তাদের উপরেই এই সমস্ত অভিশাপ ফিরিয়ে দেবেন। তুমি মন ফেরাবে, প্রভুর প্রতি বাধ্য হবে, এবং আমি আজ তোমাকে তাঁর যে সমস্ত আজ্ঞা দিচ্ছি, তুমি তা পালন করবে। তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমার মঙ্গলের উদ্দেশ্যে তোমার সমস্ত হাতের কাজ, তোমার দেহের ফল, তোমার পশুর বাচ্চা ও তোমার ভূমির ফল বিষয়ে তোমাকে অধিক ঐশ্বর্যশালী করে তুলবেন, কেননা প্রভু তোমার পিতৃপুরুষদের নিয়ে যেমন আনন্দ করতেন, তেমনি তোমার মঙ্গলের উদ্দেশ্যে তিনি পুনরায় তোমাকে নিয়ে আনন্দ করবেন—অবশ্য, তুমি যদি এই বিধান-পুস্তকে লেখা তাঁর আজ্ঞাগুলো ও তাঁর বিধিগুলো পালনের জন্য তোমার পরমেশ্বর প্রভুর প্রতি বাধ্য হও, যদি তোমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে ও তোমার সমস্ত প্রাণ দিয়ে তোমার পরমেশ্বর প্রভুর দিকে ফের।

কেননা আমি আজ এই যে আজ্ঞা তোমার জন্য জারি করছি, তা তোমার পক্ষে দুরূহও নয়, তোমার আয়ত্তের অতীতও নয়। তা স্বর্গে নয় যে তুমি বলবে, আমাদের জন্য কে স্বর্গে আরোহণ করে তা আমাদের কাছে এনে শোনাবে যেন তা পালন করতে পারি; তা সমুদ্রের ওপারেও নয় যে তুমি বলবে, আমাদের জন্য কে সমুদ্র পার হয়ে তা আমাদের কাছে এনে শোনাবে যেন তা পালন করতে পারি। না, এই বাণী বরং তোমার অতি নিকটবর্তী, তা তোমার মুখে ও তোমার হৃদয়ে, তুমি যেন তা পালন কর।

দেখ, আমি আজ জীবন ও মঙ্গল এবং মৃত্যু ও অমঙ্গল তোমার সামনে রাখলাম; কেননা আমি আজ তোমাকে তোমার পরমেশ্বর প্রভুকে ভালবাসতে, তাঁর সমস্ত পথে চলতে এবং তাঁর আজ্ঞা, তাঁর বিধি ও তাঁর নিয়মনীতি পালন করতে আজ্ঞা দিচ্ছি, তবেই তুমি বাঁচবে, বৃদ্ধি লাভ করবে, এবং অধিকার করার জন্য যে দেশে প্রবেশ করতে যাচ্ছ, সেই দেশে তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমাকে আশীর্বাদ করবেন। কিন্তু যদি তোমার হৃদয় পিছনে ফেরে, তুমি যদি কথা না শোন, ও অন্য দেবতাদের সামনে প্রণিপাত করতে ও তাদের সেবা করতে যদি নিজেকে পথভ্রষ্ট হতে দাও, তবে আজ আমি তোমাদের স্পষ্টই বলছি, তোমাদের বিনাশ নিশ্চিত হবে, তোমরা অধিকার করার জন্য যে দেশভূমিতে প্রবেশ করতে যর্দন পার হয়ে যাচ্ছ, সেই দেশভূমিতে তোমরা দীর্ঘায়ু হবে না। আমি আজ তোমাদের বিরুদ্ধে আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীকে সাক্ষী করে বলছি যে: আমি জীবন ও মৃত্যু, আশীর্বাদ ও অভিশাপ তোমার সামনে রাখলাম। তাই জীবন বেছে নাও, যেন তুমি ও তোমার বংশ বাঁচতে পার: তোমার পরমেশ্বর প্রভুকে ভালবাস, তাঁর প্রতি বাধ্য হও, ও তাঁকে আঁকড়ে ধরে থাক, কেননা তিনিই তোমার জীবন,

তিনিই তোমার পরমায়ু, যেন প্রভু যে দেশভূমি তোমার পিতৃপুরুষদের, সেই আব্রাহাম, ইসায়াক ও যাকোবকে দেবেন বলে তাঁদের কাছে শপথ করেছিলেন, সেই দেশভূমিতে তুমি বাস করতে পার।

শ্লোক যেরে ২৯:১৩-১৪; মথি ৭:৭

প্র তোমরা আমার অন্বেষণ করবে, আর তখনই আমাকে পাবে যখন সমস্ত হৃদয় দিয়ে আমার অনুসন্ধান করবে,
উ আমি তোমাদের নিজের উদ্দেশ পেতে দেব—প্রভুর উক্তি—তোমাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করব।
প্র খোঁজ, তোমরা খুঁজে পাবে; দরজায় ঘা দাও, তোমাদের জন্য দরজা খুলে দেওয়া হবে।
উ আমি তোমাদের নিজের উদ্দেশ পেতে দেব—প্রভুর উক্তি—তোমাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করব।

দ্বিতীয় পাঠ - নিন্ন যোহনের উপদেশাবলি **উপদেশ ৭**

প্রভুকে ভালবাস ও তাঁর সমস্ত পথে চল

প্রভুই আমার আলো, আমার পরিত্রাণ; কাকে ভয় করব আমি? যিনি জানতেন কেমন করে, কোত্থেকে ও কার দ্বারা আলোকিত হচ্ছিলেন, তিনি সত্যিই ছিলেন মহান দাস। তিনি আলো দেখতে পাচ্ছিলেন—সূর্যাস্তের এ আলো নয়, বরং সেই আলো *যা কোন চোখ কখনও দেখতে পায়নি।* তেমন আলোতে আলোকিত আত্মাগুলো পাপে পতিত হয় না, রিপুতেও লিপ্ত হয় না; কেননা প্রভু বলেছেন, *যতক্ষণ তোমরা আলো পাচ্ছ, ততক্ষণ চলতে থাক।*

যিনি বললেন, *আমি আলোস্বরূপ হয়েই এ জগতে এসেছি,* যে দেখতে পারে সে যেন আর দেখতে না পারে, ও অন্ধরা যেন আলো পেতে পারে, তিনি নিজের বিষয়ে ছাড়া আর কোন্ আলোর কথা বলছিলেন? সুতরাং প্রভুই আমাদের আলো, তিনিই সেই ন্যায়-সূর্য যিনি সারাবিশ্বে বিস্তৃত আপন মণ্ডলীকে আলোকিত করলেন, ও যাঁর বিষয়ে নবী বলেছিলেন, *প্রভুই আমার আলো, আমার পরিত্রাণ; কাকে ভয় করব আমি?*

যার অন্তর আলোকিত, সে হোঁচট খায় না, পথ থেকে দূরে সরে যায় না, সবকিছু সহ্য করে। যে কেউ দূর থেকে মাতৃভূমি দেখতে পায়, সে কষ্টের দিনে বলীয়ান, জাগতিক প্রতিকূলতার জন্যও সে অবসন্ন হয় না, সে বরং ঈশ্বরে স্থিতমূল: হৃদয় বিষণ্ন হলে সে সহিষ্ণু থাকে, এবং আপন বিনম্রতার জন্য সে ধৈর্যশীল। এই যে *সত্যকার আলো সকল মানুষকে আলোকিত করে,* যারা তাঁকে ভয় করে সেই আলো তাদের কাছে নিজেকে দান করে; যার মধ্যে ও যেখানে প্রবেশ করতে ইচ্ছা করে, সেই আলো তারই মধ্যে ও সেইখানে প্রবেশ করে, এবং পুত্র যার কাছে তা প্রকাশ করতে চান, সেই আলো তারই কাছে নিজেকে প্রকাশ করে। যে অন্ধকারে ও মৃত্যু-ছায়ায় যথা অমঙ্গল অন্ধকার ও পাপ-ছায়ায় বসে ছিল, আলো ফুটলেই সে নিজেকে ঘৃণা করে, নিজ বিষয়ে সচেতন হয়ে ওঠে, অনুতাপ করে, লজ্জাবোধ করে, এবং বলে ওঠে, *প্রভুই আমার আলো, আমার পরিত্রাণ; কাকে ভয় করব আমি?*

ভ্রাতৃগণ, মহা পরিত্রাণ! তেমন পরিত্রাণ ভঙ্গুরতা ভয় করে না, ক্লান্তিতে ভীত হয় না, দুঃখকষ্ট মানে না। সুতরাং পরিপূর্ণ ও নিখুঁত ভাবে—জিহ্বা দিয়ে শুধু নয়, হৃদয় দিয়েও—আমাদের ঘোষণা করতে হবে, *প্রভুই আমার আলো, আমার পরিত্রাণ; কাকে ভয় করব আমি?* তিনি আলো দান করেন, তিনি পরিত্রাণ সাধন করেন: কাকে ভয় করব? আসুক যত প্রলোভনের তমসা: প্রভুই তো আমার আলো। আসুক সেই প্রলোভন, তা ফলশূন্যই হবে; আমাদের হৃদয় আক্রমণ করুক, তাকে পরাজিত করতে অক্ষমই হবে। আসুক এলোমেলো ভাবাবেগের অন্ধতা: *প্রভুই আমার আলো।* তিনি নিজেই আমাদের শক্তি বিধায় আমাদের কাছে আত্মদান করেন: এসো, আমরাও তাঁর কাছে আত্মদান করি। যতক্ষণ সম্ভব, ততক্ষণ চিকিৎসকের কাছে ছুটে যাও, তোমরা যখন যেতে চাইবে তখন যেন যাওয়াটা অসম্ভব না হয়।

শ্লোক প্রজ্ঞা ৯:১০,৪ দ্রঃ

প্র প্রভু, পবিত্র স্বর্গধাম থেকে প্রজ্ঞা পাঠাও, সে যেন আমার সহায়তা করে ও আমার সঙ্গে শ্রম করে,
উ তবে আমি জানতে পারব কি কি গ্রহণীয় তোমার।
প্র আমাকে দান কর সেই প্রজ্ঞা, যা তোমার আসনে তোমার সঙ্গে আসীন,
উ তবে আমি জানতে পারব কি কি গ্রহণীয় তোমার।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - যাত্রা ১৮:১৩-২৭

জনগণের উপরে বিচারকদের নিয়োগ

সেসময় মোশী লোকদের মধ্যে বিচার সম্পাদন করতে আসন নিলেন, আর সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত জনগণ মোশীর কাছে দাঁড়িয়ে রইল। কিন্তু, লোকদের প্রতি মোশী যা যা করেছিলেন, তা দেখে তাঁর শ্বশুর বললেন, 'লোকদের প্রতি তুমি এ কী করছ? কেন তুমি একাকী আসন নিয়ে থাক, আর সমস্ত লোক সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তোমার কাছে দাঁড়িয়ে থাকে?' মোশী উত্তরে তাঁর শ্বশুরকে বললেন, 'জনগণ তো পরমেশ্বরের অভিমত অনুসন্ধান করার জন্য আমার কাছে আসে; তাদের কোন ঝগড়া-বিবাদ হলে তারা আমার কাছে আসে, আর আমি বাদী বিবাদীর মধ্যে বিচার সম্পাদন করি ও পরমেশ্বরের সমস্ত বিধিবিধান বিষয়ে তাদের অবগত করি।' মোশীর শ্বশুর তাঁকে বললেন, 'না, তুমি যেভাবে করছ, তা ভাল না। শেষ মুহূর্তে তুমি ও তোমার সঙ্গে রয়েছে এই যে লোকেরা সকলেই ক্লান্ত হয়ে পড়বে, কারণ এই কাজ তোমার পক্ষে গুরুতর; তা একাকী সম্পন্ন করা তোমার অসাধ্য। এখন আমার কথা শোন: আমি তোমাকে একটা পরামর্শ দিতে যাচ্ছি, আর পরমেশ্বর তোমার সঙ্গে থাকুন! তুমি পরমেশ্বরের সামনে জনগণের পক্ষে দাঁড়াও ও পরমেশ্বরের কাছে তাদের সমস্যা উপস্থাপন কর, তাদের তুমি সমস্ত বিধিবিধান বুঝিয়ে দাও, এবং তাদের গন্তব্য পথ ও কর্তব্য কাজ দেখাও। উপরন্তু তুমি গোটা জনগণের মধ্য থেকে এমন কার্যক্ষম ও ঈশ্বরভীরু মানুষ বেছে নাও, যাঁরা ন্যায়বান ও উৎকোচ-বিরোধী; তাঁদেরই তুমি লোকদের উপরে সহস্রপতি, শতপতি, পঞ্চাশপতি ও দশপতি করে নিযুক্ত কর। তাঁরাই সবসময় লোকদের জন্য বিচারক ভূমিকা অনুশীলন করুন: বড় বড় সমস্যা হলে তা তাঁরা তোমারই কাছে উপস্থাপন করুন, কিন্তু হীনতর সমস্যাগুলো তাঁরাই মিটিয়ে দিন; তোমার ভার লঘুতর হোক, আর তাঁরা তোমার সঙ্গে সেই ভার বহন করুন। তুমি এভাবে করলে ও পরমেশ্বর তেমন আজ্ঞা তোমাকে দিলে, তবে তুমি সহ্য করতে পারবে, এবং এই সকল লোকেও সন্তুষ্ট মনে ঘরে ফিরে যাবে।'

মোশী তাঁর শ্বশুরের পরামর্শ মেনে নিলেন; তিনি যা কিছু বলেছিলেন, সেইমত কাজ করলেন। তাই মোশী গোটা ইস্রায়েলের মধ্য থেকে কার্যক্ষম মানুষ বেছে নিয়ে লোকদের উপরে তাঁদের সহস্রপতি, শতপতি, পঞ্চাশপতি ও দশপতি করে নিযুক্ত করলেন। তাঁরা সবসময় লোকদের জন্য বিচারক ভূমিকা অনুশীলন করতেন: কঠিন সমস্যাগুলো মোশীর কাছে উপস্থাপন করতেন, কিন্তু হীনতর সমস্যাগুলোর বিচার নিজেরাই করতেন। পরে মোশী তাঁর শ্বশুরকে বিদায় দিলেন, আর তিনি নিজের দেশে ফিরে গেলেন।

শ্লোক গণনা ১১:২৫; যাত্রা ১৮:২৫

প্র প্রভু মেঘে নেমে এসে মোশীর সঙ্গে কথা বললেন, এবং যে আত্মা তাঁর উপরে ছিল, তার কিছুটা অংশ নিয়ে সেই সত্তরজন প্রবীণের উপরে অধিষ্ঠান করালেন:

উ আত্মা তাঁদের উপর অধিষ্ঠান করলেই তাঁরা নবীয় বাণী দিতে লাগলেন।

প্র মোশী গোটা ইস্রায়েলের মধ্য থেকে কার্যক্ষম মানুষ বেছে নিয়ে লোকদের উপরে দলপতি করে নিযুক্ত করলেন:

উ আত্মা তাঁদের উপর অধিষ্ঠান করলেই তাঁরা নবীয় বাণী দিতে লাগলেন।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু হিলারি-লিখিত 'সামসঙ্গীত-মালার ব্যাখ্যা' **সাম ১২৭:১-৩**

প্রকৃত প্রভুভয়

সুখী তারা, যারা প্রভুকে ভয় করে, যারা তাঁর সমস্ত পথে চলে। যতবার শাস্ত্রে প্রভুভয়ের কথা উল্লিখিত, ততবার আমাদের লক্ষ রাখতে হবে যে, কথাটি এমনভাবে একাই কখনও উল্লিখিত নয়, যার ফলে বিশ্বাস-সিদ্ধির জন্য আমাদের পক্ষে তা কেমন যেন যথেষ্ট হতে পারে, বরং কথাটির সঙ্গে এমন শব্দগুলিও যোগ দেওয়া আছে বা তার আগে এমন শব্দগুলিও বসানো, যেগুলি থেকে প্রভুভয়ের মূল্যবোধ ও নিখুঁত বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করা যায়— যেইভাবে আমরা সেই বাক্য থেকে জানতে পারি যা সলোমনের প্রবচন-মালায় লেখা আছে: *যদি সদ্বিবেচনা*

লাভের জন্য যাচনা কর, যদি সুবুদ্ধি লাভের জন্য চিৎকার কর, যদি রুপোই যেন তার অন্বেষণ কর, গুপ্ত ধনের মতই তার অনুসন্ধান কর, তাহলে প্রভুভয় বুঝতে পারবে।

এতে আমরা দেখতে পাই কতগুলো ধাপ দিয়ে প্রভুভয়ে পৌঁছানো যেতে পারে। প্রথমে প্রজ্ঞাকে আহ্বান ক'রে সমস্ত উপলব্ধির কাজ জ্ঞানের হাতে তুলে দিতে হবে যাতে প্রজ্ঞার অন্বেষণ ও অনুসন্ধান করা যেতে পারে। তবেই প্রভুভয় অনুধাবন করা যাবে। আর যা কিছু মানবযুক্তির সাধারণ নিয়মের সঙ্গে সম্পর্কিত, তা কিন্তু ভয়ের বেলায় প্রযোজ্য নয়।

কেননা ভয় মানবীয় দুর্বলতার এমন একটা উদ্বেগ, যা মানুষ তখন অনুভব করে, যখন সে যা চায় না, তারই ঘটবে তা নিয়ে উদ্বিগ্ন। অপরাধের দণ্ডের জন্য, ক্ষমতাশালীর দাবি বা শক্তিশালীর আক্রমণের সামনে, অসুস্থতার দিনে, যে কোন অমঙ্গলজনিত কষ্টের ফলেই আমাদের অন্তরে তেমন ভয়ের উদয় হয়। সুতরাং তেমন ভয় আমাদের শিক্ষার বস্তু নয়, কেননা এ ভয় মানব দুর্বলতা থেকেই নির্গত। আর শুধু তাই নয়, কী কী ভয় করতে হবে, তাও এখানে শিখবার নেই, কারণ যা কিছু ভয়ঙ্কর তা নিজে থেকেই তার নিজের সন্ত্রাস আমাদের অন্তরে জোরপ্রয়োগে প্রবেশ করায়।

অন্যদিকে প্রভুভয় সম্বন্ধে লেখা আছে, *এসো, সন্তানেরা, আমাকে শোন, তোমাদের শেখাব প্রভুভয়।* অতএব প্রভুভয় শেখানো হয় বিধায় তা শিখতে হবে। তেমন ভয় উদ্বেগে নয়, শিক্ষার যুক্তিতেই নিহিত; স্বাভাবিক সন্ত্রাসেও নয়, বরং আদেশপালনে, পুণ্য জীবনাচরণে ও সত্যজ্ঞানেই শিক্ষণীয়।

আমাদের বেলায় সমস্ত প্রভুভয় ঐশভালবাসায় স্থিত; এবং সিদ্ধ ভালবাসা এ ভয়কে নিখুঁত করে তোলে। এবং ঈশ্বরের প্রতি আমাদের ভালবাসার প্রকৃত কর্তব্য হল নির্দেশ মেনে নেওয়া, আদেশ পালন করা, প্রতিশ্রুতিতে প্রত্যাশা রাখা। এসো, এবিষয়ে শাস্ত্রের বাণী শুনি: *এখন, হে ইস্রায়েল, তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমার কাছে কী দাবি রাখছেন? শুধু এই, তুমি যেন তোমার পরমেশ্বর প্রভুকে ভয় কর, তাঁর সমস্ত পথে চল, তাঁকে ভালবাস, তোমার সমস্ত হৃদয় ও তোমার সমস্ত প্রাণ দিয়ে তোমার পরমেশ্বর প্রভুর সেবা কর, এবং আজ আমি তোমার মঙ্গলের জন্য প্রভুর এই যে সমস্ত আজ্ঞা ও বিধি তোমাকে দিচ্ছি, তা যেন পালন কর।*

আসলে প্রভুর পথ বহু, যদিও তিনি নিজেই একমাত্র পথ! আর যখন তিনি নিজের বিষয়ে কথা বলেন, তখন নিজেকে পথ বলেন, এমনকি, কেনই বা তিনি নিজেকে পথ বলেন তার যুক্তিও দেন: *কেউই পিতার কাছে যেতে পারে না, সে যদি আমার মধ্য দিয়ে না যায়।*

সুতরাং বহু পথ পরীক্ষা করতে হবে, আবার বহু পথ যাচাই করতে হবে, যাতে বহু জ্ঞানযুক্তির সাহায্যে আমরা অনন্ত জীবনের সেই একমাত্র পথের সন্ধান পেতে পারি যা আমাদের পক্ষে উপযুক্ত। কেননা বিধানে বহু পথ, নবী-পুস্তকে বহু পথ, সুসমাচারে বহুবিধ পথ, প্রেরিতদূতদের পত্রে বহু পথ, আবার বিভিন্ন আদেশগুলিতেও বহু পথ রয়েছে—যারা প্রভুভয়ে এ সমস্ত পথে চলে, তারা সুখী।

শ্লোক সিরা ২:১৬; লুক ১:৫০ দ্রঃ

প্র যারা প্রভুকে ভয় করে, তারা তাঁর মঙ্গল-ইচ্ছার অন্বেষণ করে;
উ আর যারা তাঁকে ভালবাসে, তারা তাঁর বাণীতে তৃপ্তি পায়।
প্র যারা তাঁকে ভয় করে, তাদের প্রতি তাঁর দয়া যুগযুগস্থায়ী;
উ আর যারা তাঁকে ভালবাসে, তারা তাঁর বাণীতে তৃপ্তি পায়।

শুক্রবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - দ্বিঃবিঃ ৩১:১-১৫,২৩

মোশীর শেষ বাণী

মোশী গিয়ে গোটা ইস্রায়েলকে একথা বললেন; তিনি তাদের বললেন, 'আজ আমার বয়স একশ' কুড়ি বছর, আমি আর বাইরে যেতে ও ভিতরে আসতে পারছি না; তাছাড়া প্রভু আমাকে বলেছেন, তুমি এই যর্দন পার হবে না। তোমার পরমেশ্বর প্রভু নিজেই তোমার আগে আগে পার হয়ে যাবেন; তিনি তোমার সম্মুখীন সেই জাতিগুলিকে বিনাশ করবেন আর তুমি তাদের অধিকার দখল করবে; যোশুয়াও তোমার আগে আগে পার হবে, যেমনটি প্রভু বলেছেন। প্রভু আমোরীয়দের রাজা সিহোন ও ওগ্-কে বিনাশ করে তাদের বিরুদ্ধে ও তাদের দেশের বিরুদ্ধে যেমন করেছেন, ওই জাতিগুলির বিরুদ্ধেও তেমনি করবেন। প্রভু তোমাদের হাতেই তাদের তুলে দেবেন, আর আমি যে সমস্ত আজ্ঞা তোমাদের দিয়েছি, সেই অনুসারেই তোমরা তাদের প্রতি ব্যবহার করবে। তোমরা বলবান হও, সাহস ধর, ভয় করো না, তাদের জন্য সন্ত্রাসিত হয়ো না, কেননা তোমাদের পরমেশ্বর প্রভু নিজেই তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছেন; তিনি তোমাদের ছাড়বেন না, তোমাদের ত্যাগ করবেন না।'

পরে মোশী যোশুয়াকে ডেকে গোটা ইস্রায়েলের সামনে তাঁকে বললেন, 'বলবান হও, সাহস ধর, কেননা প্রভু এদের যে দেশ দেবেন বলে এদের পিতৃপুরুষদের কাছে শপথ করেছেন, সেই দেশে এই জনগণের সঙ্গে তুমিই প্রবেশ করবে, এবং তুমিই সেই দেশ এদের অধিকারে এনে দেবে। প্রভু নিজেই তোমার আগে আগে পথ চলবেন; তিনি তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকবেন; তিনি তোমাকে ছাড়বেন না, তোমাকে ত্যাগ করবেন না; ভয় করো না, নিরাশ হয়ো না।'

মোশী এই বিধান লিপিবদ্ধ করলেন, এবং লেবি-সন্তান যাজকেরা, যারা প্রভুর সন্ধি-মঞ্জুষা বহন করত, তাদের ও ইস্রায়েলের সকল প্রবীণদের হাতে তা দিলেন। মোশী তাদের এই আজ্ঞা দিলেন: 'সাত সাত বছরের পরে, ক্ষমা-বর্ষের সময়ে, পর্ণকুটির পর্বে, যখন গোটা ইস্রায়েল তোমার পরমেশ্বর প্রভুর বেছে নেওয়া স্থানে তাঁর শ্রীমুখদর্শন করতে যাবে, সেসময় তুমি গোটা ইস্রায়েলের সামনে সকলেরই কাছে এই বিধান পাঠ করে শোনাবে। তুমি গোটা জনগণকে—পুরুষলোক, স্ত্রীলোক, ছেলেমেয়ে ও তোমার নগরদ্বারের মধ্যে বাস করে যত প্রবাসীকে একত্রে সমবেত করবে, যেন তারা শুনে তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুকে ভয় করতে শেখে, এবং এই বিধানের সমস্ত বাণী সযত্নে পালন করে। তাদের ছেলেরা—যারা এখনও তা জানে না—তারা তা শুনবে, এবং যে দেশভূমি অধিকার করতে তোমরা যর্দন পার হয়ে যাচ্ছ, সেই দেশভূমিতে যতদিন জীবনযাপন করবে, ততদিন তারা তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুকে ভয় করতে শিখবে।'

প্রভু মোশীকে বললেন, 'তোমার মৃত্যুর দিন এবার কাছে আসছে; যোশুয়াকে ডাক, এবং তোমরা দু'জনে সাক্ষাৎ-তাঁবুতে এসে উপস্থিত হও, যেন আমি তাকে আমার আজ্ঞা দিতে পারি।' মোশী ও যোশুয়া গিয়ে সাক্ষাৎ-তাঁবুতে উপস্থিত হলেন। প্রভু সেই তাঁবুতে এক মেঘস্তম্ভে দেখা দিলেন, আর মেঘস্তম্ভটি তাঁবুর প্রবেশদ্বারে স্থির থাকল।

পরে প্রভু নূনের সন্তান যোশুয়াকে তাঁর নিজের আজ্ঞা জানালেন ও তাঁকে বললেন, 'বলবান হও, সাহস ধর; কেননা আমি ইস্রায়েল সন্তানদের যে দেশ দেব বলে শপথ করেছি, সেই দেশে তুমিই তাদের নিয়ে যাবে; আর আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকব।'

শ্লোক দ্বিঃবিঃ ৩১:৭,৮; প্রবচন ৩:২৬

প্র বলবান হও, সাহস ধর, প্রভু নিজেই তো তোমার আগে আগে পথ চলবেন।

উ তিনি তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকবেন; ভয় করো না।

প্র স্বয়ং প্রভু হবেন তোমার নিরাপত্তা, তিনি ফাঁদ থেকে রক্ষা করবেন তোমার পদক্ষেপ।

উ তিনি তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকবেন; ভয় করো না।

ঈশ্বরের আশ্চর্য কর্মকীর্তি

বহু আশ্চর্য কাজ পূর্বঘোষণা ও সাধন করার পর ঈশ্বর প্রথমে ইস্রায়েল জাতিকে মিশরের দাসত্ব থেকে উদ্ধার করলেন: শুষ্ক পায়ে তাদের লোহিত সাগর পার করালেন, প্রান্তরে স্বর্গ থেকে প্রেরণ করা খাদ্য দিয়ে, সেই মান্না ও ভারুই পাখি দিয়ে তাদের পুষ্টিসাধন করলেন, পিপাসিত জনগণের জন্য শৈল থেকে সনাতন জলের উৎস প্রবাহিত করলেন, আক্রমণকারী যত শত্রুদের উপর তাদের বিজয়ী করলেন, জলোচ্ছ্বাসের সময় এমনটি করলেন যেন যর্দন কিছুকালের মত উজানে বয়, ইস্রায়েলের গোষ্ঠী ও কুলের সংখ্যা অনুসারে প্রতিশ্রুত দেশকে ভাগ ভাগ করে বণ্টন করলেন। অথচ মানুষ ঈশ্বরের দেখানো তেমন ভালবাসা ও বদান্যতা সত্ত্বেও অকৃতজ্ঞ ও এসব কিছু বিস্মৃত হয়ে দেব-দেবীকে পূজার জঘন্য অপরাধে বারবার অপরাধী হওয়ায় ঐশমাহাত্ম্য-সেবা ত্যাগ করল, অস্বীকারও করল।

পরবর্তীকালে আমরাও, যারা *বিধর্মী হওয়ার সময়ে বাক্‌শক্তিহীন দেবতাদের দিকে নিজেদের আকর্ষিত হতে দিচ্ছিলাম*, স্বভাবের জোরে যে নিকৃষ্ট জলপাইগাছের অংশ ছিলাম তা থেকে ছিন্ন হয়ে তাঁর দ্বারা ইহুদী জাতির সত্যকার জলপাইগাছের সঙ্গে কলমের মত সংযুক্ত হয়ে তার অনুগ্রহপূর্ণ মূলের সহভাগী হয়ে উঠলাম। পরিশেষে তিনি *আপন পুত্রকে রেহাই দেননি, বরং আমাদের সকলের জন্য তাঁকে দান করলেন—সুরভিত বলি ও যজ্ঞরূপে—তিনি যেন সমস্ত শঠতা থেকে আমাদের মুক্ত করেন ও নিজের জন্য এমন জাতিকে গঠন করেন যা তাঁরই আপন সম্পদ।*

এসব কিছু অসার কথা নয় বরং আমাদের প্রতি তাঁর অসীম ভালবাসা ও দয়ার নিশ্চিততম প্রমাণ হওয়া সত্ত্বেও আমরা যারা অকৃতজ্ঞ মানুষ, এমনকি অকৃতজ্ঞতার যত সীমা অতিক্রম করতে বিজ্ঞই মানুষ, আমরা যে শুধু তাঁর ভালবাসায় মূল্য দিই না ও তাঁর মঙ্গলদানের মহত্ত্ব স্বীকার করি না এমন নয়, আমরা বরং তেমন বহু মঙ্গলদানের প্রণেতা ও দাতাকেও প্রত্যাখ্যান করি, তাঁকে প্রায় ঘৃণাও করি। হ্যাঁ, আমরা যেন জীবনাচরণে তাঁর পবিত্রতম আদর্শের অনুরূপ হই, পাপীদের প্রতি নিত্য বর্ষিত তত দয়ার প্রাচুর্যও আমাদের উদ্দীপ্ত করতে যথেষ্ট নয়! এজন্য এসব কিছু নতুন যুগের মানুষের জন্য তাঁর কর্মকীর্তির চিরস্মৃতি রূপে লিখিত হবার যোগ্য, পরবর্তীকালে যারা খ্রীষ্টান নাম বহন করবে তারা সকলে যেন আমাদের প্রতি ঈশ্বরের মহাপ্রেমের কথা জেনে ঈশ্বরের প্রশংসা গান করতে কখনও ক্ষান্ত না হয়।

শ্লোক সাম ৬৮:২৭; ৯৬:১

প্র তোমাদের জনসমাবেশে তোমরা পরমেশ্বরকে বল ধন্য,
উ ইস্রায়েলের উদ্ভবের সময় থেকেই প্রভুকে বল ধন্য।
প্র প্রভুর উদ্দেশে গাও নতুন গান, প্রভুর উদ্দেশে গান গাও সমগ্র পৃথিবী।
উ ইস্রায়েলের উদ্ভবের সময় থেকেই প্রভুকে বল ধন্য।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - যাত্রা ১৯:১-১৯; ২০:১৮-২১

সন্ধি প্রস্তাব
সিনাই পর্বতে প্রভুর আত্মপ্রকাশ

মিশর দেশ থেকে ইস্রায়েল সন্তানদের বেরিয়ে আসার পর তৃতীয় অমাবস্যায়, ঠিক সেই দিনেই, তারা সিনাই মরুপ্রান্তরে এসে পৌঁছল। তারা রেফিদিম থেকে শিবির তুলে সিনাই মরুপ্রান্তরে এসে পৌঁছলে সেই মরুপ্রান্তরে শিবির বসাল; ইস্রায়েল পর্বতের ঠিক সামনেই শিবির বসাল।

তখন মোশী পরমেশ্বরের কাছে উঠে গেলেন, আর প্রভু পর্বত থেকে তাঁকে ডেকে বললেন, 'তুমি যাকোবকুলকে একথা বলবে, ইস্রায়েল সন্তানদের কাছে একথা ঘোষণা করবে: আমি মিশরীয়দের প্রতি যা

করেছি, তা তোমরা নিজেরাই দেখেছ; এও দেখেছ, কীভাবে আমি ঈগলের ডানায়ই তোমাদের বহন করে আমার কাছে নিয়ে এসেছি। এখন, তোমরা যদি আমার প্রতি সম্পূর্ণ বাধ্য হয়ে আমার সন্ধি পালন কর, তবে সকল জাতির মধ্যে তোমরাই হবে আমার নিজস্ব অধিকার, কেননা সমস্ত পৃথিবী আমার! আর আমার কাছে তোমরা হবে এক যাজকীয় রাজ্য, এক পবিত্র জনগণ। এই সমস্ত কথা তুমি ইস্রায়েল সন্তানদের বলবে।'

তখন মোশী এসে জনগণের প্রবীণবর্গকে আহ্বান করলেন, ও প্রভু তাঁকে যা কিছু আজ্ঞা করেছিলেন, সেই সকল কথা তাদের জানিয়ে দিলেন। লোকেরা সবাই মিলে উত্তর দিল: 'প্রভু যা কিছু বলেছেন, আমরা তা সমস্তই করব।' মোশী প্রভুর কাছে লোকদের কথা জানিয়ে দিলেন। তখন প্রভু মোশীকে বললেন: 'দেখ, আমি নিবিড় মেঘে তোমার কাছে আসছি, তোমার সঙ্গে যখন কথা বলব, তখন লোকেরা যেন শুনতে পায়, এবং চিরকাল ধরে তোমাতে বিশ্বাস রাখতে পারে।' মোশী প্রভুর কাছে লোকদের কথা জানিয়ে দিলেন।

প্রভু মোশীকে বললেন, 'লোকদের কাছে যাও, আজ ও আগামীকাল তারা নিজেদের পবিত্রিত করুক, নিজ নিজ পোশাক ধুয়ে নিক আর তৃতীয় দিনের জন্য সকলে প্রস্তুত হোক; কেননা তৃতীয় দিনে প্রভু সকল লোকের দৃষ্টিগোচরে সিনাই পর্বতের উপরে নেমে আসবেন। তুমি লোকদের চারপাশে সীমা স্থির করে একথা বলবে, সাবধান, তোমরা পর্বতে আরোহণ করো না বা তার সীমা পর্যন্তও স্পর্শ করো না; যে কেউ পর্বত স্পর্শ করবে, তাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে। কোন হাত তাকে স্পর্শ করবে না: তাকে পাথরাঘাতে মরতে হবে বা তীরের আঘাতে বিদ্ধ হতে হবে; পশু হোক বা মানুষ হোক, সে বাঁচবে না! যখন তুরি দীর্ঘধ্বনি দেবে, তখন তারা পর্বতে উঠবে।' মোশী পর্বত থেকে নেমে লোকদের কাছে এসে সকলকে নিজেদের পবিত্রিত করতে বললেন, এবং তারা নিজ নিজ পোশাক ধুয়ে নিল। পরে তিনি লোকদের বললেন, 'তৃতীয় দিনের জন্য প্রস্তুত হও; কোন স্ত্রীলোকের কাছে যেয়ো না।'

তৃতীয় দিনে ভোর হতেই শোনা গেল বজ্রধ্বনি, দেখা গেল বিদ্যুৎ-ঝলক, পর্বতের উপরে নিবিড় মেঘ উপস্থিত হল, বেজে উঠল দীর্ঘতম তুরিধ্বনি: শিবিরের সমস্ত লোক কাঁপতে লাগল। মোশী লোক সকলকে শিবিরের মধ্য থেকে পরমেশ্বরের দিকে নিয়ে গেলেন, আর তারা পর্বতের পাদদেশে দাঁড়িয়ে রইল। সিনাই পর্বত সম্পূর্ণই ধূমময় ছিল, কেননা প্রভু তার উপরে আগুনের মধ্যেই নেমে এসেছিলেন, আর তার ধূম অগ্নিকুণ্ডের ধূমের মত ঊর্ধ্বে উঠছিল আর সমস্ত পর্বত প্রচণ্ড ভাবে কাঁপছিল। তুরিধ্বনির শব্দ তীব্রতম হতে হতে মোশী কথা বলছিলেন ও পরমেশ্বর এক কণ্ঠস্বরের মধ্য দিয়ে উত্তর দিচ্ছিলেন।

গোটা জনগণ সেই বজ্রনাদ, বিদ্যুৎ-ঝলক, তুরিধ্বনি ও ধূমময় পর্বত দেখতে পাচ্ছিল। তা দেখে জনগণ সন্ত্রাসিত হয়ে দূরে দাঁড়িয়ে থাকল। তারা মোশীকে বলল, 'তুমিই বরং আমাদের সঙ্গে কথা বল, আমরা শুনব; কিন্তু পরমেশ্বর যেন আমাদের সঙ্গে কথা না বলেন, নইলে আমরা মারা পড়ব।' মোশী তাদের বললেন, 'ভয় করো না, কারণ পরমেশ্বর তোমাদের যাচাই করতে এসেছেন, যেন তাঁর ভয় সবসময়ই তোমাদের সামনে থাকলে তা পাপ থেকে তোমাদের দূরে রাখে।' তাই জনগণ দূরে দাঁড়িয়ে রইল, আর এর মধ্যে মোশী সেই ঘোর অন্ধকারের দিকে এগিয়ে গেলেন যেখানে স্বয়ং পরমেশ্বর ছিলেন।

শ্লোক যাত্রা ১৯:৫,৬; ১ পি ২:৯ দ্রঃ

প্র তোমরা যদি আমার প্রতি সম্পূর্ণ বাধ্য হয়ে আমার সন্ধি পালন কর, তবে সকল জাতির মধ্যে তোমরাই হবে আমার নিজস্ব অধিকার।

উ আমার কাছে তোমরা হবে এক যাজকীয় রাজ্য, এক পবিত্র জনগণ।

প্র তোমরাই সেই মনোনীত বংশ, সেই রাজকীয় যাজকসমাজ, সেই পবিত্র জনগণ, সেই জাতি যাকে ঈশ্বর নিজস্ব সম্পদ করেছেন।

উ আমার কাছে তোমরা হবে এক যাজকীয় রাজ্য, এক পবিত্র জনগণ।

প্রভুর সন্ধি

দ্বিতীয় বিবরণে মোশী জনগণকে বলেন, *তোমার পরমেশ্বর প্রভু হোরেবে এক সন্ধি স্থির করেছেন। আমাদের পিতৃপুরুষদের সঙ্গে তো প্রভু সেই সন্ধি করেননি, কিন্তু তোমাদের সকলেরই সঙ্গে করেছেন।*

তবে কেনই বা তিনি পিতৃপুরুষদের সঙ্গে সেই সন্ধি স্থাপন করেননি? কারণ *বিধান ধার্মিকদের জন্য স্থাপিত হয়নি।* পিতৃপুরুষেরা ধার্মিকই ছিলেন—তাঁদের নিজেদের হৃদয়ে ও প্রাণেই তো দশ আজ্ঞার গুণ লেখা ছিল—কেননা তাঁরা যিনি তাঁদের গড়েছিলেন তাঁকে ভালবাসতেন ও প্রতিবেশীর প্রতি দুষ্কর্ম করা থেকে নিজেদের মুক্ত রাখতেন; ফলে তাঁদের অন্তরে বিধানের ন্যায্যতা ছিল বিধায় সংস্কারমূলক নিয়ম দ্বারা তাঁদের ভর্ৎসনা করা কোন প্রয়োজন ছিল না।

কিন্তু, যখন ঈশ্বরের প্রতি এ ন্যায্যতা ও ভালবাসা বিস্মরণে পতিত হল ও মিশরে নিঃশেষিত হল, তখনই প্রয়োজন হল, মানুষের প্রতি আপন অগাধ প্রসন্নতার খাতিরে ঈশ্বর আপন কণ্ঠস্বরের মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করবেন। আপন পরাক্রমে তিনি মিশর থেকে জনগণকে বের করে আনলেন যাতে মানুষ পুনরায় ঈশ্বরের শিষ্য ও অনুসারী হতে পারে; যারা তাঁকে শুনত না, তিনি তাদের শাস্তি দিলেন, তারা যেন যিনি তাদের গড়েছিলেন তাঁকে অবজ্ঞা না করে।

মান্না দানেও তাদের পুষ্টিসাধন করলেন, তারা যেন আত্মিক একটা খাদ্য পেতে পারে, যেইভাবে মোশী দ্বিতীয় বিবরণে বলেছিলেন: *তিনি তোমাকে সেই মান্নায় পরিপুষ্ট করলেন, যা তোমার অজানা ছিল, তোমার পিতৃপুরুষদেরও অজানা ছিল, যেন তিনি তোমাকে বোঝাতে পারেন যে, মানুষ কেবল রুটিতে বাঁচে না, কিন্তু প্রভুর মুখ থেকে যা কিছু নির্গত হয়, তাতেই মানুষ বাঁচে।*

তিনি ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসার কথা শেখালেন, ও তাদের মনের মধ্যে সেই ন্যায্যতার কথা সঞ্চার করলেন যা প্রতিবেশীর প্রতি দেখানো উচিত যাতে মানুষ ঈশ্বরের সামনে অপরাধী ও অযোগ্য না হয়; এভাবে দশ আজ্ঞার মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর নিজের সঙ্গে বন্ধুত্ব ও প্রতিবেশীর সঙ্গে সুসম্পর্ক লাভের উদ্দেশ্যে মানুষের পূর্বপ্রস্তুতি সাধন করছিলেন—এসব কিছুতে মানুষেরই উপকার হচ্ছিল, তবু একইসময় ঈশ্বরের এমন কোন অভাব ছিল না যা মানুষ পূরণ করবে। তাছাড়া এসব কিছু মানুষকে গৌরবমণ্ডিতও করছিল, কেননা তার যা অভাব ছিল, যথা ঈশ্বরের বন্ধুত্ব, তা তাকে দেওয়া হচ্ছিল, তবু একইসময় ঈশ্বরকে কিছুই দেওয়া হচ্ছিল না, কেননা ঈশ্বরের পক্ষে মানুষের ভালবাসা প্রয়োজন ছিল না।

মানুষই বরং ঈশ্বরের গৌরবের অভাবী ছিল, যে গৌরব সে কোন উপায়েই পেতে পারছিল না সেই বাধ্যতার মধ্য দিয়ে ছাড়া, যা তাঁর প্রতি দেখানো দরকার। এজন্যই মোশী জনগণকে আবার বলেন, *জীবন বেছে নাও, যেন তুমি ও তোমার বংশ বাঁচতে পার: তোমার পরমেশ্বর প্রভুকে ভালবাস, তাঁর প্রতি বাধ্য হও, ও তাঁকে আঁকড়ে ধরে থাক, কেননা তিনিই তোমার জীবন, তিনিই তোমার পরমায়ু।* তেমন জীবনলাভের উদ্দেশে মানুষকে প্রস্তুত করার জন্য প্রভু নিজে স্বকণ্ঠেই সকলের জন্য নির্বিশেষেই দশ আজ্ঞা ঘোষণা করলেন; আর এজন্যই যখন তিনি মাংসগত ভাবে এলেন, তখনও সেই বাণীগুলো বিস্তারিত ও বর্ধিত হয়ে কিন্তু সঙ্কুচিত না হয়ে আমাদের মাঝে থেকে গেল।

তবু দাসত্ব-অবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যত আদেশগুলি তিনি তাদের জ্ঞান বা গঠনের যোগ্যতা অনুসারেই মোশী দ্বারা জনগণের কাছে আদেশ করেছিলেন; যেইভাবে মোশী নিজে বলেন, *সেসময় প্রভু আমাকে বিধিনিয়ম তোমাদের শেখাতে আদেশ করেছিলেন।*

এজন্য দাসত্ব-কালে ও প্রতীকরূপে যা কিছু তাদের দেওয়া হয়েছিল, স্বাধীনতার নবসন্ধিতে তা বাতিল হয়ে গেল; কিন্তু মানবপ্রকৃতি ও স্বাধীনতা সংক্রান্ত যা কিছু সকলের জন্য প্রযোজ্য, তা তিনি বর্ধিত ও প্রসারিত করলেন মানুষের কাছে বিনামূল্যে ও প্রাচুর্যের সঙ্গে দত্তকপুত্রত্ব দানে, মানুষ যেন পিতা ঈশ্বরকে জানতে পারে, সমস্ত অন্তর দিয়ে তাঁকে ভালবাসতে পারে ও বিনা আপত্তিতে তাঁর ঐশবাণীর অনুসরণ করতে পারে।

শ্লোক

প্র ঈশ্বরের দাস মোশী চল্লিশদিন চল্লিশরাত উপবাস পালন করলেন,

উ তিনি যেন প্রভুর বিধান পাবার যোগ্য হয়ে উঠতে পারেন।

প্র প্রভুর কাছে সিনাই পর্বতে আরোহণ করে মোশী সেখানে চল্লিশদিন চল্লিশরাত ছিলেন,

উ তিনি যেন প্রভুর বিধান পাবার যোগ্য হয়ে উঠতে পারেন।

শনিবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - দ্বিঃবিঃ ৩২:৪৮-৫২; ৩৪:১-১২

মোশীর মৃত্যু

সেদিন প্রভু মোশীকে বললেন, 'তুমি আবারিমের এই পর্বতে, মোয়াব দেশের এই নেবো পর্বতে ওঠ, যা যেরিখোর ঠিক উল্টো দিকে অবস্থিত; এবং আমি ইস্রায়েল সন্তানদের অধিকাররূপে যে দেশ দিতে যাচ্ছি, সেই কানান দেশের দিকে চেয়ে দেখ। তোমার ভাই আরোন যেমন হোর পর্বতে মরল ও তার আপন লোকদের সঙ্গে মিলিত হল, তেমনি তুমি যে পর্বতে উঠবে, তুমি সেখানে মরবে ও তোমার আপন লোকদের সঙ্গে মিলিত হবে; কেননা সীন মরুপ্রান্তরে কাদেশের সেই মেরিবার জলাশয়ের ধারে তোমরা ইস্রায়েল সন্তানদের মধ্যে আমার প্রতি অবিশ্বস্ত হয়েছিলে, কারণ ইস্রায়েল সন্তানদের কাছে আমার পবিত্রতা প্রকাশ করনি। তুমি বাইরে থেকেই দেশটি দেখবে, কিন্তু আমি ইস্রায়েল সন্তানদের যে দেশ দিতে যাচ্ছি, সেখানে তুমি প্রবেশ করতে পারবে না।'

মোশী মোয়াবের সমতল ভূমি ছেড়ে পিস্গা পর্বতশ্রেণীর সেই নেবো পর্বতে গিয়ে উঠলেন, যা যেরিখোর ঠিক উল্টো দিকে অবস্থিত। প্রভু তাঁকে সমস্ত দেশ, দান পর্যন্ত গিলেয়াদ, এবং সমস্ত নেফ্তালি, এফ্রাইম ও মানাসের অঞ্চলটি, এবং পশ্চিম সমুদ্র পর্যন্ত যুদার সমস্ত অঞ্চলটি, এবং নেগেব অঞ্চলটি, ও জোয়ার পর্যন্ত তালগাছে ভরা যেরিখো-উপত্যকার অঞ্চলটি দেখালেন। প্রভু তাঁকে বললেন, 'এ সেই দেশ, যে দেশের বিষয়ে আমি আব্রাহাম, ইসায়াক ও যাকোবের কাছে শপথ করে বলেছিলাম: আমি এই দেশ তোমার বংশকে দেব। এখন আমি তোমাকে তোমার নিজের চোখেই তা দেখবার সুযোগ দিলাম, কিন্তু তুমি নদী পার হয়ে সেখানে প্রবেশ করবে না।'

প্রভুর আদেশ অনুসারে প্রভুর দাস মোশী সেইখানে, সেই মোয়াব দেশেই মরলেন; [প্রভু] তাঁকে মোয়াব দেশের সেই উপত্যকায় সমাধি দিলেন, যা বেথ্-পেওরের ঠিক উল্টো দিকে অবস্থিত: কিন্তু তাঁর সমাধিস্থান কোথায়, আজ পর্যন্ত কেউই তা জানে না। মোশীর যখন মৃত্যু হয়, তখন তাঁর বয়স একশ' কুড়ি বছর; তাঁর চোখ তখনও ক্ষীণ হয়নি, তাঁর তেজও তখনও হ্রাস পায়নি।

ইস্রায়েল সন্তানেরা মোশীর জন্য মোয়াবের সমতল ভূমিতে ত্রিশ দিন বিলাপ করল; এইভাবে মোশীর মৃত্যুশোকের জন্য তাদের নির্ধারিত বিলাপের দিনগুলি পূর্ণ হল।

নূনের সন্তান যোশুয়া প্রজ্ঞার আত্মায় পরিপূর্ণ ছিলেন, কারণ মোশী তাঁর উপরে হাত রেখেছিলেন; ইস্রায়েল সন্তানেরা তাঁর প্রতি বাধ্য হয়ে মোশীকে দেওয়া প্রভুর আজ্ঞা অনুসারে ব্যবহার করল।

মোশীর মত কোন নবী ইস্রায়েলের মধ্যে আর কখনও আবির্ভূত হননি; হ্যাঁ, তিনি প্রভুকে মুখোমুখিই চিনতেন; প্রভু তাঁকে মিশর দেশে ফারাওর বিরুদ্ধে, তাঁর সকল পরিষদ ও তাঁর সমস্ত দেশের বিরুদ্ধে কেমন চিহ্ন ও অলৌকিক লক্ষণ দেখাতে পাঠিয়েছিলেন! সত্যি, মোশী পরাক্রান্ত হাতের অধিকারী ছিলেন, ছিলেন গোটা ইস্রায়েলের চোখে মহা আতঙ্কের পাত্র।

শ্লোক সিরা ৪৫:১-৩; শিষ্য ৭:৩৫

প্র মোশী ছিলেন ঈশ্বর ও মানুষের ভালবাসার পাত্র, তাঁর স্মৃতি আশিসে ভূষিত। ঈশ্বর গৌরবদানে তাঁকে পবিত্রজনদের সমান করলেন;

℟ তাঁকে শক্তিমান করলেন—তাতে তাঁর শত্রুরা অভিভূত হল ; তাঁর কথার খাতিরে তিনি সেই নানা চিহ্নকর্ম বন্ধ করে দিলেন।

℣ ঝোপের মধ্যে-দেখা-দেওয়া সেই দূত দ্বারা ঈশ্বর তাঁকেই জননায়ক ও মুক্তিসাধক করে প্রেরণ করলেন ;

℟ তাঁকে শক্তিমান করলেন—তাতে তাঁর শত্রুরা অভিভূত হল ; তাঁর কথার খাতিরে তিনি সেই নানা চিহ্নকর্ম বন্ধ করে দিলেন।

দ্বিতীয় পাঠ - ২য় ভাতিকান বিশ্বজনীন মহাসভার, বর্তমান জগতে মণ্ডলী বিষয়ক পালকীয় সংবিধান

আনন্দ ও প্রত্যাশা ১৮,২২

মৃত্যু-রহস্য

মৃত্যুর সামনে মানবদশা-রহস্য গভীরতম হয়ে ওঠে। দুঃখযন্ত্রণা ও দৈহিক অবক্ষয়ের অগ্রগতির চিন্তায় শুধু নয়, বরং অধিকতর মাত্রায় চিরবিলুপ্তির সন্ত্রাসেও মানুষ অবসন্ন। তবু তার হৃদয়ের বোধশক্তি গুণে সে তখন সঠিকভাবেই বিচার করে, যখন আপন ব্যক্তিত্বের সম্পূর্ণ বিনাশ ও চরম বিলোপের কথায় সে ঘৃণা বোধ ক'রে তা প্রত্যাখ্যান করে। চিরন্তনতার যে বীজ সে নিজের অন্তরে বহন করে, তা বস্তু-পদার্থেই মাত্র পর্যবসিত না হওয়ায় মৃত্যুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। অধিক উপযোগী হয়েও প্রযুক্তির সমস্ত প্রচেষ্টা মানুষের উদ্বেগ মেটাতে অক্ষম: জীববিজ্ঞানের সহায়তায় জীবনের আয়ু যতই প্রসারিত করা যেতে পারে না কেন, তাও সেই পরজীবনেরই আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে অক্ষম যা তার হৃদয়ের অপরিহার্য অংশস্বরূপ।

যদিও মৃত্যুর সামনে যে কোন ধারণা নিঃশেষিত হয়ে পড়ে, তবু মণ্ডলী ঐশপ্রকাশের শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ঘোষণা করে, মানুষ পার্থিব দুর্দশার সীমার অতীত এমন মঙ্গলময় লক্ষ্যের উদ্দেশেই ঈশ্বর দ্বারা সৃষ্ট। উপরন্তু সেই যে দৈহিক মৃত্যু যা থেকে পাপ না করলে মানুষ মুক্ত হয়ে থাকত, খ্রীষ্টবিশ্বাস শিক্ষা দেয় সেই মৃত্যু পরাজিত হবেই যখন সর্বশক্তিমান ও করুণাময় ত্রাণকর্তা দ্বারা মানুষ পাপের দরুন হারানো আদি-সুখে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে। কেননা ঈশ্বর মানুষকে আহ্বান করলেন ও করছেন সে যেন অক্ষয়শীল ঐশজীবনের চিরসহভাগিতায় তার গোটা স্বরূপ নিয়েই তাঁর সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। তেমন বিজয় খ্রীষ্ট তখনই লাভ করলেন যখন আপন মৃত্যুর মধ্য দিয়ে মানুষকে মৃত্যু থেকে মুক্ত করতে জীবনে পুনরুত্থান করলেন। সুতরাং চিন্তাশীল যে কোন মানুষের কাছে বিশ্বাস গুরুতর যুক্তির সঙ্গে নিজেকে অর্পণ ক'রে ভাবী দশা সংক্রান্ত তার সেই উদ্বেগপূর্ণ জিজ্ঞাসার উত্তর নিবেদন করে ; একইসময় বিশ্বাস মানুষকে মৃত্যুনিদ্রায় নিদ্রিত প্রিয়জনদের সঙ্গে খ্রীষ্টে সহভাগিতা করার সুযোগ দেয়, এই প্রত্যাশা দান ক'রে যে, ঈশ্বরের সান্নিধ্যে তারা প্রকৃত জীবন লাভ করেছে।

বহু কষ্টের মধ্য দিয়ে অমঙ্গলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা, এমনকি মৃত্যুও ভোগ করা খ্রীষ্টভক্তের প্রয়োজন ও কর্তব্য বটে, কিন্তু পাস্কা-রহস্যের অংশীদার হয়ে ও খ্রীষ্টের মৃত্যুর অনুরূপ হয়ে সে পুনরুত্থানের দিকে আশায় স্থিতমূল হয়ে এগিয়ে যাবে।

শুধু খ্রীষ্টবিশ্বাসীদের বেলায় নয়, বরং যাদের অন্তরে অনুগ্রহ অদৃশ্য ভাবে সক্রিয়, সেই সকল সদিচ্ছাসম্পন্ন মানুষের বেলায়ও একথা প্রযোজ্য। কেননা খ্রীষ্ট সকলের জন্য মৃত্যুবরণ করায় ও মানুষের আহ্বান শেষ পর্যায়ে প্রকৃতপক্ষে এক, যথা ঐশ্বরিক হওয়ায়, আমাদের ধরে নিতে হবে যে, ঈশ্বর যেইভাবে জানেন, সেই অনুসারে পবিত্র আত্মা সকলকেই পাস্কা-রহস্যের অংশীদার হওয়ার সুযোগ দান করেন।

এই তো সেই মানব-রহস্যের মাহাত্ম্য যা খ্রীষ্টীয় প্রকাশের মধ্য দিয়ে বিশ্বাসীদের চোখের সামনে উদ্ভাসিত। সুতরাং সুসমাচারের বাইরে যে দুঃখকষ্ট ও মৃত্যু-প্রহেলিকা আমাদের জর্জরিত করে থাকে, খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে ও খ্রীষ্টের মধ্যে তা আলোময় হয়ে ওঠে। আপন মৃত্যুতে মৃত্যুকে ধ্বংস করে খ্রীষ্ট পুনরুত্থান করেছেন ও আমাদের জীবন দান করেছেন, পুত্রের মধ্যে পুত্র এই আমরা যেন পরমাত্মায় বলে উঠতে পারি : আব্বা, পিতা!

শ্লোক সাম ২৭:১; ২৩:৪

℣ প্রভুই আমার আলো, আমার পরিত্রাণ ; কাকে ভয় করব আমি?

℟ প্রভুই আমার জীবনের আশ্রয়দুর্গ ; কার্ ভয়ে কম্পিত হব আমি?

℣ মৃত্যু-ছায়ার উপত্যকাও যদি পেরিয়ে যাই, আমি কোন অনিষ্টের ভয় করি না, তুমি যে আমার সঙ্গে আছ।
℟ প্রভুই আমার জীবনের আশ্রয়দুর্গ ; কার্ ভয়ে কম্পিত হব আমি?

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - যাত্রা ২০:১-১৭

সিনাই পর্বতে বিধান উপস্থাপিত

সেসময়, পরমেশ্বর এই সমস্ত কথা বললেন, 'আমি তোমার পরমেশ্বর প্রভু, যিনি মিশর দেশ থেকে, দাসত্ব-অবস্থা থেকে তোমাকে বের করে এনেছেন : আমার প্রতিপক্ষ কোন দেবতা যেন তোমার না থাকে!

তুমি তোমার জন্য খোদাই করা কোন প্রতিমূর্তি তৈরি করবে না ; উপরে সেই আকাশে, নিচে এই পৃথিবীতে, ও পৃথিবীর নিচে জলরাশির মধ্যে যা কিছু রয়েছে, তার সাদৃশ্যেও কোন কিছুই তৈরি করবে না। তুমি তেমন বস্তুগুলির উদ্দেশে প্রণিপাত করবে না, সেগুলির সেবাও করবে না ; কেননা আমি, তোমার পরমেশ্বর প্রভু যিনি, আমি এমন ঈশ্বর, যিনি কোন প্রতিপক্ষকে সহ্য করেন না ; যারা আমাকে ঘৃণা করে, তাদের বেলায় আমি পিতার শঠতার দণ্ড সন্তানদের উপরে ডেকে আনি—তাদের তৃতীয় ও চতুর্থ পুরুষ পর্যন্ত ; কিন্তু যারা আমাকে ভালবাসে ও আমার আজ্ঞাগুলি পালন করে, আমি সহস্র পুরুষ পর্যন্তই তাদের প্রতি কৃপা দেখাই।

তোমার পরমেশ্বর প্রভুর নাম তুমি অযথা নেবে না, কারণ যে কেউ তাঁর নাম অযথা নেয়, প্রভু তাকে শাস্তি থেকে রেহাই দেবেন না।

সাব্বাৎ দিনের কথা এমনভাবে স্মরণ করবে, যেন তার পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ রাখ। পরিশ্রম করার জন্য ও তোমার যাবতীয় কাজ করার জন্য তোমার ছ' দিন আছে ; কিন্তু সপ্তম দিনটি তোমার পরমেশ্বর প্রভুর উদ্দেশে সাব্বাৎ : সেদিন তুমি কোন কাজ করবে না—তুমিও নয়, তোমার ছেলেমেয়েও নয়, তোমার দাস-দাসীও নয়, তোমার পশুও নয়, তোমার সঙ্গে বাস করে এমন প্রবাসী মানুষও নয় ; কেননা প্রভু ছ'দিনে আকাশ, পৃথিবী ও সমুদ্র এবং সেগুলির মধ্যে যা কিছু আছে, সমস্তই নির্মাণ করেছেন, কিন্তু সপ্তম দিনে বিশ্রাম করেছেন ; এজন্য প্রভু সাব্বাৎকে আশীর্বাদ করেছেন ও পবিত্র বলে ঘোষণা করেছেন।

তোমার পিতা ও তোমার মাতাকে গৌরব আরোপ করবে, তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমাকে যে দেশভূমি দিচ্ছেন, সেই দেশভূমিতে তুমি যেন দীর্ঘজীবী হও।

নরহত্যা করবে না।

ব্যভিচার করবে না।

অপহরণ করবে না।

তোমার প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দেবে না।

তোমার প্রতিবেশীর ঘরের প্রতি লোভ করবে না। প্রতিবেশীর স্ত্রী, তার দাস-দাসী, তার বলদ-গাধা, তার কোন কিছুরই প্রতি লোভ করবে না।'

শ্লোক সাম ১৯:৮,৯; রো ১৩:৮,১০

℣ প্রভুর বিধান নিখুঁত, প্রাণকে পুনরুজ্জীবিত করে ; প্রভুর সাক্ষ্য বিশ্বাসযোগ্য, সরলমনাকে প্রজ্ঞাবান করে।
℟ প্রভুর আজ্ঞা নির্মল, চোখে আলো দান করে।
℣ পরকে যে ভালবাসে, সে বিধান সম্পূর্ণ সার্থক করেছে : ভালবাসাই বিধানের পূর্ণতা।
℟ প্রভুর আজ্ঞা নির্মল, চোখে আলো দান করে।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু আম্ব্রোজ-লিখিত 'সংসার থেকে পলায়ন' **৬:৩৬; ৭:৪৪; ৮:৪৫; ৯:৫২**

যিনি আমাদের একমাত্র মঙ্গল, এসো, তাঁকে আঁকড়িয়ে ধরে থাকি

যেখানে মানুষের হৃদয়, সেখানে তার ধনও রয়েছে ; কেননা যারা তাঁর কাছে প্রার্থনা করে, ঈশ্বর তাদের কাছে

মঙ্গলদান দিতে কখনও অস্বীকার করেন না। সুতরাং যেহেতু ঈশ্বর মঙ্গলময়, ও যারা ধৈর্যের সঙ্গে তাঁর উপর নির্ভরশীল তিনি বিশেষভাবে তাদেরই প্রতি মঙ্গলময়, সেজন্য এসো, আমরা তাঁকে আঁকড়িয়ে ধরে থাকি, আমাদের সমস্ত প্রাণ দিয়ে, সমস্ত হৃদয় দিয়ে, সমস্ত শক্তি দিয়ে তাঁর সঙ্গে থাকি যেন তাঁর আলোতে থেকে তাঁর গৌরব দেখতে পারি এবং পরম সুখের অনুগ্রহ ভোগ করতে পারি। অতএব এসো, সেই পরম মঙ্গলের দিকে অন্তর উত্তোলন করি, তার মধ্যে থাকি, তার মধ্যে জীবনযাপন করি, তাকে আঁকড়িয়ে ধরি; কেননা যে পরম মঙ্গল আমাদের সমস্ত উপলব্ধি ও ধারণার ঊর্ধ্বে, সেই পরম মঙ্গল চিরশান্তি ও সুখ মঞ্জুর করে—এমন শান্তি যা আমাদের সমস্ত কল্পনা ও বোধের অতীত।

এই তো সেই মঙ্গল যা সবকিছুতে বিরাজিত, আর আমরা সকলে তার মধ্যে জীবনযাপন করি ও তার উপর নির্ভর করি; ঐশ্বরিক হওয়ায় কিন্তু তার ঊর্ধ্বে কিছুই নেই। কেননা একমাত্র ঈশ্বর ছাড়া মঙ্গলময় বলতে কেউই নেই, অতএব যা কিছু মঙ্গলময় তা ঐশ্বরিক, আর যা কিছু ঐশ্বরিক তা মঙ্গলময়, আর সেজন্য লেখা আছে, *তুমি হাত খুললেই সবকিছু মঙ্গলদানে পরিপূর্ণ হয়;* ফলে ন্যায়সঙ্গত ভাবেই ঈশ্বরের মঙ্গলময়তার মধ্য দিয়ে মঙ্গলকর সেই সব কিছুই আমাদের দেওয়া হয় যার সঙ্গে মিশ্রিত অমঙ্গলকর কোন কিছুই নেই। তেমন মঙ্গলদানগুলি বিশ্বস্তদের দান করবে বলে প্রতিশ্রুত হয়ে শাস্ত্র বলে, *তুমি ভূমির উত্তম ফল খাবে।*

আমরা খ্রীষ্টের সঙ্গে মৃত; আমাদের দেহে খ্রীষ্টের মৃত্যু বহন করি যাতে আমাদের মধ্যে খ্রীষ্টের জীবনও প্রকাশিত হতে পারে। সুতরাং আমরা আমাদের পার্থিব জীবন নয়, খ্রীষ্টেরই জীবন যাপন করি—নিষ্কলঙ্ক জীবন, পুণ্য জীবন, সরল জীবন, সমস্ত সদ্‌গুণমণ্ডিত জীবন। আমরা যখন খ্রীষ্টের সঙ্গে পুনরুত্থান করেছি, তখন এসো, তাঁর মধ্যে জীবন যাপন করি, তাঁর মধ্যে স্বর্গারোহণ করি, যেন এ পৃথিবীতে সেই সাপ দংশন করার মত আমাদের পা না পেতে পারে।

এসো, এখান থেকে পালিয়ে যাই। তোমার দেহ থাকতেও তুমি আত্মায় পালাতে পার; এখানে থাকতেও তুমি ঈশ্বরের সম্মুখেও থাকতে পার যদি তোমার আত্মা তাঁকে আঁকড়িয়ে ধরে, তোমার চিন্তা-ভাবনায় তুমি যদি তাঁর পিছনে চল, যদি পার্থিব অভিজ্ঞতায় নয় বরং বিশ্বাসেই তাঁর পথ অনুসরণ কর, যদি তাঁর আশ্রয় নাও; কেননা আশ্রয় ও শক্তিই সেই তিনি, যাঁর কাছে দাউদ বলেন, *তোমাতে আশ্রয় নিয়েছি, আমাকে লজ্জিত হতে হল না।*

সুতরাং যেহেতু ঈশ্বর আশ্রয়, কিন্তু ঈশ্বর স্বর্গে ও স্বর্গের ঊর্ধ্বেই বিরাজমান, সেজন্য এখান থেকে আমাদের সেইখানে পালাতে হবে যেখানে শান্তি, যেখানে শ্রম থেকে বিশ্রাম, যেখানে মহাসাব্বাৎ-উৎসব উদ্‌যাপিত হবে, যেইভাবে মোশী বলেছিলেন, *ভূমির সাব্বাৎকালে [বিশ্রামকালে] ভূমির স্বতঃউৎপন্ন শস্য তোমার খাদ্য হবে।* ঈশ্বরে বিশ্রাম করা ও তাঁর ঐশ্বর্য দর্শন করা সত্যি এমন মহোৎসবের মত যা আনন্দ ও শান্তিতে পূর্ণ।

সুতরাং এসো, সেই হরিণীর মত জলের উৎসধারে পালিয়ে যাই; দাউদের যা তৃষ্ণা, আমাদের প্রাণও তাতে তৃষিত হোক; সেই জলের উৎস কে? যিনি একথা বলছেন তাঁকে শোন, *তোমাতেই জীবনের উৎস;* তেমন উৎসকেই আমার প্রাণ বলুক, *কবে যাব, কবে দেখতে পাব তোমার শ্রীমুখ?* কেননা ঈশ্বরই জলের উৎস।

শ্লোক মথি ২২:৩৭-৩৮; দ্বিঃবিঃ ১০:১২ দ্রঃ

প্র তুমি তোমার ঈশ্বর প্রভুকে তোমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে, তোমার সমস্ত প্রাণ দিয়ে ও তোমার সমস্ত মন দিয়ে ভালবাসবে।

উ এ শ্রেষ্ঠ ও প্রথম আজ্ঞা।

প্র তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমার কাছে কী দাবি রাখছেন? শুধু এই, তুমি যেন তাঁকে ভয় কর, তাঁকে ভালবাস, তোমার সমস্ত হৃদয় ও তোমার সমস্ত প্রাণ দিয়ে তোমার পরমেশ্বর প্রভুর সেবা কর।

উ এ শ্রেষ্ঠ ও প্রথম আজ্ঞা।